ময়মনসিংহের ইতিহাস

"ময়মনসিংহের বিবরণ" প্রণেতা

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

প্রণীত।

কলিকাতা

সান্যাল এণ্ড কোং

১৩১২, মাঘ—১৯০৬ ফেব্রুয়ারি।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মুখবন্ধ।

"ময়মনসিংহের ইতিহাস" প্রকাশিত হইল। জেলার সাধারণ ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লইয়া "ময়মনসিংহের বিবরণ" লিখিত হইয়াছিল। বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে "ময়মনসিংহের ইতিহাস" লিখিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহের বিবরণ প্রকাশ ও প্রচার কার্য্যে ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ও মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ. বি. টমসন (W. B. Thomson.) মহোদয় নানা প্রকারে আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তা ও সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়াই ময়মনসিংহের ইতিহাসও এরূপ শীঘ্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

এই গ্রন্থ প্রকাশ জন্যও ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আমাকে আড়াই শত টাকা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন; আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থে প্রাচীন (ময়মনসিংহের) একখানা মানচিত্র প্রদত্ত হইল। মোগলশাসন ও ইংরেজ শাসনের সন্ধি-সময়ে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জে. রেনেল এফ. আর. এস. এ দেশের ভূমি জরিপ করিয়া, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে

যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, এই মানচিত্র তাহারই প্রতিলিপি।' এই মানচিত্র বর্ত্তমান সময়ে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি. এল. ও স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ধর এফ. আর. জি. এস. মহোদয়ের সাহায্যে আমি এই দুর্ল্লভ চিত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সেজন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন তাঁহারা গ্রন্থে কোন ভ্রম প্রমাদ লক্ষ্য করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন।

ময়মনসিংহ,
৮ই পৌষ, ১৩১২। } শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

ময়মনসিংহের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন অবস্থা—বৈদিক কাল—আর্য্যাবর্ত্ত, সংহিতার কাল, রামায়ণের কাল, মহাভারতের কাল, লৌহিত্যসাগর, রঘুবংশে বঙ্গ, আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণের মত।

প্রাচীন অবস্থা।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অসভ্য আদিম অনার্য্যগণের বাসস্থান ছিল। আর্য্যদিগের বাহুবল ও ধর্ম্মবলে অসভ্য অনার্য্যগণ, বন হইতে বনান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল।

বৈদিককাল—আর্য্যাবর্ত্ত।

আর্য্যগণ ক্রমে পশ্চিমে সুলেমান গিরিপুঞ্জ হইতে পূর্ব্বে গঙ্গা-যমুনার পুণ্য-সঙ্গম, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বাস স্থাপন করিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইল। ইহার বহির্ভূত অন্য কোন

স্থানের বিবরণ প্রাচীন আর্য্যগণ অবগত ছিলেন না ; * অন্ততঃ বেদে তাহার উল্লেখ নাই।

বঙ্গদেশ উপর্য্যুক্ত ভূমিখণ্ডের পূর্ব্বদিক অবস্থিত। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকায় বোধ হইতেছে, সেই সুদূর প্রাচীন কালে তাহা বহু অরণ্যানীসঙ্কুল ও অনার্য্যগণের আবাসস্থল ছিল ; অথবা বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না থাকায় তাহার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। তবে সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ যে তাহার বহুপরবর্ত্তী সময়েও ছিল না তাহার প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার প্রাদুর্ভাব। মনুসংহিতায় উত্তর ভারত বা আর্য্যাবর্ত্তের সীমা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

সংহিতার কাল।

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।" †

---

* "It shows us the widest geographical horizon of the Vedic poets, confined by the snowy mountains in the north, the Indus and the range of the Suleiman mountains in the west, the Indus or the sea in the south and the valley of the Jumna and Ganges in the east. Beyond that, the world though open was unknown to the Vedic poets."
Maxmuller's India what can it teach us ? page 174

† মনুসংহিতা দ্বিতীয়োঽধ্যায় ২২শ শ্লোক।

প্রাচীন অবস্থা।

মনুসংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায় না। তবে অনুমানের উপর যদি বঙ্গভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে বঙ্গদেশ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের অংশ মধ্যে পরিগণিত ছিল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। * কিন্তু তথায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এমন বোধ হয় না।

যাহাহউক তৎকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমায় মহাসাগরের অবস্থিতি কোনরূপেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। মহাসাগর তখন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা রূপে হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণের কাল।

অতঃপর রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগ। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের সময়ে বঙ্গদেশ একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন "অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা আমার শাসনাধীন।" † রামায়ণে বারংবার বঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও তৎকালে তাহার ভৌগোলিক অবস্থান কিরূপ ছিল তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। মহাভারত পাঠে এই ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

* উইলসন্ সাহেব তৎকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ব পরিচ্ছেদে "পৌণ্ড্র" শব্দের আলোচনায় এইরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

† দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবিরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণা পথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশি কোশলাঃ॥ অযোধ্যা কাণ্ড—১০ম সর্গ।

মহাভারতের লিখিত বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, যযাতি রাজার ৪র্থ পুত্র অনুর অধস্তন দ্বাদশ বংশধর বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে আদিত্যতুল্য তেজস্বী পঞ্চপুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুত্রগণের নাম অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই ৫টী পৃথক পৃথক রাজ্য সংস্থাপিত হয় ও পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। *

মহাভারতের কাল।

ইহার পর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়াযায়।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প, মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বদিক জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকী-কচ্ছ নিবাসী পরাক্রান্ত মহৌজা (মনৌজা,) এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত-কিকটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর "লৌহিত্যদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর-তীর প্রভৃতি জলপ্রধান দেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন।" †

মহাভারতের উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে আমরা সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয় অবগত হইতে পারি। ১ম—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে বঙ্গদেশ নামে একটী জনপদ ছিল; ২য়—সেই সময়

* আদি পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

† সভাপর্ব্ব—ত্রিংশ অধ্যায়।

বঙ্গদেশ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; ৩য়—তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) সেই সময়েও বর্ত্তমান ছিল এবং তাহা একটী ক্ষুদ্র রাজার রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল; ৪র্থ—বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া পুর্ব্বদিকে লৌহিত্য প্রদেশ ও তাহার পূর্ব্বে লৌহিত্য সমুদ্র বিস্তৃত ছিল।

বঙ্গরাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান একরূপ অবগত হওয়া গেল। এখন উত্তর ও দক্ষিণ সীমা অবগত হইতে পারিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিত, মহাভারতীয় যুগে ইহার আকার বা অবস্থান কিরূপ ছিল। অশ্বমেধ পর্ব্বের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহা আরও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

অশ্বমেধ পর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, অর্জ্জুন যজ্ঞতুরগের অনুগমন করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে আগমন করেন এবং তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া বঙ্গরাজ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমে সমুদ্র তীর মণিপুরে উপস্থিত হন।* এই বর্ণনা অনুসারে প্রাগ্‌জ্যোতিষকে বঙ্গরাজ্যের উত্তরসীমা স্থির করা অসঙ্গত নহে। মণিপুর মহেন্দ্র পর্ব্বতের দক্ষিণ, উত্তর সরকারের মধ্যে, সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। †

* অশ্বমেধ—৭৪ম—৮২ম অধ্যায়।

† এখন যাহা মণিপুর রাজ্য নামে খ্যাত তাহা বভ্রুবাহনের মণিপুর নয়। অর্জ্জুন মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন করিয়া মণিপুর উপনীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব ঘাটের উত্তরাংশের নাম মহেন্দ্র পর্ব্বত। মণিপুর তাহার দক্ষিণে। পাণ্ডবগণ লৌহিত্য সাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন মহাভারতের কোথাও এরূপ নিদর্শন নাই। লৌহিত্য সাগর-গর্ভোত্থিত প্রদেশের "পাণ্ডব বর্জ্জিত" অপবাদ এতৎ বিষয়ের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন। "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" অর্থে কেবল বর্ত্তমান ব্রহ্ম পুত্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশকে বুঝায় না। পরন্তু মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী সময়ে লৌহিত্য সাগরোত্থিত যাবতীয় স্থানই "পাণ্ডব বর্জ্জিত" প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

মহাভারতের স্থূল আলোচনায় বঙ্গরাজ্যের সীমা সন্ধান অবগত হওয়া গেল। কিন্তু ভারতবর্ষের গৌরবস্থল, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষ-প্রবাহী নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের তৎকালীন অবস্থান জ্ঞাত হওয়া গেল না। ইহার একমাত্র কারণ ব্রহ্মপুত্র তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়া হিমালয়ের পাদ প্রক্ষালিত সাগর তরঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা যেমন "গঙ্গাসাগর" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য ও তখন সেইরূপ সঙ্গম-স্থলে 'লৌহিত্য সাগর" নামে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গদেশের অর্দ্ধাংশ,—বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তটদেশ তখন লৌহিত্য সাগরের স্ফীত বক্ষে লুক্কায়িত ছিল এবং উত্তর বঙ্গের পূর্ব্বাংশ লৌহিত্য প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পূর্ব্ব প্রদেশে আগমন করিয়া এই লৌহিত্য দেশে উপনীত হইয়াছিলেন।

লৌহিত্যসাগর।

পরশুরাম প্রতিষ্ঠিত তীর্থশ্রেষ্ঠ লৌহিত্য সম্বন্ধে বনপর্ব্বের তীর্থ যাত্রা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে "পুরাকালে পরশুরাম প্রভাব দ্বারা যে লৌহিত্য তীর্থসৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনুষ্য তাহাতে গমন করিলে বহু বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে"। * এই তীর্থ কোন স্থানে অবস্থিত মহাভারতে তাহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক এই লৌহিত্য তীর্থ যে লৌহিত্য নদ তৎবিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। লৌহিত্য নদ তখন সাগরের বিস্তৃতি বশত বঙ্গদেশে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই; ব্রহ্মকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত

* বনপর্ব্ব ৮৪শ অধ্যায়।

প্রবাহিত হইয়া ছিলেন তাহার সাগর-সঙ্গমস্থল হইতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অর্দ্ধাধিক স্থান লৌহিত্য সাগরে নিমগ্ন ছিল। আর একটী মহাভারতীয় উক্তিদ্বারা বক্তব্য বিষয় আরও একটু পরিস্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে সস্ত্রীক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মহাপ্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পত্নীসহ পঞ্চ ভ্রাতা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া প্রথম পূর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ অনেক জনপদ, সাগর ও সরিৎ অতিক্রম করিয়া অবশেষে উদয়াচলের প্রান্তস্থিত লৌহিত্য সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন, সেস্থানে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব জলমধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহারা লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। সুতরাং এই লৌহিত্য সাগর যে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা ছিল এবং তাহার পর সাগর-চুম্বি গগন ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা তাহা মনুসংহিতা ও মহাভারতের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অবগত হওয়া গেল।

যদি উপস্থিত সিদ্ধান্তই স্থির বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ স্থল লৌহিত্য সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন অংশের অস্তিত্ব ছিল কি না, এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

মহাভারত বিরাট গ্রন্থ। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাতে নাই এমন কোন বিষয় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটী বিষয় নির্দ্ধারণও সুকঠিন হইবে না।

মহাভারতের বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা প্রকরণে করতোয়া ও

বৈতরণী নদীর উল্লেখ আছে। * তাম্রলিপ্ত ও অতি প্রাচীন স্থান; সুতরাং করতোয়া † তাম্রলিপ্ত ও বৈতরণীর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে বৈতরণীর দিকে রেখাপাত দ্বারা লৌহিত্য সাগরের অবস্থিতি সহজে অনুমিত হইতে পারে, এবং তাহা মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের বর্ণনার সহিতও মিলিয়া যায়। বাস্তবিক মহাভারতীয় যুগে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা লইয়া বঙ্গদেশের ⅔ অংশ লৌহিত্য সাগরের অনন্ত জল রাশির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

মহাকবি কালিদাস বিরচিত রঘুবংশে বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠে ও পূর্ব্ববঙ্গের অস্তিত্বের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না। মহাকবি রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"এইরূপে রঘু পূর্ব্বদিকের রাজগণকে জয় করিতে করিতে তালবন সমাকীর্ণ মহাসাগর তীর প্রাপ্ত হইলেন।"‡ অন্যত্র——রঘু রণতরীকৃত সজ্জিত সমরে প্রবৃত্ত বঙ্গদেশীয় রাজন্যগণকে স্বীয় বলে পরাভূত করিয়া গঙ্গাস্রোতের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিলেন।§

রঘুবংশে বঙ্গ।

* ৮৫শ অধ্যায়।

† হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া "সদানীরা নদী" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "শতপথ ব্রাহ্মণ" নামক বৈদিক গ্রন্থে সদানীরা নদীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে উক্ত নদীর পরপারস্থিত প্রদেশ তৎকালে "জলপ্লুত" ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

‡ পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥

§ বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥

প্রাচীন অবস্থা।

রঘুবংশের বর্ণিত বঙ্গদেশের এই ভৌগলিক অবস্থা মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব কালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের। কালিদাসের আবির্ভাব সময়ে বঙ্গদেশ ও কামরূপ ক্রমে সমুদ্রগর্ভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইতেছিল।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও উপর্য্যুক্ত মতের পোষকতা করিতেছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল না। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। অদ্যাপি হিমালয়ের স্থানে স্থানে সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কালরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দম হইতেই বঙ্গভূমির উদ্ভব অনুমান করেন। *

আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ গণের মত।

* Sir Charles Lyell's Principles of Geology-
Vol. I. Page 470.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধযুগের অবস্থা—পৌরাণিক কাল, মেগেস্থিনীস ও কামরূপ, মহারাজ অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হিউ-এনথ-সঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্রনদ, কামরূপ ও পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন, তন্ত্রের কাল ও কামরূপের সীমা, ব্রহ্মপুত্র—আড়ালিয়া—লক্ষ্যা।

বৌদ্ধযুগের অবস্থা।

মহাভারতীয় যুগ ও বৌদ্ধ যুগের মধ্যে তিন সহস্র বৎসর ব্যবধান। এই ব্যবধানকালের অবস্থা পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। পুরাণ-প্রভাব কালে, ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে পূজিত হইতেছিলেন। * তখন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গ জলধি-গর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছিল এবং অসভ্য বন্য অধিবাসিগণ অল্পে অল্পে আসিয়া আবাস স্থাপন করিতেছিল। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

পৌরাণিক কাল।

এই সময়ে মেগেস্থিনীস্ নামক গ্রীক্‌দূত, গ্রীক্ সম্রাট আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, তদানীন্তন মগধরাজ চন্দ্র-গুপ্তের রাজধানী, পাটলীপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনা) অবস্থিতি করিতেছিলেন। কথিত আছে, মেগেস্থিনীস্ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০২ অব্দে এত-

মেগেস্থিনীস্ ও কামরূপ।

* নিম্নলিখিত পুরাণ উপপুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।—কূর্ম্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, গরুড়পুরাণ, যোগিনীতন্ত্র, বৃহদ্ধাবাক্যতন্ত্র (?) ত্রিপুরার্ণব প্রভৃতি।

দেশে আগমন করিয়া বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ভ্রমণ কাহিনী "ইণ্ডিকা" নামে পরিচিত। এই ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে কামরূপ রাজ্যের সীমা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ লইয়া পশ্চিম-উত্তরে মিথিলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। * এবং বর্দ্ধমানের দক্ষিণ ও বর্ত্তমান তমলুকের পূর্ব্ব ভাগকে গঙ্গা-হৃদয় † বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার সমগ্র ভূভাগ, বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মেগেস্থিনীসের প্রতিগমনের পর, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৬০ অব্দে, মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এমন অবগত হওয়া যায় না।

মহারাজ অশোক।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধি-

* Magasthanes' Indika illustrated with a map of Ancient India by J. W. Mc. Crindle M. A.

† Magasthanes যাহাকে গঙ্গাহৃদয় (Gangaridai) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে তাহা গঙ্গারাঢ়ী বা রাঢ়ভূমি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রাচীন সুহ্ম দেশকে রাঢ় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুপ্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ হইতে বর্ত্তমান রাঢ়ভূমির উৎপত্তি ও ভ্রমণকারী প্রদত্ত "হৃদয়" শব্দ হইতে রাঢ়শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ নাই।

রোহণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের সময়ের একখানা খোদিত লিপিতে অবগত হওয়া যায় যে, কামরূপ, সমতট প্রভৃতি প্রত্যন্ত নৃপতিগণ, সমুদ্রগুপ্তকে কর প্রদান করিতেন ও তাঁহার আদেশ সমূহ, প্রতিপালন করিতেন।* সুতরাং, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়,—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে, সমতট (ঢাকা ও ফরিদপুর) এবং কামরূপের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র ভূভাগ বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা সহ, মগধের অধীন হইয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্ত।

অতঃপর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (৬২৯—৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) পরিব্রাজক হিউ-এনথ্‌-সঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে আগমন করিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র তখন সুবিশাল নদরূপে প্রবহমান ছিল। হিউ-এনথ্‌ সঙ্গ লিখিয়াছেন, তিনি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন হইতে একটী বিশাল নদ অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে আগমন করেন। কামরূপ সেই সময়ে একটী ক্ষমতাপন্ন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহার পরিধি দুই সহস্র মাইল বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিস্তৃত ভূভাগকে আধুনিক আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।†

হিউ-এনথ্‌ সঙ্গ ও ব্রহ্মপুত্র নদ।

* A History of Civilization in Ancient India by R. C. Dutt.—Page 501—502.

† "To the east and beyond a great river (Brahmaputra) was the powerful Kingdom of Kamrupa 2000 miles in circuit.

হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এ প্রদেশের ভূমি তখন অতিশয় উর্ব্বরা ও শস্য পূর্ণা ছিল। এ দেশে প্রচুর নারিকেল ও ধান্য উৎপন্ন হইত। নগরের চারিদিকে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল প্রবাহিত হইত; জল বায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল; এবং দেশের লোকের চরিত্র উন্নত ও সৎ ছিল। কামরূপ রাজ্য তৎকালে কুমার ভাস্কর বর্ম্মণ নামক রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল।

কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগে সেই সময়ে কামরূপের অধিকার পরিব্যাপ্ত ছিলনা। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকস্থিত ভূভাগ, বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহ, কামরূপের অধীনে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম দিকস্থিত ভূভাগ. পশ্চিম ময়মনসিংহ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ব্রহ্মপুত্রকে কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমা বলিয়া-নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। * হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ এখান হইতে সমতটে গমন করেন। ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের দক্ষিণ, ঢাকা ও ফরিদপুর প্রভৃতি সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। সমতট তৎকালে সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। সমতটের শাসনভার

It apparently included in those times modern Assam, Manipur and Kachar, Mymensingh & Sylhet."

Dutt's Civilization in Ancient India.

* "The Kingdom of Pundra Bardhon was separated from Kamrup by a large river viz. Brahmaputra."

Indoo Aryan—Vol, II, page 235,

তখন কাহার হস্তে সংন্যস্ত ছিল, ভ্রমণকারী তাহার উল্লেখ করেন নাই। হিউ-এন্‌থ্‌ সঙ্গের ভ্রমণকাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গভূমি তৎকালে ছয়টী প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। (১) পৌণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ,) (২) কামরূপ (ময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগ সহ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম), (৩) সমতট (ঢাকা, ফরিদপুর) (৪) কমলাঙ্গ (ত্রিপুরা বা কুমিল্লা), (৫) তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ) ও, (৬) কর্ণ-সুবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গ)।

এই বিভাগ অনুসারে অনুমিত হয় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ভাগ বর্ত্তমান পশ্চিম ময়মনসিংহ পৌণ্ড্র ও পূর্ব্ব ভাগ, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিপ্লব বিস্তার করিয়া তন্ত্রাদির অভ্যুদয় ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কালে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। এই সময়ে কামরূপের সীমা, কোন্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা যোগিনীতন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়।

তন্ত্রের কাল ও কামরূপের সীমা।

যোগিনী তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে :—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকর বাসিনী।
উত্তরস্যা কঞ্জগিরি করতোয়াত্তু পশ্চিমে॥
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বাসাং গিরিকন্যকে!
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তির্ণং দীর্ঘেন শত যোজনম্‌।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকার মুত্তমম্‌॥"

অর্থাৎ করতোয়া হইতে দিকরবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে লাক্ষা (শীতল লক্ষী) ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল। ইহার দৈর্ঘ্য একশত যোজন এবং বিস্তার ত্রিশ যোজন। ইহা ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট।

ব্রহ্মপুত্র—আড়ালিয়া—লাক্ষা।

ব্রহ্মপুত্র আড়ালিয়া নাম গ্রহণ করিয়া ঢাকা জিলাস্থ মহেশ্বরদি পরগণার মধ্যদিয়া সুপ্রসিদ্ধ একডালার বাঁকের নিকট স্বীয় কন্যা লাক্ষার (শীতল লক্ষীর) সহিত সঙ্গত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের দক্ষিণ সীমা এই আড়ালিয়া ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আইন-ই-আকবরি-প্রণেতা আবুলফজল বর্ত্তমান টুকচান্দপুরের নিকট লাক্ষার উৎপত্তিস্থানকেই কামরূপের দক্ষিণ-সীমা নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তার টেইলার আবুলফজলের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, যেস্থানে লাক্ষা ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কামরূপের সীমা সেই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। *

উৎপত্তি ও মিলনের হিন্দুশাস্ত্রানুগত প্রভেদ লক্ষ্য না করিয়া মুসলমান পণ্ডিত আবুলফজল ও ইংরেজ ঐতিহাসিক টেইলার উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাস্তবিক যোগিনীতন্ত্র আড়ালিয়া ও লাক্ষার মিলন স্থানকেই সঙ্গম স্থলনির্দ্দেশ করিতেছেন।

* "Abul Fazal mentions that Kamrup originally extended down to where the Lakhia branches off from the Brahmaputar."

হিন্দুশাস্ত্রকারগণও এই সঙ্গম অবৈধ বলিয়া ব্রহ্মপুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তুলিয়া নিয়াছেন। *

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক তন্ত্রাদির অভ্যুদয় কাল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্র সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যোগিনীতন্ত্রের সময়ে, খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ময়মনসিংহের অংশ যাহা ৭ম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা পুনরায় কামরূপের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল।

---

* নদ নদীর গতি বিধি সম্বন্ধেও আমাদের শাস্ত্রকারগণ বহু কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সন্তান উৎপন্ন করিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইতে যাওয়া যেমন মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, নদ নদীর পক্ষেও তাহাই। তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র স্বীয় দেহ হইতে কন্যা লাক্ষ্মাকে উৎপন্ন করিয়া পুনরায় কিছু দূরে গিয়া আড়ালিয়া নাম গ্রহণ করিয়া, কন্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই অসঙ্গত অপরাধে ব্রহ্মপুত্র দেব-অভিসম্পাতে তীর্থ-রাজ আখ্যা হইতে বিচ্যুত হন ও অশেষ রূপে নিগ্রহ ভোগ করেন। হিন্দুপাঠক মাত্রেই বোধ হয় এই পৌরাণিক উক্তি অবগত আছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দু-শাসন কাল—পাল ও সেন বংশ, ভাওয়াল ও মধুপুরের পাল রাজগণ, রাজা ভগদত্ত ও বারতীর্থ, আদিশূর, বল্লালসেন, পশ্চিম ময়মনসিংহে বল্লালসেন, বল্লালসেনের অসবর্ণা পত্নী গ্রহণ ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে জন সমাগম আরম্ভ, অনন্ত দত্তের বঙ্গদেশ ত্যাগ, কামরূপের ইতিহাস, পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য, অনন্তদত্ত, বৈশ্যগারো ও সোমেশ্বর পাঠক, ভাটী রাজ্য।

হিন্দু শাসনকাল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় সেন ও পাল রাজবংশের আবির্ভাব হয়। এই উভয় বংশীয় নৃপতিগণ বাঙ্গালার বিভিন্নস্থান শাসন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে কামরূপেও তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

পাল ও সেন বংশ।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে সেই সকল রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের ইতিবৃত্ত প্রদান জন্য সংক্ষেপে বাঙ্গালার ও কামরূপের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা ময়মনসিংহের তৎকালীন অবস্থা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অনুমান ১২০ বৎসর কাল পাল রাজগণ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের দক্ষিণ

অংশে বর্ত্তমান কাপাসিয়া, রায়পুরা ও ধামরাই * নামক স্থানত্রয়ে শিশুপাল, হরিশ্চন্দ্র পাল ও যশোপাল নামক পাল বংশীয় তিনজন ক্ষুদ্র নৃপতির রাজ্য † ও পশ্চিমাংশে মধুপুরে পালরাজ ভগদত্তের ‡ ক্ষুদ্ররাজ্য অল্পে অল্পে প্রসারিত হইতেছিল। সেন রাজবংশের অভ্যুদয়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। আজ পর্য্যন্তও ভাওয়ালের অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিশাল দীঘী ও বিরাট রাজধানীর ভগ্ন কঙ্কাল প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

ভাওয়াল ও মধুপুরের পালরাজগণ।

মধুপুরে প্রবাদ প্রচলিত ভগদত্তের গৃহভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী—"বারতীর্থ" দীঘী, দেবালয়—মদন গোপালের বাড়ী প্রভৃতির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। ভগদত্তের প্রতিষ্ঠিত "বারতীর্থ" ক্ষেত্রে এখনও প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে 'মেলা' হইয়া থাকে। প্রবাদ

* এই স্থানগুলি তৎকালে কামরূপের অধীন ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা জেলার অধীন হইয়াছে। কাপাসিয়ার শাসন কর্ত্তা শিশু পালের কতকগুলি স্মৃতি চিহ্ন ঢাকার সীমা অতিক্রম করিয়া ময়মনসিংহে পড়িয়াছে। ময়মনসিংহের দক্ষিণ অরণ্যে "শিশুপালদীঘী" নামক বৃহৎ দীঘী ও ভগ্ন ইষ্টক রাশি তাহার প্রমাণ।

† Taylor's Topography of Dacca, & M. L. Clay's Report on Dacca District,

‡ কেহ কেহ এই ভগদত্তকে মহাভারতোক্ত ভগদত্ত বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। এ কল্পনা সমীচীন নহে। মহাভারতের সময় এতৎ প্রদেশ বিদ্যমান ছিল না, তাহা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। তিনি পাল রাজা ভগদত্ত না হইয়া কোচ রাজা বা হাজং জাতীয় রাজাও হইতে পারেন। এতৎবিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

এই যে, রাজা ভগদত্ত স্বীয় পুণ্যশীলা জননীর আজ্ঞামতে বারতীর্থের পুণ্যোদক আনিয়া নিজ রাজধানীকে "বার-তীর্থাশ্রম" করিয়াছিলেন। সেই "বারতীর্থাশ্রমের" পুণ্যনাম আজও তিরোহিত হয় নাই।

রাজা ভগদত্ত ও বারতীর্থ।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, পাল বংশের রাজত্বকালেই, সেন রাজবংশের অভ্যুদয়। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীরসেন বা আদিশূর দশম শতাব্দীর শেষভাগে সমতট প্রদেশস্থ বিক্রমপুরে (আধুনিক রামপাল) স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া সমতট প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন এবং ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করেন। আদিশূরের প্রপৌত্র বিজয়সেনের * সময় সেন বংশের রাজত্ব বিস্তৃত হইয়া সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বিজয়সেন মদ্র, কলিঙ্গ এবং কামরূপেও তাঁহার অধিকার বিস্তার করেন। সুতরাং বর্ত্তমান ময়মনসিংহ তখন কামরূপ রাজ্যের সহিত সেন রাজবংশের শাসনাধীনে নীত হয়। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পাল রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্ভবতঃ এই সময়ে লুপ্ত হইয়া যায়।

আদিশূর।

অতঃপর বিজয়সেনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন রামপালের

* "আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
ভিষকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।"
ঘটক কারিকার লিখিত এই উক্তি হইতে অনেকে আদিশূরকে সেনবংশের বলিয়া অস্বীকার করেন।

শাসন ভার গ্রহণ করেন। বল্লালসেন তাঁহার শাসনাধীন বঙ্গদেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। যথা—রাঢ়, বাগড়ি, বারেন্দ্র, মিথিলা ও বঙ্গ। প্রাচীন লেখক হেমিলটন সাহেবের গ্রন্থ * হইতে এই পাঁচ বিভাগের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বল্লালসেন।

(১) রাঢ়—হুগলি নদী ও পদ্মানদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান।

(২) বাগড়ী—পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্য প্রদেশ।

(৩) বারেন্দ্র—পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্ব্বে করতোয়া, ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ।

(৪) মিথিলা—পূর্ব্বে মহানন্দা ও গৌর রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভাগীরথী, এই ভূমি খণ্ড।

(৫) বঙ্গ—করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

বঙ্গের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া হেমিলটন সাহেব লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী এই বঙ্গের অধীন ঢাকা নামক স্থানের সন্নিকটে বহুপূর্ব্বে ও পরে অবস্থিত ছিল। †

এই বিভাগ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে বল্লালসেন তৎপিতা বিজয়সেনের জিত রাজ্য কামরূপের সম্পূর্ণ অংশ তাঁহার শাসনাধীন করিতে সক্ষম হন নাই। কেবল পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত কামরূপের যে সীমা যোগিনীতন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সীমা

পশ্চিম ময়মনসিংহে বল্লালসেন।

---

* B. Hamilton's Hindustan Vol. I, Page, 114.

† Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The Capital of Bengal both before and afterwards, having long been near Dacca in the

ব্রহ্মপুত্র নদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তটদেশ হইতে করতোয়া পর্য্যন্ত স্বীয় বঙ্গবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও পশ্চিমভাগ,—পশ্চিম ময়মনসিংহ বঙ্গ বিভাগে ভুক্ত হইয়া সেন রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। *

এতক্ষণ যে বিষয়টী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা এই,—বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ে ময়মনসিংহ কামরূপের অধীন ছিল, কি সেনবংশের শাসনাধীন নীত হইয়াছিল? ইহাতে এই মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগ কামরূপ ও পশ্চিমভাগ সেনরাজাদিগের শাসনাধীন বঙ্গবিভাগের অন্তর্গত ছিল। এখন এই দুইটী বিভাগ সম্বন্ধে দুইটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। ১ম—হেমিণ্টন সাহেবের মতের পোষকতায় যে স্থানকে 'বঙ্গ' বলিয়া আখ্যাত করাগেল অনেক ঐতিহাসিকের মতে সে স্থান "বঙ্গ" নহে। ২য়—ময়মনসিংহের যে ভাগকে কামরূপের অধীন বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে অনেকের মতে তাহাও বঙ্গবিভাগের অন্তর্গত ছিল।

যে সকল সুধীমণ্ডলী বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের 'ব' দ্বীপভূমিকে বঙ্গবাচ্যে অভিহিত করিয়াছেন; কেহবা বঙ্গ শব্দের পর বন্ধনীর

---

province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole,"

* হইতে পারে বিজয়সেন কামরূপের কেবল এই অংশই জয় করিয়াছিলেন।

ভিতর পূর্ব্ববঙ্গ দিয়া "বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ)" এইরূপ অতি সংক্ষেপে বিষয়টীর মীমাংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ ঢাকা বিভাগেরও নাম করিয়াছেন।

১মটীর আলোচনায় এস্থলে একাধিক মত উদ্ধৃত না করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহের মতই আলোচনা করা গেল। কৈলাশবাবু একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি বলিতেছেন "গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় যে ভূখণ্ড সাগরদ্বারা সীমাবদ্ধ তাহাই বঙ্গ, ইহার পশ্চিমদিকে শাখা গঙ্গা, পূর্ব্বদিকে মেঘনাদ (বর্ত্তমান মেঘনা) নদ প্রবাহিত। * সিংহ মহাশয়ের মত হেমিলটন সাহেবের মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি তাঁহার এই মত সমর্থন জন্য শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের—

"রত্নাকর সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশ ময়া প্রোক্ত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শক ॥"

প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈলাশ বাবু ব্লকম্যেন সাহেবের ও শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতের সমন্বয়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্লকম্যেন লিখিয়াছেন :—"Banga the country to the east of and beyond the delta" † কৈলাশবাবু ব্লকম্যেনের এই মত স্বীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করেন নাই, এখানে কৈলাশ বাবুর এই স্বকপোল-কল্পিত মত গ্রহণ করা গেল না। তাহার কারণ, (১ম) বল্লালসেনের এই রাজ্যবিভাগের ইতিহাস প্রাচীন কোন ইংরেজী ইতিহাসে বর্ণিত নাই। হেমিলটন সাহেবই এ বিষয়ের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা।

* বান্ধব ১৮৮৯।
† J. A. S. B. 1873 No. III

হেমিলটনের উল্লেখের পর আধুনিক সকল গ্রন্থকারই স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এই মত প্রচার করিয়াছেন। হেমিলটন এই তত্ত্বের প্রচারক বলিয়াই যে তাঁহার মত গ্রহণীয় এমন মনে করাও সঙ্গত নহে, কেন না পরবর্ত্তী লেখকগণকে প্রচারকের মত অপেক্ষা সমীচীন মত অনেক স্থলে উপস্থাপিত করিতেও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে সেরূপ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, "বঙ্গভূমি" হইতে "বাঙ্গালভূমি" নামের উৎপত্তি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সাহসুজার শাসন সময়ে এই বঙ্গভূমির উত্তর প্রদেশই ক্রমে "বাঙ্গাল ভূমিতে" পরিণত হইয়াছিল। সুলতান সুজার রাজস্ব তায়দাদে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভিতরবন্দ, বাহেরবন্দ প্রভৃতি স্থানকে 'বাঙ্গাল ভূম' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। * সুবিজ্ঞ হেমিণ্টন সাহেবের মত যে নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল নহে ইহা দ্বারাও তাহার কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সকল দিক বিবেচনা করিয়া সুপণ্ডিত হেমিণ্টন সাহেবের মতই সমীচীন বোধে গ্রহণ করাগেল।

অতঃপর দ্বিতীয় বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। কোন কোন ঐতিহাসিক বল্লালসেনের বঙ্গবিভাগের স্থান প্রদর্শন করিতে যাইয়া সংক্ষেপে "পূর্ব্ববঙ্গ" অথবা "ঢাকা বিভাগ" এই সংক্ষিপ্ত মত প্রদান করিয়াছেন। এখানেও

* "The frontier District between Rongpur & the Brahmaputra Comprising mahals Bhitarband & Baherband is called in Shuja's rent roll "Bangal Bhum,"

H. Blochmann's History & Geography of Bengal.

এইরূপ একাধিক মতের উল্লেখ না করিয়া কেবল ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতই আলোচনা করা গেল। রাজকৃষ্ণ বাবুর স্কুল পাঠ্য "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লিখিত আছে "বঙ্গ লইয়াই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ"। ঢাকা বিভাগ অবশ্য পূর্ব্ব ময়মনসিংহ বর্জ্জিত নহে। তবে কি পূর্ব্ব ময়মনসিংহও তৎকালে বল্লালের শাসনাধীন ছিল? সাধারণের বিশ্বাস ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগে কখনও বল্লাল-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এতৎ-সম্বন্ধে যে অতি সামান্য একটী প্রমাণ আছে তাহাই এখানে উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

বল্লালসেনের অসবর্ণা পত্নী গ্রহণ ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে জনসমাগম আরম্ভ।

আনন্দভট্ট কৃত সুপ্রসিদ্ধ বল্লালচরিত গ্রন্থে বল্লালসেনের অসবর্ণা রমণীর পাণিপীড়ন সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। এই অসবর্ণা কন্যা গ্রহণ সম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ইতিহাস অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট। বল্লালসেন শাসনভার গ্রহণ করিয়া নিজরাজ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এই কৌলিন্য সৃষ্টি হইতেই দেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ মধ্যে এক ঘোর বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। দেশের আদিম ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, * কায়স্থগণ ক্ষোভে ও দুঃখে বল্লালের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। ঠিক সেই সময়ে বল্লালসেন তদীয় নবপরিণীতা

* বৈদ্যদিগের মধ্যেও এই ব্যাপার লইয়া বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন এই বিপ্লব কারীদিগের নেতা ছিলেন। লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া স্বীয় দলবল সহ বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ে চলিয়া যান। লক্ষ্মণসেনের সমর্থনকারী বৈদ্যগণ এখনও "লক্ষ্মণী থাকে" পরিচিত।

ডোম কন্যার অন্ন গ্রহণ জন্য সমগ্র সমাজকে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা বল্লালের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা জাতি রক্ষার্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্ত্রীপুত্র কলত্র লইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এই জাতি-চ্যুতি-ভয়বিহ্বল ব্যক্তিগণ চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও পূর্ব্বময়মনসিংহ প্রভৃতি বল্লাল-শাসন বহির্ভূত প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় এই ব্যাপারে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাস্তুল গ্রামের দত্তবংশের আদিপুরুষ অনন্তদত্ত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া কাস্তুল গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। উক্ত দত্তবংশের একখানা প্রাচীন জীর্ণ কুর্চিনামার শীর্ষদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কুর্চিনামা খানা প্রস্তুতের সন তারিখ নাই। তবে বিলক্ষণ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল।

অনন্তদত্তের বঙ্গদেশ ত্যাগ।

চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনিসংখ্যশাকে
বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন
শ্রীমাননন্তো বিজহৌচবঙ্গং॥

অর্থাৎ ১০৬১ শকে শ্রীমান অনন্ত দত্ত বল্লালভয়ে নিজগুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজসহ বঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনাদ্বারা স্পষ্টই মনে হয় যে বর্ত্তমান পূর্ব্বময়মনসিংহ তৎকালে বল্লাল-শাসন-বহির্ভূত দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

পূর্ব্বময়মনসিংহে বল্লালের প্রভাব প্রবর্ত্তিত না হওয়ার সম্বন্ধে "পশ্চিমে বল্লালী পূবে মসনদালি" প্রবাদটী বিশেষভাবে প্রচলিত। ইহার অর্থ—ময়মনসিংহের পশ্চিমভাগ বল্লাল ও পূর্ব্বভাগ মসনদালি (ঈশা খাঁর) শাসনপ্রচলিত ভূমি।

যাহা হউক, দেখাযাইতেছে যে, সুধু পশ্চিম ময়মনসিংহই বল্লালের শাসনভুক্ত হইয়া বঙ্গবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এবং বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের পরও শতাধিক বৎসরকাল সেনরাজ-বংশধরদিগের হস্তে শাসিত হইয়াছিল। * কিন্তু তখন পর্য্যন্তও বল্লাল প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। †

* Tailor's Topography of Dacca and Wise's Sonargaon. ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মতে মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিনের তবকতনাসিরী গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ১২৬০ অব্দে শেষ হইয়াছিল। (Stewart's History of Bengal, Page 42) মিনহাজউদ্দিনের মত উদ্ধৃত করিয়া ব্লকম্যেন লিখিয়াছেন "Minhaj remarks that Banga was in 1260 still in hand of Lakhsman sen's descendants." (J. A. S. B. 1873.) টেইলার এবং ওয়াইজ সাহেবেরমত—"বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ বিজয়ের পরও শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজবংশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল"

† প্রবাদ আছে বল্লালসেন পশ্চিম ময়মনসিংহে দুইখানা গ্রাম—"জামুর্কি" ও "ভাদোরা" ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। এই গ্রাম হইতে দুইটী গাঁই এর সৃষ্টি হয়। বল্লাল প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণদিগের বিষয়ে যতদুর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে জামুর্কী নামক কোন গাঁই এর বিষয় অবগত হওয়া যায় নাই। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "ভাদর" গাঁই আছে, তাহা বারেন্দ্র ভূমিতেই স্থিত, বঙ্গে নহে। কেহ কেহ বলেন, টাঙ্গাইল অঞ্চলের ভাদোড় গ্রামস্থিত ভৌমিক ব্রাহ্মণগণ "ভাদর" গাঁই ভুক্ত ও এই বাস গ্রাম ভাদোড়াই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের প্রাপ্ত গাঁই বা গ্রাম। একথা সত্য নহে। ভাদোড় গ্রামস্থিত ভৌমিকগণ শ্রীকণ্ঠ ওঝার বংশধর ভাদোড়া ভট্টাচার্য্যের সন্তান। এই ভাদোড়া ভট্টাচার্য্য সম্ভবতঃ

পশ্চিমময়মনসিংহের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস এই স্থানে শেষ করিয়া পূর্ব্বময়মনসিংহের তত্ত্বানুসন্ধানে কামরূপের ইতিহাস একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

কামরূপের ইতিহাস।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কামরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে ইহা নরকাসুরের রাজ্য ও মহাভারতে তৎপুত্র ভগদত্তের রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের রাজধানী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—বর্ত্তমান গৌহাটী।

ভগদত্তবংশ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন। এই বংশ লুপ্ত হইলে পর কামরূপে ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মপুত্র বংশীয়েরা রাজত্ব করেন, ইঁহারা খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত শাসন করেন, তৎপর চীন পরিব্রাজক হিউ-এনথ-সাঙ্গের বর্ণিত নারায়ণ-দেব বংশীয় ব্রাহ্মণ (?) রাজকুমার ভাস্করবর্ম্মার নাম অবগত হওয়া যায়। এই সময় কামরূপ রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; ভাস্করবর্ম্ম সমস্ত সামন্ত রাজগণের অধীশ্বর ছিলেন। অতঃপর সংস্কৃত গ্রন্থ দশকুমার চরিতে কাম-রূপাধিপতি কলিন্দ বর্ম্মার নাম অবগত হওয়া যায়। ইহার পর

এই গ্রামে সর্ব্ব প্রথম আসিয়া বাসস্থাপনা করায় গ্রামের নাম নিজ নামানুসারে ভাদোড়া রাখেন এবং বংশধরগণও ভাদোড়া বংশ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। এই বংশও ১৫। ১৬ পুরুষের অধিক কাল হয় আগমন করেন নাই। (যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকৃত কুলশাস্ত্র দীপিকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ টাঙ্গাইল অঞ্চলের কায়স্থদিগেরও কেহ ১৫। ১৬ পুরুষের পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আগমন করেন নাই।

(চন্দ্রকান্ত মল্লিক কৃত—কায়স্থ বংশাবলী দ্রষ্টব্য)

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারভূঞাগণ * কামরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়। †

এই গোলযোগে কামরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভূঞারাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বময়মনসিংহের অবণ্য ভূমিতে এই সুযোগে কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি অসভ্য কোচ, হাজং গারো প্রভৃতি দ্বারা, কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে, নেত্রকোণার অন্তর্গত খালিয়াজুরি, মদনপুর ও সুসঙ্গে, সদরের অন্তর্গত বোকাইনগরে, এবং জামালপুরের অন্তর্গত গড়দলিপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে বিক্রমপুরে বল্লাল সেনের পূর্ণ-প্রভাব। পশ্চিমময়মনসিংহে বল্লাল সেনের রাজকীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বময়মনসিংহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য।

শ্রীমান্ অনন্তদত্ত বল্লাল ভয়তাড়িত হইয়া গুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজ সহ এই সময়ে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করতঃ কামরূপে বাসস্থাপন করেন। বলা বাহুল্য এই গুরু শিষ্যই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সর্ব্ব প্রথম ভদ্র উপনিবেশী।

অনন্তদত্ত।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই পূর্ব্বময়মনসিংহ অল্পে অল্পে কামরূপের শাসন-শৃঙ্খল পরিহার করিতেছিল।

---

* ইহারা বঙ্গীয় বারভূঞা বা "দ্বাদশভৌমিক" নহেন, সম্ভবতঃ কোচ, ম্যাচ, গারো, হাজং প্রভৃতি।

† Col. Delton's Ethnology of Bengal.

৮ম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে যাঁহারা কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহাদের আলোচনা এস্থানে পরিত্যক্ত হইল।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের উত্তর ভাগ, সুসঙ্গ "পাহাড় মুল্লুকে" বৈশ্য গারো নামক এক গারো রাজত্ব করিতেছিল। সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক পরাক্রান্ত ভ্রমণকারী বহু অনুচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বৈশ্যগারোকে বিধ্বস্ত করিয়া তৎপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সোমেশ্বর পাঠকই সম্মানিত সুসঙ্গ রাজবংশের আদি পুরুষ। ইনি ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে (৬৮৬ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে) কান্যকুব্জ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ব্ব ময়মনসিংহের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ অসভ্যদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

বৈশ্য গারো ও সোমেশ্বর পাঠক।

অতঃপর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জিতারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক কামরূপের তৎকালীন রাজধানী 'ভাটী' আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। * মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মেঘনা নদীর † পশ্চিম তট-ভূমিকে 'ভাটী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ‡ ময়মনসিংহের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ খালিয়াজুরিকে ভাটী নামে অভিহিত হইতে অনেক প্রাচীন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। খালিয়াজুরি

ভাটী রাজ্য।

---

* বিশ্বকোষে কামরূপের এই 'ভাটী' নামক রাজধানীর উল্লেখ আছে।

† ময়মনসিংহের পূর্ব্বসীমা প্রাচীন কালে মেঘনানদী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঐ নদী ঐ অংশে ধনুনামে পরিচিত। (শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভারতবর্ষের বিবরণ ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

(‡) Mahamedan Historians call the coast strip from the Hugly to the Megna 'Bhati.'
H. Blochmann's History & Geography of Bengal.

পরগণার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে লম্বোদর নামক একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী এতৎপ্রদেশে আগমন করিয়া ভাটীর শাসনভার গ্রহণ করেন।* এই সন্ন্যাসীর বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইতে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা "ভাটী মুল্লুকের" যে "পাঞ্জাফরমান" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ভাটীর শাসনকর্ত্তা বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় হইতে পূর্ব্বময়মনসিংহের পূর্ব্বভাগের সহিত ও কামরূপের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কিন্তু এই সময়েও জঙ্গলবাড়ী, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দলিপা প্রভৃতি স্থানে অসভ্য কোচ হাজংদিগের শাসন পরিচালিত হইতেছিল।

এই সময় পর্য্যন্ত মুসলমান অধিবাসী বর্ত্তমান ময়মনসিংহে প্রবেশ করে নাই।

---

* ভাটীর শাসনকর্ত্তা জিতারীর নাম নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষেও দৃষ্ট হয়, তিনি জিতারীর রাজত্বকাল অনুমান দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতর লিখিয়াছেন। লম্বোদরের নাম কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। যদি লম্বোদর ও জিতারী দুই ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তির কারণ নাই। আর যদি একই ব্যক্তি হয়, তবে লম্বোদর দ্বাদশ শতাব্দীতে কখনই হইতে পারেন না। লম্বোদরের বংশ আজও বর্ত্তমান; লম্বোদর হইতে ১৬—২০ পুরুষে নামিয়াছে। ৩ পুরুষে শতাব্দী গণনা করিলেও ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসরই হইবে। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "জিতারী নামে এক সন্ন্যাসী ক্ষত্রিয় রাজা কামরূপ শাসন করেন। তাঁহার সময়ে কামরূপের রাজধানী গৌহাটী হইতে "ভাটী" নামক স্থানে নীত হয়।" (বিশ্বকোষ—কামরূপ) নগেন্দ্রবাবু জিতারীর কোন সময় নির্দ্দেশ করেন নাই; পশ্চাৎবর্ত্তী রাজা ধর্ম্মপালের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—১০৯৭ শক।

চতুর্থ অধ্যায়।

পাঠান শাসনকাল—বঙ্গ-বিজয়, কামরূপে মুসলমান, তুগ্রল খাঁ, সোণারগাঁ ও রামপাল, পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ, মজলিস খাঁ হুমায়ুন ও গড় দলিপা, গড় দলিপার প্রস্তর লিপি, হুসেন সাহ, পশ্চিমময়মনসিংহে হুসেন সাহের স্মৃতিচিহ্ন, পূর্ব্বময়মনসিংহে হুসেন সাহের স্মৃতিচিহ্ন, মুয়াজ্জমাবাদ, নছরৎসাহ ও নছরৎসাহি, মাধবাচার্য্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাণিজ্য স্থান কবি নারায়ণ দেব।

পাঠান শাসনকাল।

বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল বংশোদ্ভব লাক্ষ্মণেয় সপ্তদশ পাঠানের হস্তে লক্ষ্মণাবতীকে ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে, বাঙ্গালায় পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গ-বিজয়।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়া জিত অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিয়দংশ ও বারেন্দ্র ভূমির রাজধানী দেবকুটে এবং মিথিলার অংশ ও রাঢ়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে স্থাপিত হয়। বঙ্গ এবং কামরূপে তখনও মুসলমানগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়া কামরূপ জয় মানসে অগ্রসর হন ও ব্রহ্মপুত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে বিপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। *

কামরূপে মুসলমান।

---

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে বখ্‌তিয়ারের কামরূপ

বখ্‌তিয়ারের পর, ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইক্তার উদ্দীন উজবেগ তুগ্রলখাঁ পুনরায় কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনিও রাঙ্গামাটীর দিক্‌হইতেই আক্রমণ করিয়াছিলেন।* এই আক্রমণে কামরূপরাজ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন; কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই

তুগ্রলখাঁ।

আক্রমণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"He (Bukhteyar) first led the army to a city named Burdehan or Murdehan, under the walls of which ran a very large river called Bungmutty three times as broad as the Ganges. This river falls into the Sea which is called, in the Hindi language Sumundur" (Page 46)

ষ্টুয়াট "বারদেহান" বা "মারদেহান" নামক যে নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় অবগত হওয়া যায় না। এই নগর বাঙ্গমতী নামক একটি বিশাল নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী বিস্তারে গঙ্গানদী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ ও সমুদ্রে পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত গঙ্গানদী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ নদ বা নদী তৎকালে বঙ্গদেশে ছিল না। বখ্‌তিয়ারের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন তদীয় তবকৎই-নাসিরি গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র নদকে গঙ্গা অপেক্ষা তিন গুণ বড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রই সাগরে মিলিত হইয়াছে। রাঙ্গামাটী নামক একটি স্থান ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। রাঙ্গামাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রও রাঙ্গামাটীয়া নদী বলিয়া পরিচিত। মিনহাজ এই "রাঙ্গামাটীর" কথাই লিখিয়া থাকিবেন। ষ্টুয়ার্ট অনুবাদে বোধ হয় ভুল করিয়া, "রাঙ্গামাটী" স্থলে "বাঙ্গমতি" করিয়াছেন। রাঙ্গামাটীর পাদপ্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র বর্ত্তমান সময়েও স্থানের নাম অনুসারে "রাঙ্গামাটীয়া নদী" নামে পরিচিত। রাঙ্গামাটীতে এক সময়ে কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষ্টুয়ার্টের গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। Stuart's History of Bengal, page 48 (foot note)

* "He (Teghril Khan) having crossed the Bugmutty (?) river invaded the territories of the Raja of Kamrup" - Stuart's History of Bengal, page 66.

৪৬ পৃষ্ঠার Bungmutty ৬৬ পৃষ্ঠায় আসিয়া Bugmutty হইয়াছে। সুতরাং কালে রাঙ্গামাটীর লোপ অসম্ভব নহে।

সুযোগেই গারো পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বা বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহে সুসঙ্গ, মদনপুর, বোকাইনগর, গড়দলিপা, ভাটী, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে কএকটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। অতঃপর পলায়মান কামরূপাধিপতি, তুগ্রলখাঁকে হত্যা করিয়া, রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন; * কিন্তু, গারোপর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগ আর কামরূপের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল না। কামরূপরাজ দক্ষিণ দিকে দুর্ভেদ্য গারোপর্ব্বত অতিক্রম করিলেন না বটে, কিন্তু পশ্চিম দিকে সেই সময়েও, ত্রিহুতের পশ্চিম গণ্ডক নদী পর্য্যন্ত, কামরূপরাজ্যান্তর্ভুক্ত রহিয়া গেল। † তুগ্রলখাঁর হত্যার পর, যখন পূর্ব্বময়মনসিংহে পূর্ব্বোক্ত কতিপয় স্থানে, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে পশ্চিম ময়মনসিংহ সেন রাজাদিগের শাসনান্তর্গত থাকিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল।

১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তগ্রিলখাঁ দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছেদন করিতে প্রয়াস পাইলে, দিল্লীশ্বর গায়স-উদ্দীন বুলবন, তগ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তগ্রিল পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। বাদসাহ বুলবন শত্রুর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া সোনারগাঁয়ে উপনীত হন। সোনারগাঁয়ের শাসনকর্ত্তা দনুজরায় ‡ দিল্লীশ্বরকে সাদরে গ্রহণ করেন ও তাঁহার অধীনতা

* Blochmann's History and Geography of Bengal (J. A. S. B 1873 Page 226.) ও তবকত-ই-নাসিরি ২৬৩ পৃষ্ঠা।

† Asiatic Annual Register (1805)

‡ ডাক্তার জে. ওয়াইজ, চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের স্থাপয়িতা রাজা দনুজমাধব দেব ও এই জমিদার দনুজ রায়কে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

স্বীকার করেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব * এই দনুজরায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ডাক্তার বুকানন হেমিণ্টন ১৮০৯ খৃঃ সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর (রামপাল) পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন "ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামপাল এবং সুবর্ণগ্রাম উভয়-স্থানেই সেন রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সোনারগাঁ ও রামপাল।

ডাক্তার ওয়াইজও সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া উভয়স্থানেই সেনবংশের সংশ্রব ছিল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † অধ্যাপক ব্লকম্যান বলিতেছেন,—"ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে,—সোনারগাঁ পতনের সময় পর্য্যন্ত, পূর্ব্ববঙ্গ সেন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল।" ‡ স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন "নবদ্বীপের পতনের পর, অন্ততঃ একশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত, বঙ্গে সেনবংশীয় নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া, মুসলমান-দিগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।" § এই বিভিন্ন মন্তব্য

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন "When the Imperial Army arrived at Sonargang Dhinaj Rai, the Chief of that District, paid his compliments to the Emperor &c" ব্লকম্যান বলেন ঐতিহাসিক বরুণী এই তত্ত্বের প্রথম প্রচারক। অনেকে বলেন, বরুণী সাতগাঁও স্থলে ভ্রমে সোনারগাঁও লিখিয়াছেন।

† Wise's 'Notes on Sonargaon.'

‡ The Bengal territory conquered in 1203—4 by the Mahomedans did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Ballal's descendents till the end of 13th Century, when Sonargaon was occupied by the second son of the Emperor Bulbon.

§ ঢাকার পুরাতন কাহিনী (নব্যভারত)

আলোচনা করিয়া, এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়ের পর পলায়মান সেন রাজ-কুমারগণ সোনারগাঁয়ে আসিয়া আশ্রয়-গ্রহণ করেন, ও দুই এক পুরুষ তথায় রাজত্ব করিলে পর, দনুজরায় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ব রাজধানী রামপালে প্রস্থান করেন এবং তথায় যাইয়া আরও কয়েক বৎসর, রাজত্ব করিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। *

গায়সউদ্দিন সুবর্ণগ্রাম হস্তগত করিয়া, স্বীয় দ্বিতীয়পুত্র নসিরউদ্দিন মহম্মদকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা রাখিয়া, দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। গায়সউদ্দীনের পর, কৈকুবাদ ও তৎপরে ফিরোজ সা, দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

ফিরোজ সা বাঙ্গালার শাসন বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিয়া, বাঙ্গালাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন ও বাহাদুরখাঁকে পূর্ব্ব-বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। সোনারগাঁয়ে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। † বাহাদুরখাঁর পর, বহরমখাঁ ও তৎপর ফকিরউদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ফকিরউদ্দীন সোনারগাঁয়ের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই, সুলতান সেকান্দর নাম ধারণপূর্ব্বক, আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁ।

---

* স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য লক্ষ্মণের পর, আরও তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ;—২য় বল্লাল, সুষেণ ও সুরসেন। ডাঃ বুকাননও সুষেণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

† Stuart's History of Bengal, Page 79.

১৩৩৮ খৃঃ সুলতান সেকান্দর, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৪৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৭ জন মুসলমান স্বাধীন নরপতি বাঙ্গালাদেশ শাসন করেন। * এই সময় সোনারগাঁ, গৌর, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। এই সময়ের বহু মুদ্রা ও তাম্রলিপি প্রস্তরলিপি প্রভৃতি ব্লকম্যান, ওয়াইজ, টমাস, কানিংহাম, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকলের আলোচনা দ্বারা, মুসলমান শাসন সেই সময় ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঢাকা, ধামরাই, বিক্রমপুর (রামপাল), সোনারগাঁ, আজিমনগর, বন্দর প্রভৃতি স্থানে, যে সকল লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ সময় পর্য্যন্ত ঢাকাই পূর্ব্ববঙ্গের শেষ সীমা ছিল বলিয়া মনে হয়।

১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিরোজসা বাঙ্গালার স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতে প্রয়াস পান ও তদীয় সেনাপতি মজলিসখাঁ হুমায়ুনকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। মজলিসখাঁ ময়মনসিংহের উত্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া, সেরপুর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেরপুরের অন্তর্গত গড়দলিপায় †

মজলিসখাঁ হুমায়ুন ও গড়দলিপা।

---

* ব্লকম্যানের মতে ১৭ জন, ষ্টুয়ার্টের মতে ১৪ জন।

† গড় দলিপা ক্রমে গড় জরিপা নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ' List of Old Monuments of the Dacca Division" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "দরিপা" শব্দ "Gayaripa" শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

তখন দলিপ সামন্ত নামক জনৈক কোচ-রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। হুমায়ুন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দলিপ পরাজিত ও নিহত হন। সেরপুরে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশের প্রথম সূত্রপাত।

মজলিসখাঁ হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে, এই দুর্গের ভিতরই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সমাধিস্তম্ভের গাত্রে যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, ঐ লিপি আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ঐ লিপির ইংরেজী অনুবাদপ্রকাশিত হয়। নিম্নে সোসাইটীকৃত ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

গড়দলিপার প্রস্তর-লিপি।

"In the name of God, the Merciful, the Clement ! There is no God but Allah,—

Mahammed is Allah's prophet * * * there is no God but Allah * * Mahammad is Allah's prophet * *

God bless Mahammed, the pure Hasan Hossain * * built * * the King of the age and the period Saifuddunya uddin Abbul Mazaffar

এইরূপে কায়া পরিবর্ত্তন করিতে করিতে একটি শব্দ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি শব্দে পরিণত হয়। ভাষার ইতিহাসে এইরূপ পরিবর্ত্তনের অভাব নাই। মমিনসাহি, আলেপসাহি এইরূপেই ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহে পরিণত হইয়াছে। "রাঙ্গামাটীও," বোধ হয়, এইরূপেই বঙ্গমতী বাঙ্গমাটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

Feroz Shah the King, may God perpetuate his Kingdom and his rule! This (vault?) was completed in blessed Ramjan 8" * * †

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনসাহ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। হুসেনসাহের সময়, সমগ্র ময়মনসিংহে মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ব্লকম্যান রিয়াজ-উস-সলাতিনের যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করা গেল। "হুসেনসাহ উড়িষ্যা জয় করিয়া, তদন্তর্গত রাজাদিগের নিকট হইতে কর লইলেন ও বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থ আসামপ্রদেশ বিজয় মানসে বিরাট অভিযান করিলেন। তিনি বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামরাজ্যে প্রবেশ করেন ও কামতা-পুর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া, অন্যান্য প্রদেশ, যথা,—রূপনারায়ণ, মাল (পাল?) কামুয়ার, গশালক্ষ্মণ (?) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজাদের রাজ্য হস্তগত করেন এবং লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। রাজগণ তাঁহাদের উপদ্রবে পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মুসল-

হুসেনসাহ।

† সেরপুরের স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী, এই প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তদ্‌বিবরণসহ ১২৭১ বঙ্গাব্দে, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটীকে প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক জার্ণেলে অধ্যাপক ব্লকম্যান হরচন্দ্র বাবুর বিবরণসহ, তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদের সহিত তাঁহার প্রেরিত প্রস্তর-লিপির এই অনুবাদ প্রচার করেন। অনেক স্থলে, অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় অনুবাদ অসম্পূর্ণ হইয়াছে।

মানগণ তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপে হুসেন-সাহ, কামরূপরাজ্য জয় করিয়া, নিজ পুত্র নছরতসাহকে তাহার শাসনকর্ত্তা রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন। *

উল্লিখিত বিবরণ হইতে হুসেনসাহ ময়মনসিংহ জয় করিয়া-ছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। কেননা রূপনারায়ণ, মাল (পাল) কানুয়ার, গশালক্ষ্মণ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। এই সকল রাজগণ ময়মনসিংহেরও হইতে পারেন। অন্য স্থানেরও হইতে পারেন, যাহা হউক, এই সকল রাজ্য জয় দ্বারা না হউক, অন্যরূপ প্রমাণ দ্বারাও হুসেনসাহের ময়মনসিংহ জয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

হুসেনসাহ, যখন যে দেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই দেশে জয়চিহ্নস্বরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া, মস্‌জিদগাত্রে তাঁহার স্মাকরলিপি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অধীন টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আটীয়া নামক স্থানে হুসেনসাহের নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ ছিল। ঐ

* Hunter কৃত Statistical Account of Bengal (Dacca Division) ও অন্যান্য অনেক ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে "হুসেনসাহ একডালার দুর্গ হইতে ব্রহ্মপুত্রের জলপথে কামরূপে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।" ঐতিহাসিক-গণ এ পর্যান্ত ৪টি একডালা দুর্গের আবিষ্কার করিয়াছেন। ১ম পাণ্ডুয়া একডালা, ২য় বগুড়া একডালা, ৩য় রাজসাহী একডালা ও ৪র্থ সোনারগাঁও একডালা। ঐতিহাসিক Marshman সাহেব সোনারগাঁও একডালা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Ekdala is a large fort near Sonargaon" এই একডালা ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন হুসেনসাহা সোণারগাঁও একডালা হইতেই অভিযান প্রেরণ করেন।

পশ্চিমময়মনসিংহে হুসেনসাহের স্মৃতিচিহ্ন।

মস্জিদ-গাত্রস্থিত প্রস্তরফলকে তাঁহার পশ্চিম ময়মনসিংহ বিজয়বার্ত্তা আরবী অক্ষরে খোদিত রহিয়াছিল। অধ্যাপক ব্লকম্যান ঐ প্রস্তরফলকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"The Prophet may God's blessing rest on him !—says "He who builds a mosque for God, will have a house like it built for him by God in paradise." This Jami Mosjid was built by the Great and respected king Alauddunya waddin Abbul Muzuffor Husain Shah, the King, son of Sayjid—Ashraf, a descendant of Husain—may God perpetuate his rule and his kingdom ! Date A, H. 922. (A. D. 1516) *

পশ্চিমময়মনসিংহে হুসেনসাহের শাসন-বিস্তারের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। এখন পূর্ব্বময়মনসিংহে যে হুসেনসাহের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রদান করা যাইতেছে।

হুসেনসাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়া, ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও খোয়াজ খাঁকে শাসনকর্ত্তৃত্বপদ প্রদান করেন।

পূর্ব্বময়মনসিংহে হুসেনসাহের স্মৃতিচিহ্ন।

খোয়াজ খাঁ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদে থাকিয়া, এই যুক্ত প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। খোয়াজ খাঁর

* Notes on Arabic and Persian Inscriptions (J. A. S. B.)

নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর-লিপিও এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহারও ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the kingdom of Solomen, Alauddunya waddin Abbul Muzuffor Husain Shah. May God perpetuate his kingdom and rule, and elevate his condition and dignity, and render, in every minute his proof victorious, by the Great and noble khan, Khawas khan, Governor of the land of Tiparah and vazir of the District in Muzzamabad,—may God preserve him in both worlds!

Dated 2nd. Rabi II 919 (7th. June 1513) *

লিপির উল্লেখিত মুয়াজ্জমাবাদের নাম বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত ব্লকম্যান তাঁহার প্রবন্ধে † মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

মুয়াজ্জমাবাদ।

তিনি প্রথমে "The union of Tiparah (Tripurah) and Muazzamabad confirms my conjecture that Muazzamabad belong to Sonargaon," লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার অন্য প্রবন্ধে এই মুয়াজ্জমা-

* On a new king of Bengal (J. A. S. B. 1872.)

† On a new king of Bengal (J. A. S. Bengal 1872.)

বাদকে তিনি বর্ত্তমান পূর্ব্বময়মনসিংহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। *

সুতরাং হুসেনসাহ ময়মনসিংহের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় ভাগই যে হস্তগত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হুসেনসাহি পরগণা এবং হুসেনপুর নামক স্থানও হুসেনসাহের শাসন-স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ ময়মনসিংহবক্ষে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হুসেনসাহি এবং হুসেনপুরের নাম ব্লকম্যান সাহেবও হুসেনসাহের শাসন-স্মৃতির নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। † টমাস সাহেব লিখিয়াছেন "হুসেনসাহের রাজত্ব সময়ে, মুয়াজ্জমাবাদে টাকশাল স্থাপিত ছিল। টমাস সাহেব বাঙ্গালার ৭টি টাকশালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—(১) লক্ষ্মণাবতী, (২) ফিরোজাবাদ, (পাণ্ডুয়া), (৩) সাতগাঁও, (৪) শা (অস্পষ্ট), (৫) গয়াসপুর, (৬) সোনারগাঁও, (৭) মুয়াজ্জমাবাদ। ব্লকম্যান আরও তিনটির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ফতাবাদ, খালি ফতাবাদ ও হুসেনাবাদ।

টাকশালের এইরূপ বিভাগ দ্বারা, অনুমিত হয় যে, সেই সময়ে বঙ্গদেশ উপর্য্যুক্ত কতিপয় বিভাগে বিভক্ত ছিল; এবং পূর্ব্বময়মনসিংহ (ইক্‌লিম) মুয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত হইত। এই মুয়াজ্জমাবাদের পরিমাণ ও সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে তাহা

* History and Geography of Bengal (J. A. S. Bengal, 1873 Page 214.)

† On a new king of Bengal.

পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্টের লাউর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা কোন কোন প্রস্তরলিপি দ্বারা অনুমিত হইয়াছে।

হুসেনসাহের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালার সীমা যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, টোডর মল্লের বন্দোবস্তের সময়ও তাহা অব্যাহত ছিল। * তবে শাসন-বিশেষে, সময় সময়, সীমার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

হুসেনসাহ কর্তৃক কামরূপ বিজয়ের পর নছরতসাহ কামরূপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই, বর্ষাসমাগমে, যখন দুর্গম গিরিকান্তার ভীষণ ভাব ধারণ করিল।—পথ-ঘাটে চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তখন সেই দুর্য্যোগে পলায়মান রাজগণ আসিয়া সদলবলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। নছরত পলাইয়া গারো পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রক্ষা পাইলেন। † তাঁহার সঙ্গীয় সৈন্য সামন্তগণ অরণ্যে বিপদাপন্ন হইয়া জীবন হারাইল। নছরত পলায়ন করিয়া মুয়াজ্জমাবাদ (বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহ) আগমন করেন ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকৃত কামরূপের অংশ, তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এ দিকে নছরতের নূতন শাসিত প্রদেশ "নছরত ও জিয়াল" নামে পরিচিত হইতে

নছরৎ সাহ ও নছরৎ সাহি।

* J. A. S. B. Page 213 of 1873.

† এসিয়াটিক সোসাইটীর হস্তলিখিত "রিয়াজ-উস-সিলাতিন" গ্রন্থে "নছরতসাহ কামরূপে সসৈন্যে নিহত হইলেন" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁহার "On a new king of Bengal" প্রবন্ধে রিয়াজের এই উক্তি প্রমাদপূর্ণ বলিয়া দেখাইয়াছেন।

থাকে। পলায়িত নছরতসাহ আশ্রয়স্থলকে "নছরত ওজিয়াল" নামাকরণে অভিহিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহার শাসনান্তর্গত সমগ্র প্রদেশকে "নছরৎসাহি" নামেও অভিহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা এই নছরতসাহির নামান্তর। এই নছরতসাহি আকবর বাদসাহের সময়ে সরকার-বাজুহা ও ইংরেজ শাসন সময়ে জেলা ময়মনসিংহ বলিয়া পরিচিত হয়।

সম্রাট্ কুলতিলক আকবরসাহ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশাখাঁকে যে সনন্দ দ্বারা নছরতসাহির আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন. তাহা ও সুসঙ্গের রাজাদিগের প্রাপ্ত বাদসাহী দলিলাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলার অংশ, তৎকালে নছরতসাহির অন্তর্গত ছিল। পরগণা নছরতসাহি ও নছরত ওজিয়াল, আজিও সেই প্রাচীন শাসনকর্ত্তার স্মৃতি সঞ্জীবীত রাখিয়াছে।

হুসেনসাহের সময়ের খোদিত প্রস্তরলিপি সমূহের আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হুসেনসাহ রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থে তৎশাসনাধীন রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালে বিভক্ত করেন এবং স্থানে স্থানে দেওয়ানখানা ও থানা প্রভৃতি স্থাপন করেন। এই সময় পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুয়াজ্জমাবাদ নামক স্থানে দেওয়ানখানা স্থাপিত ছিল; এবং দেওয়ানখানার অন্তর্গত প্রদেশ "ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ" নামে অভিহিত হইত। * নছরত

* অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব হুসেনসাহের সময়ের খোদিত প্রস্তর-লিপির আলোচনায় লিখিয়াছেন।—

ওজিয়াল বা বর্ত্তমান নসিরুজিয়াল পরগণার মধ্যেই কোন স্থান মুয়াজ্জমাবাদ নামে পরিচিত ছিল; এবং সেই স্থানে এতৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার বাসস্থান ও টাকশাল স্থাপিত ছিল। কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে সেই সকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। *

মুসলমান শাসন পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রবর্ত্তিত হইলে পরও স্থানে স্থানে কোচ রাজগণ স্ব স্ব প্রভুত্ব পরিচালন করিতেছিলেন।

মাধবাচার্য্য ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

হুসেনসাহের রাজত্ব সময়ে নবদ্বীপে চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব হয়। চৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তপ্রধান মাধবাচার্য্য চৈতন্য প্রভুর তিরোভাবের পর, এতৎ প্রদেশে (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলায়) বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। †

"The inscriptions reveal the important fact that Bengal was divided into revenue divisions called Mahalas over which as in the Delhi Empire Shigdars (সীকদার)were placed and into large circles under Sarlashker or Military Commander, who have often also the title of Vazir (Diwan) of places mentioned in inscription I may cite Iclim Muazzamabad (Eastern Mymensingh) Thana Laur (Sylhet &c")

* ইক্‌লিম মুয়াজ্জমাবাদের টাকশালে প্রস্তুত কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা বিগত অষ্টাবিংশ সারস্বত প্রদর্শনীর সময় গ্রন্থকারের হস্তগত হয়। ঐ মুদ্রা কয়েকটী উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। হুসেনসাহ ও নছরত সাহের সময়ের আরও কতকগুলি মুদ্রা কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত যশোদল নামক স্থানের একটী ভদ্রলোক মৃত্তিকার নিম্নে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে হুসেনসাহ ও নছরত সাহের রাজকীয় শাসন এতৎ প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; সে কারণে তাহার নামীয় মুদ্রাও এই প্রদেশে প্রচলিত ছিল। পরিশিষ্টে ঐ সকল মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

† ময়মনসিংহের বিবরণ ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্যস্থান।

এই সময় ব্রহ্মপুত্র তীরস্থিত দগদগা ও এগারসিন্দু নামক স্থানদ্বয় বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। *

কবি নারায়ণ দেব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন কবি নারায়ণ দেব, এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এ প্রদেশের নিবিড় অরণ্যভূমি মনসার ভাসানের কোমল পদাবলীতে আকুলিত করিতেছিলেন। তাঁহার রচিত "পদ্মাপুরাণ" পাঠে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার তৎসাময়িক অবস্থা ও আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

* চৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক নিত্যানন্দ দাস বিরচিত "প্রেমবিলাস" নামক গ্রন্থে এই স্থানদ্বয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। যথা—

এগার সিন্দুর আর দগদগা স্থানে।
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্ব্ব লোকে জানে॥

পঞ্চম অধ্যায়

মোগল শাসনকাল—মোগল বংশ, আকবর সাহ, বারভুঁঞা, ভাওয়ালের ফজল গাজী, খিজিরপুরের ঈশাখাঁ, বেহারে বিদ্রোহ, ওয়াশিল-তুমার-জমা ও সরকার বাজুহায়, সরকার সোনারগাঁ, ঈশাখাঁ, লক্ষ্মণ হাজো ও জঙ্গলবাড়ী, মানসিংহ, বাইশ পরগণা, "মুল্কে সুসঙ্গ", জনসমাগম, প্রাচীন চিহ্ন, ঈশাখাঁ বংশের অধঃপতন, গাজী বংশের পুনরভ্যুদয়, অন্যান্য জমিদারগণ, ঢাকা রাজধানী, ব্রহ্মপুত্রতীরে আসাম রাজ, ব্রহ্ম পুত্রতীরে কুচ্‌বেহার রাজ, কুলিখাঁর বন্দোবস্ত, ওয়ালিশ-জমা-তুমারি, রেজাখাঁর জমিদারী কাগজ, মজকুরী মহাল, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব বিভাগ।

মোগল শাসনকাল।

মোগল বংশ।

বাঙ্গলায় যখন নছরতসাহ স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন সেই সময়ে ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের ভীষণ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল গৌরব-রবি ভারতাকাশে সমুদিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, তৎপুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হুমায়ুনের সময়ে সেরসাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া ক্রমে মোগল সিংহাসন কাড়িয়া লয়। সম্রাট হুমায়ুন

পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। সেরসাহ সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর একবার বাঙ্গালার ভূমি বন্দোবস্ত হয়। সেরসাহ বঙ্গদেশকে কয়েক বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালার রাজকর ও ভূমি বন্দোবস্ত করেন ও প্রদেশে প্রদেশে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত একটী সুবৃহৎ বর্ত্ম প্রস্তুত হয়।

আকবর সাহ।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল কুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালা দেশ তখনও পাঠানদিগের শাসনাধীন থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলমারি নামক স্থানে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় দূরীভূত হইলে বাঙ্গালার কিয়দংশ আকবর সাহের শাসনাধীনে নীত হয়। আকবর বাঙ্গালা হস্তগত করিয়া বিচার, শাসন ও রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন। এই বন্দোবস্তে বিহারে ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হইল। ক্রমে বাঙ্গালা ও বিহার হইতে আকবরসাহের আধিপত্য তিরোহিত হইল।

বারভূঁঞা।

যে সময়ে বিহারের বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করিতেছিল, তখন বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অংশে অল্পে অল্পে বারভূঁঞাদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছিল।

বাঙ্গালার যে বার জন ভৌমিক বা জমিদার * এই সময়ে

* "Bhumiks and the Zeminders are the same."
J. Shore's minute 2-4-1788

স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারাই বাঙ্গালার বারভূঁঞা নামে পরিচিত।

এই বারভূঁঞাদিগের মধ্যে বিক্রমপুরের চান্দরায় কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভাওয়ালের ফজলগাজী ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ এই পাঁচজন পূর্ব্ববঙ্গে ৫টী পৃথক রাজ্য স্থাপন করিয়া ঢাকা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ শাসন করিতেছিলেন। *

ঢাকার উত্তরস্থিত বিস্তৃত আরণ্য প্রদেশ ভাওয়াল বলিয়া পরিচিত। সেই সময়ে এই অরণ্য দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গারোপাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। †

ভাওয়ালের ফজলগাজী।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই ভাওয়াল প্রদেশে ফজলগাজী স্বাধীনভাবে পরগণা ভাওয়াল ও তৎসন্নিহিত অপর কয়েকটী পরগণা শাসন করিতে থাকেন। ফজলগাজীর শাসন বুড়িগঙ্গার উত্তর তীর হইতে গারোপাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর প্রদেশে ও ভাওয়াল অরণ্যের (বর্ত্তমান মধুপুরের গড়) পশ্চিম প্রদেশে ফজলগাজীর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

* Dr. Wise's Barah Bhuyans of Eastern Bengal (J. A. S. B.)

† Wise's Fazul Ghazi of Bhowal.

ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্য যখন ফজলগাজীর স্বাধীনতার লীলাভূমি হইয়াছিল; ঢাকার অন্তর্গত খিজিরপুরও সেই সময় স্বাধীনতার জন্য যত্ন করিতেছিল। খিজিরপুরের ঈশাখাঁ তখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত। ডাক্তার ওয়াইজ বারভৌমিকদিগের মধ্যে ঈশাখাঁকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থেও ঈশাখাঁ ভৌমিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিম্ন বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। *

খিজিরপুরের ঈশাখাঁ।

বেহারে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিলে দিল্লীশ্বর আকবরসাহ স্বীয় বিশ্বাসী রাজস্ব সচীব টোডরমল্লকে বিদ্রোহ নিবারণ ও রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। (১৫৮০ খ্রীঃ)। টোডরমল্ল বাঙ্গালায় পঁহুছিলে তাঁহার সুবন্দোবস্তে বিদ্রোহ নিবারিত হইয়া যায়। বিদ্রোহ নিবারণের পর তিনি ঈশাখাঁকে ও ক্রমে অন্যান্য ভূঁঞাদিগকে হস্তগত করিয়া বাঙ্গালার ভূমির ও রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হন।

বিহারে বিদ্রোহ।

টোডরমল্লের এই বন্দোবস্তই ইতিহাসে "ওয়াসিল-তুমার-জমা" (Rent roll of 1582) বলিয়া পরিচিত। টোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে ও এই ১৯ সরকারের অধীন ৬৮২ মহালে বিভক্ত করেন।

ওয়াশিল-তুমার-জমা ও সরকার বাজুহায়।

* The most celebrated of all the Bhueyas however, was Isa Khan Masnad Ali of Khijerpur. He is described by Abul Fazal as the Marzbon—Bhati or Govornor over Lower Bengal and as the ruler over twelve great Zeminders.

J. Wise.

এই বিভাগ অনুসারে সরকার বাজুহায় নামে যে সরকারের সৃষ্টি হয়, সাধারণতঃ তাহাই হুসেনসাহের সময় নছরতসাহি প্রদেশ নামে কথিত হইত এবং বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনকালে জেলাময়মনসিংহ নামে পরিচিত হইতেছে। টোডরমল্ল ৩২টী মহাল লইয়া সরকার বাজুহায় গঠিত করেন। নিম্নে সেই ৩২টী মহালের নাম ও তাহাদের রাজস্ব প্রদত্ত হইল।

১।	আলেপসাহি	রাজস্ব	৭৬০৬৬৭	দাম *
২।	মমিনসাহি	”	২২০৭৭১৫	”
৩।	হুসেনসাহি	”	১৮২৭৫৪০	”
৪।	বড়বাজু			
৫।	মেরাউনা			
৬।	থরানা	”	৪১৭৮১৪০	”
৭।	হেরানা			
৮।	সেরালি			
৯।	বেসরিয়াবাজু	”	২৮২০৭৮০	”
১০।	ভওয়ালবাজু	”	১৯৩৫১৬০	”
১১।	পুখুরিয়াবাজু	”	১৭১৫১৭০	”
১২।	দশকাহনিয়াবাজু	”	১৬৪৫৬১০	”
১৩।	সেলিমপ্রতাপবাজু			
১৪।	সুলতানপ্রতাপবাজু	”	৪৬২৫৪৭৫	”
১৫।	চান্দপ্রতাপবাজু			
১৬।	সোণাঘুটীবাজু	”	১৯১০৪৪০	”

* ৪০ দাম = ১ টাকা।

১৭।	সোনাবাজু	রাজস্ব	১৭০৫২৯০	দাম
১৮।	সেলবরস	”	১৪৮৪৩২০	”
১৯।	সায়র জলকর	”	২৬১২৮০	”
২০।	সাওজিয়েলবাজু	”	৪০৫১২০	”
২১।	জাফরওজিয়েলবাজু	”	৬৫০০৪৭	”
২২।	কতুরমলবাজু	”	২৮০৪৩৯০	”
২৩।	কাটাবাজু	”	১২৩৭২০	”
২৪।	সিংধামৈন			
২৫।	মিরহুসেন			
২৬।	নছরতসাহি	রাজস্ব	১৮৬৭৭১৫	”
২৭।	সিংনছরত ও জিয়াল			
২৮।	মোবারক ও জিয়াল	”	৪৬৮৭৮০	”
২৯।	হারিয়ল বাজু	”	৩৪৪১৪০	”
৩০।	ইউছিসহি	”	১৬৭০৯০০	”
৩১।	প্রতাপ বাজু	”	১৮৮১২৬৫	”
৩২।	ঢাকাবাজু	”	১৯০২০২২	”

এই ৩২ মহাল সমন্বিত সরকার বাজুহার সরকারী রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম বা ৯৮৭৯২১ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এতদ্ব্যতীত এই সরকার হইতে দিল্লীশ্বরকে ১৭০০ অশ্বারোহী, ১০ হস্তী ও ৪৫৩০০ পদাতি যোগাইতে হইত। * এই সরকারের আয়তন বহু বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বসীমা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার কতক অংশ, পশ্চিমে বর্ত্তমান রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার অংশ

(১) F. Gladwin's Ayeen Akbory—page 478.

এবং দক্ষিণে বর্ত্তমান ঢাকা সহরের দক্ষিণ, বুড়িগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। *

বাঙ্গালার অপরাপর সরকার অপেক্ষা সরকারবাজুহায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং ইহার রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই সরকার শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ রক্ষার জন্য ব্রহ্মপুত্রতীরস্থিত একডালা ও এগারসিন্ধুতে দুইটী দুর্গ ছিল।

সরকার সোণারগাঁ।

ঢাকার বর্ত্তমান সদর ষ্টেসন সরকারবাজুহার অন্তর্গত থাকিলেও বর্ত্তমান ঢাকা জেলা সাধারণতঃ সরকারসোণারগাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারসোণারগাঁর অধীনে ৫২টী মহাল ছিল, ইহার বাদসাহী রাজস্ব ১০৩৩১৩৩৩ দাম বা ২৫৮২৮৩৷/ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত সরকারসোণারগাঁ হইতে দিল্লীশ্বরকে ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ হস্তী ও ৪৬০০০ পদাতি প্রদান করিতে হইত।

ঈশাখাঁ।

খিজিরপুরের ঈশাখাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সরকারবাজুহায় ও সরকারসোণারগাঁ এই উভয় সরকার শাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই উভয় সরকারের সীমা উত্তরপশ্চিমে ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে সাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঈশা খাঁ দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলে ভাওয়ালের ফজলগাজী ও বিক্রমপুরের চান্দরায় কেদাররায় প্রভৃতি ও ঈশাখাঁর প্রাধান্য স্বীকার করেন।

অতঃপর ঈশাখাঁ খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া উভয়

* J. A. S. B. Vol. III of 1873.

সরকারের শাসন ও রক্ষণকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। শাসন-কার্য্যে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই ঈশাখাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কালাগাছিয়া নামক স্থানত্রয়ে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং একডালা ও এগারসিন্ধুর প্রাচীন দুর্গদ্বয়ের সংস্কার আরম্ভ করেন। এবং কিছুদিন পরে দিল্লীর বাদসাহী রাজস্ব একবারে বন্ধ করিয়া ফেলেন।

সম্রাট অচিরে ঈশাখাঁর দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলেন। দিল্লীশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে বাঙ্গালায় প্রেরিত হইলেন।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁর রাজধানীতে উপনীত হন। রাজধানীর নিকটেই মোগলসৈন্তের সহিত ঈশাখাঁর একটী যুদ্ধ হয়। ঈশা খাঁ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন, সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁর রাজধানী হস্তগত করিয়া সাগরতীর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। ঈশাখাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় লইয়া সসৈন্তে প্রাণরক্ষা করেন। সাহাবাজ খাঁ ঈশাখাঁর অনুসরণ করিয়া আসিয়া যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থান অদ্যাপি তাহার নামানুসারে সাহাবাজপুর বলিয়া পরিচিত আছে। সাহাবাজপুর হইতে সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ দিল্লীতে এই রণবিজয় বার্ত্তা প্রেরণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ "আকবরনামা" গ্রন্থে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে। জঙ্গলবাড়ী হইতে প্রকাশিত "মসনদআলি" পুস্তিকা হইতে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল—"রণজয় সংবাদ মুন্সি আবুলফজল সম্রাট নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন:—অতিশয় সন্তোষদায়ক রণজয়সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে। ঈশ্বর অনুগ্রহে সাহাবাজখাঁ

ঘোড়াঘাট হইতে মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। বিদ্রোহীপ্রধান ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া সাগরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন।”

সাহাবাজখাঁ ঈশাখাঁকে পরাজিত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ আহ্লাদে রত হইলে সহসা ঈশাখাঁ সসৈন্যে আসিয়া সাহাবাজের শিবির আক্রমণ করিলেন। এইবার অনন্যমনা সেনাপতি পদগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। ঈশাখাঁ পরিত্যক্ত রাজধানী পুনরায় অধিকার করিয়া লইলেন। এইবার ঈশাখাঁ ভগ্ন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সোণারগাঁয়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই সময় (১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ্ ফিচ ঈশাখাঁর রাজধানী সোণারগাঁয়ে পদার্পণ করেন।

ঈশাখাঁ সোণারগাঁয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও সরকারবাজুহায় আর একটী নূতন দুর্গ ও আর একটী নূতন বাসস্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এই সময়ে ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী (তপ্পা) বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। লক্ষ্মণহাজো নামক এক কোচরাজা বর্ত্তমান জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া হাজরাদী শাসন করিতেছিল। *

লক্ষ্মণহাজো ও জঙ্গলবাড়ী।

যথা সময়ে ঈশাখাঁ এতৎপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণহাজো

* লোকপ্রবাদ আজও লক্ষ্মণহাজোর ভগ্ন দুর্গ জঙ্গলবাড়ীর সন্নিকটে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বা হাজরার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। হাজরা ঈশাখাঁর ভয়ে পলাইয়া গেল। ঈশাখাঁ জঙ্গলবাড়ী অধিকার করিলেন। জঙ্গলবাড়ী স্থান নিরাপদ বলিয়া ঈশাখাঁ স্থানের নাম জঙ্গলবাড়ী রাখিয়া সে স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং ব্রহ্মপুত্রের উজানপথে, রাঙ্গামাটী ও দশকাহনিয়াতে (বর্ত্তমান সেরপুর) আরও দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মানসিংহ।

ঈশাখাঁ যখন এইরূপে বল সঞ্চয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজপুত-বীর রাজা মানসিংহ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় প্রেরিত হইলেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করেন। ঈশাখাঁ তখন সুবর্ণগ্রামে ছিলেন না। মানসিংহ সোণারগাঁ হস্তগত করিয়া ডেমরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন ঈশাখাঁ তখন একডালার দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মানসিংহ ক্রমে একডালা আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া এগারসিন্ধু দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করেন। মানসিংহ পশ্চাৎ ধাবিত হন। এগারসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে উভয় সৈন্যের অস্ত্রপরীক্ষা হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে ঈশাখাঁ জয়লাভ করেন। মানসিংহের জামাতা যুদ্ধস্থলে হত হন। ২য় দিন উভয়পক্ষে সমভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া যায়। মানসিংহকে নিরস্ত্র দেখিয়া ঈশাখাঁ যুদ্ধে নিবৃত্ত হন ও মানসিংহকে তরবারি সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর প্রদান করেন। ঈশাখাঁর এই অলৌকিক সুজনতায় মুগ্ধ হইয়া মানসিংহ ঈশাখাঁর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন ও ঈশাখাঁকে লইয়া দিল্লীতে গমন করেন।

দিল্লী হইতে ঈশাখাঁ "মসনদআলি" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বাইশ পরগণার আধিপত্য লইয়া জঙ্গলবাড়ী প্রত্যাগমন করেন।

বাইশ পরগণা।

এই বাইশ পরগণার নাম প্রদত্ত হইল যথা ;—

(১) আলেপসাহি, (২) মমিনসাহি, (৩) হুসেনসাহি, (৪) বড়-বাজু, (৫) মেরাউনা, (৬) হেরানা, (৭) খরানা, (৮) সেরালি, (৯) ভাওয়ালবাজু, (১০) দশকাহনিয়াবাজু, (১১) সায়রজলকর, (১২) সিংধামৈন, (১৩) সিং নছরৎ ও জিয়েল, (১৪) দরজিবাজু, (১৫) হাজরাদি, (১৬) জফরসাহি, (১৭) বলদাখাল, (১৮) সোনা-রগাঁ, (১৯) মহেশ্বরদি, (২০) পাইটকাড়া, (২১) কাটবার, ও (২২) গঙ্গামণ্ডল।

বাদসাহি সনন্দে এই ২২ পরগণা বা মহালকে পরগণা নছরৎ-সাহির তপ্পা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত বাইশ পরগণার প্রথমোক্ত পনরটীপরগণা সরকার বাজুহার অধীন, জফর সাহি সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন ও অব-শিষ্টগুলি সরকার সোনারগাঁর অধীন ছিল।

যৎকালে ইশাখাঁ জঙ্গলবাড়তে রাজধানী স্থাপন করিয়া দিল্লী-শ্বরের অধীনে এই বাইশ পরগণা শাসন করিতেছিলেন সেই সময়ে সরকার বাজুহার উত্তর প্রদেশে সুসঙ্গের রাজা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। দশকাহনীয়া সেরপুরের উত্তর ভাগ, করৈবাড়ী পাহাড় হইতে সুসঙ্গের পাহাড়ের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত, এই বিশাল পাহাড় রাজ্য—"মুল্‌কে সুসঙ্গ" নামে অভিহিত হইত। সুসঙ্গে তখন রঘুনাথ সিংহের রাজত্ব। আকবর সাহের মৃত্যুর

মুল্‌কে সুসঙ্গ।

পর রঘুনাথ মোগল সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করেন ও সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। মসনদআলি ঈশাখাঁ ও রঘুনাথ সিংহ ব্যতীত সেই সময় সরকার বাজুহায় অন্য কোন শাসনকর্ত্তা ছিলেন অবগত হওয়া যায় না।

জনসমাগম।

ঈশাখাঁর শাসন আরম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যগণ রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমি হইতে ক্রমে অল্পে অল্পে এতদ্দেশে আসিতেছিলেন, কিন্তু ইহাঁদের ক্ষমতা বিস্তারের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এতদ্দেশে ঈশাখাঁর শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে বহু মুসলমান এ প্রদেশে আগমন করিতে থাকেন ও বিরলবসতি অরণ্য ভূমি লোকালয়ে পূর্ণ হইতে থাকে। এই সময় বহু পীর, ফকির, আউলিয়া * এতৎ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক এক স্থানে এক একটী দরগা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঈশাখাঁর বংশের অধঃপতনের পর ইহাঁরাই ক্রমে ঈশাখাঁর বংশধরগণের এক একটী পরগণা করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন।

এই জন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশের আদিম অধিবাসী, কোচ, হাজং ও অন্যান্য অন্ত্যজ ভূঁঞাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়েন ও অল্পে অল্পে শাসন দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেন। আগন্তুকগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া লন।

* কথিত আছে এই সময় ৩৬০ জন আউলিয়া বা দরবেশ পদ্মা নদী পার হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গে আগমন করেন। ইহাদের অনেকে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলায়ও আগমন করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক এক পরগণা অধিকার করিয়া রাজ্য শাসন ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। পদ্মা নদীর পার হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত স্থানের প্রতি পরগণায় এক এক জন আউলিয়ার সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

এতৎ প্রদেশের বহুস্থানে বহু প্রাচীন দীঘী পুষ্করিণী,—কোচের দীঘী, হাজোর দীঘী, খোজার দীঘী, হোড়ের দীঘী বলিয়া পরিচিত আছে; বলা বাহুল্য ঐ সমুদায় দীঘী সেই সেই ভূঁঞা শাসন কর্ত্তাদিগেরই কীর্ত্তি চিহ্ন।

প্রাচীন চিহ্ন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর অবসানের পর অন্ত্যজ জাতিয়দিগের অভ্যুত্থানের বিষয় আর অবগত হওয়া যায় না। ঈশাখাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল অন্ত্যজ জাতির প্রভুত্ব এতদ্দেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত ছিল। এই সকলের মধ্যে যে সকল কোচ ও হাজং রাজগণ ঈশাখাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুরের মদনকোচ সদরের অন্তর্গত বৈাকাইনগরের বোকাকোচ ও টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাগমারির হোররাজার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। হোররাজার বিশাল ভগ্ন কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মদনপুর ও বোকাইনগর মদনকোচ ও বোকাকোচের নামের স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে। ঈশাখাঁর শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে এই সকল আদিম অধিবাসীদিগের প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া ক্রমে মুসলমানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার সুবিশাল প্রদেশ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারীতে পরিণত হইতে লাগিল। দিল্লী হইতে আগত ঈশাখাঁর পারিষদ, আসাহেব এবং মজলিশ বংশীয়েরা প্রথমতঃ অনেক জমিদারী অধিকার করিয়া লইলেন। তৎপর

ঈশাখাঁ বংশের অধঃপতন।

ক্রমে অন্যান্যেরাও নিজ নিজ সুবিধা মত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

ঈশাখাঁর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ভাওয়ালের বিস্তৃত অরণ্যভূমি গাজীদিগের হস্তে শাসিত হইয়াছিল। ঈশাখাঁর পরাক্রম বিস্তৃত হইলে গাজিগণ নিস্তেজ হইয়া যান ও ঈশাখাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। ঈশাখাঁর পতনের পর, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পুনরায় এই গাজী বংশধরেরা এই বিস্তৃত অরণ্যের দুই দিক অধিকার করিয়া লন। উত্তরে করৈবাড়ীর দক্ষিণ ভাগ দশকাহনীয়া বাজু বা বর্ত্তমান সেরপুর পরগণা ও দক্ষিণে ভাওয়ালবাজু ঈশাখাঁর বংশধরদিগের শাসনচ্যুত হইয়া গাজীদিগের হস্তগত হয়।

গাজী বংশের পুনরভ্যুদয়।

এইরূপে ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসরের মধ্যে ঈশাখাঁর অধিকৃত ২২ পরগণার ১১ পরগণা অধিকাংশ বিভিন্ন মুসলমান পীর, আমীর, উমরাও ও দরবেশগণ অধিকার করিয়া লন। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

	মহালের নাম	আধুনিক নাম,	গ্রহিতা,	গ্রহিতার বাসস্থান।
	বড়বাজু			
	মেরাউনা	পরগণা আটিয়া	পীরসাহেন সা	আটিয়া।
	থরানা	পরগণা কাগমারি	পীর সাহাজমান	কাগমারি।
	হেরানা	পরগণা বড়বাজু	(নাম অজ্ঞাত)	বেলকুচি।
	সেরালি			
২।	দশকাহনীয়াবাজু	পরগণা সেরপুর	সেরআলিগাজী	সেরপুর।
৩।	আলেপসাহি	পরগণা আলাপসিংহ	মহম্মদ মেন্দির পূর্ব্বপুরুষগণ	টাকুরা।

৪। মমিনসাহি পরগণা ময়মনসিংহ মহম্মদ মেন্দির
পূর্ব্বপুরুষগণ টাকুরা।

৫। ভাওয়ালবাজু পরগণা ভাওয়াল ইছলাম খাঁ
তপ্পা রণ ভাওয়াল দৌলতগাজী চৌয়ার।

৬। সিং নছরত্ ও জিয়াল পরগণা নসিরুজিয়াল মস্‌জিদ
জালাল রোয়াইলবাড়ী।

৭। সায়র জলকর পরগণা জয়নসাহি ফতে খাঁ অজ্ঞাত
খালিয়াজুরী। মজলিসবংশ খালিয়াজুরী।

৮। হুসেনসাহি হুসেনসাহি ঈশাখাঁর আমলাগণ বেত্রাটী।

৯। স্বর্ণগ্রাম

১০। পাইটকারা বর্ত্তমানে ভিন্ন জেলার অন্তর্গত।

১১; গঙ্গামণ্ডল

কালক্রমে এই সকল মহালের শাসন ভার কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা "ময়মনসিংহের বিবরণ" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। *

ঢাকা রাজধানী।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ঢাকা নগরীতে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানী নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এতদ্ প্রদেশকেও রাজধানীর ন্যায় শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে পর্টুগীজ ও আরাকানেরা এক যোগে দক্ষিণ দিক হইতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। তাহারা পদ্মানদীর মোহনাস্থিত দ্বীপ সমূহ এবং বেলুহা † ও লক্ষ্মীপুর অধিকার করিয়া লয়। এই আক্রমণে

* ময়মনসিংহের বিবরণ ১৪—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বেলুহা পরবর্ত্তী বন্দোবস্তে ও ইংরাজ শাসন প্রারম্ভে ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরকারবাজুহার সায়র জলকর মহাল ও সোণাবাজুর বহু ক্ষতি হইয়াছিল। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আসামরাজ উত্তর দিক হইতে পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন।

ব্রহ্মপুত্র তীরে আসাম রাজ।

আসামরাজ বাঙ্গালা জয় করিতে পাঁচশত যুদ্ধযান সহ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। আসামের সীমা হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ প্রত্যেক গ্রাম ও নগর তাহার বিপুল অত্যাচার ও লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কথিত আছে এই আক্রমণে সরকার বাজুহার ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ গ্রাম ও নগরগুলি জনশূন্য ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। এগারসিন্ধু বাঁকে মুসলমান সৈন্য আসামরাজের গতিরোধ করিলে সে স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। আসামরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইসলাম খাঁ আসামরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া আসামের বহু দুর্গ হস্তগত করেন ও বহু লুণ্ঠন-সামগ্রী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। * অতঃপর সাহসুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে ঢাকা হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হয় এবং এতৎপ্রদেশ কিছুদিনের জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকে।

* "The Raja of Assam embarked five hundred boats on the Brahmaputra and came down like a torrent over Bengal plundering every town and village in his way. The Sabeder went out to meet him with his war-boats armed with cannon. The Assamese could not withstand him. Islam Khan pursued them into their own country and took fifteen forts and much spoil"

Marshman's History of Bengal, Page 34.

সুজার সময় ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হয়। এই বন্দোবস্তেও এতৎপ্রদেশ সরকার বাজুহায় নামে পরিচিত ছিল।

ব্রহ্মপুত্র তীরে কুচবিহার রাজ।

সুজার পলায়নের পর মীরজুম্লা বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া পুনরায় ঢাকাতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। এইবার পুনরায় এতৎপ্রদেশে নূতন বিপদ উপস্থিত হয়—১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ব্রহ্মপুত্রে রণতরী ভাসাইয়া তৎতীরস্থ প্রদেশ ধ্বংস করিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন ও ঢাকা নগরী অধিকার করেন।* মীরজুম্লা পুনরায় ঢাকা উদ্ধার করেন। মীরজুম্লার পর সায়েস্তা খাঁর সময়েও আরাকাণের মগেরা ঢাকা ও এ প্রদেশের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে। সায়েস্তাখাঁ পর্টুগীজদিকের সাহায্যে মগ আক্রমণ নিবারণে কৃতকার্য্য হন ও সন্তুষ্ট হইয়া পর্টুগীজদিগকে ঢাকায় স্থান ও (পুনরায়) বাণিজ্য অধিকার প্রদান করেন। পর্টুগীজেরা ঢাকার ফিরিঙ্গিবাজারে স্থান প্রাপ্ত হইয়া (পুনরায়) ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন এবং ক্রমে বাজুহায় প্রবেশ করিয়াও কয়েকটি কুঠি প্রস্তুত করেন। কুঠিগুলির মধ্যে বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ও বেগুণবাড়ীর কুঠির বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

কুলীখাঁর বন্দোবস্ত।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব হইয়া রাজধানী মুসুকদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

* "He (Rajah of Cooch Behar) seized the part of Assam and sent on army down the Brahmaputra and plundered * *"

মুর্শিদকুলী খাঁর সময় ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূমির তৃতীয় বার বন্দোবস্ত হয়, এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৭০ মহালে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে পদ্মার পূর্ব্ব তটভূমি ৬টী চাকলায় বিভক্ত হয়। (১) আকবর নগর, (২) ঘোড়াঘাট, (৩) করৈবাড়ী, (৪) জাহাঙ্গীর নগর, (৫) শ্রীহট্ট, (৬) ইছলামাবাদ। সুতরাং এই বিস্তৃত সরকার বাজুহার মহাল এবং পরগণাগুলিও উত্তরে করৈবাড়ী, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, দক্ষিণে -জাহাঙ্গীরনগর ও পশ্চিমে ঘোড়াঘাট—এই পার্শ্ববর্ত্তী চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগ অনুসারে বর্ত্তমান ময়মনসিংহের উত্তরভাগ,—সেরপুর ও সুসঙ্গ চাকলে করিবাড়ী (করৈবাড়ী); ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম প্রদেশ—জফরসহি, পুখুরিয়া (বাজু), সেলবরস, বড়বাজু, আটীয়া, কাগমারী, সুলতান প্রতাপ, আলাপ সিংহ (সাহি), ময়মনসিংহ (সাহি), ভাওয়াল (বাজু), প্রভৃতি চাকলেঘোড়াঘাট; পূর্ব্বভাগ—সরাইল, জয়ানসাহি, তরফ প্রভৃতি চাকলে শ্রীহট্টের অধীন নীত হয় এবং অবশিষ্ট মহাল চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অধীন থাকে। *

বাঙ্গালার এই প্রদেশ বা চাকলাগুলি ২৫টী জমিদারী বিভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার বাজুর মহাল গুলি নূতন চারি চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলেও জমিদারী বিভাগ অনুসারে এই বিভিন্ন চাকলার অধিকাংশ মহালগুলিই রাজস্ব সম্পর্কে জমিদারী ঢাকা জালালপুরদিগরের বা ঢাকা নেযাবতের অন্তর্গত ছিল।

* সরকার বাজুহার ও অন্যান্য সরকারের মহাল গুলি এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন চাকলায় বিভক্ত হইয়া গেলেও সরকার গুলির নাম লুপ্ত হইয়াছিল না।

সুসঙ্গ, ত্রিপুরা, মুচা, তেলীয়াজুরী প্রভৃতি ৪ জন প্রতি অস্ত নৃপতির জন্ম ৪৯৭৫০ টাকা রাজস্বে ২ পরগণা জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মুর্শিদকুলীখাঁর মৃত্যুর পর ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুজা উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। নবাব সুজাউদ্দীনের সময়, ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) ঢাকা নেয়াবতের যে ওয়াশীল-জমা-তুমারি প্রস্তুত হয় তাহা হইতে সরকার বাজুহার নির্দ্দিষ্ট জমা ও অন্যান্য আমদানী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওয়াশীল-জমা-তুমারী।

ঢাকা নেয়াবৎ

চাকলে জাহাঙ্গীরনগর।

ওয়াসিল জমা তুমারী ১১৩৫ সাল।

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
সরকার বাজু (বাজুহায়)	আশাকাবাদ	৯০৯৲
	এব্রাহেমপুর	৪৪৩৪৲
	আঃঙ্গাবাদ	২১৲
	এনাএতনগর	১৪৭৫৲
	আইদগা	১৩৪৪৲
	আলিপুর	২৩৩৯৲
	বুজোরগমেদপুর	৪৬৪৭৲
	ভাওয়াল	৬৬৫৫২৲
	নাগপাদসাহী	২৩২৲
	বড়সাগরদী—(২৯০০০ কাহনকড়ি)	৭৯৬৲

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
	বড়বাজু নছরৎসাহি	১৩৬৩৪৬৲
	বড়পুর	১৩৫০৲
	বড়পুর ভেলিয়া	১৩০৲
	চাঁন্দ প্রতাপ	৩৬১৪৫৲
	দার্জ্জিবাজু	৯৫৮৬৲
	গঙ্গেশঙ্করাবাদ	১০৪৲
	গোবিন্দপুর	১১৬৬৲
	হাট হুসেনাবাদ	২৯৲
	হুসেনসাহি চরবাজু	২৯৮৯৪৲
	হাবেলি জাহাঙ্গীর নগর	৪১৯৬১৲
	জাহাঙ্গীর বলদা(city)	১২৩৭১৲
	জাহানাবাদ	২০৪২৲
	জোত ছোবতরাই	২৬৯১৲
	জানপুর	১৫৫৯৲
	জাফরাবাদ	৪০৲
	খানজান বাহাদুর নগর	৯৲
	খালুনাবাদ	৯০৪৫৲
	কাসিম নগর	৩৭৯৪৯৲
	কাসিমপুর বাগমারা	৯৮১৲
	কাসিমপুর সসিন বাসিন	২৫৬৪৲
	কাসিমপুর কল্যানবাড়ী	২০৬৪৲
	খালিয়াজুরি	২২৮১৲
	খোর্দ্দাহুসেন নগর	৯৬২৲

সরকার	পরগণা	বার্ষিক রাজস্ব
	কাশীপুর	৪৬৩৪৲
	মৌবারিক ও জিয়াল	১৫৯১৭৲
	মোকামাবাদ	১৯৪৬৮৲
	মহম্মদপুর	৩১৯২৲
	মহম্মদনগর বা নরুলহুসেন	৮৪৭৲
	নন্দলালপুর (চাঁন্দপ্রতাপ)	১৫৪৲
	নছির ও জিয়াল	৫৬২৪০৲
	নুর উল্লাপুর	২২৫০০৲
	রায়পুর নন্দলালপুর	৩০৬৪৲
	রসিদপুর	২৩৪৩৲
	রফিয়ানগর	১২৫৲
	সেলিমপ্রতাপ	৬০৩৩৲
	সৈদপুর	১০৬৲
	সইফপুর	২০০৩৲
	সুলতানপ্রতাপ	৩৮২২৬৲
	সৈদপুর নওয়াবাদ	৭৭৲
	সেরাই মুলি দেহার	৪৩৬৲
	সাগরদী	২৫৪৬৲
	সুজাবাদ	৫৮৮৮৲
	সাহাজাদপুর	৫২৪৪৲
	সাহাজানপুর	১৫৮৯৲
	সাহাও জিয়াল	২১৭২৩৲
	সাইস্তাবাদ	৭২৬৲

সাহেবাবাদ	১৭৩৫৲
তালিপাবাদও	
আজিমাবাদ	৩৫৮০৲
ইউছফপুর (খাবেলাবাদ)	২৬৯৮৲
জাফর ও জিয়াল	৬৯৮৯৲
জাহাঙ্গীর নগর	
বাজারের পেসকস	৪৮০৯৲
	৭৬৯৫৬১৲

সরকার বাজুর নিম্নলিখিত মহালগুলি বিভিন্ন চকলার অন্তর্গত ছিল, ক্রমে ঐ সকল মহাল ঢাকা নেয়াবতের অধীন নীত হয়। *

মোদাখিল।

চাকলে ঘোড়াঘাট।

সরকার বাজুহায় :—

পরগণা আলেপসিং	...	...	৪৪৯৫৫৲
পরগণা মমিনসিং	...	...	৪৪৪৭৬৲
পরগণা আইন মহাল ভাওয়াল		...	২১৫৲

সরকার ঘোড়াঘাট :—

জাফরসাহি	...	...	...	১৭০০৮৲
				১০৬৬৫৫৲

---

* এ স্থলে কেবল সরকার বাজুর মহালগুলির নাম প্রদত্ত হইল। চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অধীন অন্যান্য সরকারগুলির অন্তর্গত মহালের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

চাকলে ছিলেট :—

পরগণা সরাইল বা সতরখণ্ডল	...	১১১০৮৪৲
পরগণা জয়ানসাহি ...	...	৩৩৮২০৲
পরগণা তরফ (মোট ১৬২১৭ কিসমত)...		১১৮৩৬৲
		১৫৬৭৪০৲

চাকলে কড়িবাড়ী

সরকার বাজুহায় :—

পরগণা সেরপুর দশকাহনীয়া	...	১৬৭৫০৲
পরগণা সুসঙ্গ (সম্পূর্ণ) ...	...	১৮৮৫০৲
পরগণা কড়িবাড়ী সায়র ...	...	১৫০৬৪৲
		৫০৬৬৪৲
		৩১৪০৫৯৲

রেজাখাঁর জমিদারী কাগজ।

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার শাসন ভার গ্রহণ করিলে ১১৭০ ও ১১৭২ সনে রেজাখাঁ বাঙ্গালার রাজস্ব কর্ম্মচারী হইয়া যে কাগজ পত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে জমিদারীগুলির মালীকের নাম সহ অধীন পরগণার ও মহালের সংখ্যা ও রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের কৌতূহল নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে বোধে, সেই সকল প্রাচীন কাগজ পত্রের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা নেয়াবৎ।

ইৎমামদারী হুজুরী সেরেস্তা। *

১১৭০ সালের জমা কুল ওয়াসিল ময় আবওয়াব।

* ঢাকা নেয়াবতের অধীন, ঢাকার দক্ষিণ ও মেঘনার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থানের ইৎমামদারী বা জমিদারী সমূহের বিবরণ অনাবশ্যক বোধে এই তালিকায় প্রদান

জমিদারী।	জমিদার।	জমিদারীর সংখ্যা।	মহালের সংখ্যা।	মোট রাজস্ব।
ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব :—				
নসিরুজ্জিয়াল	গঙ্গানারায়ণ	৭	১	৪৮০৭০৲
জয়নসাহি	* *	১	১	২৩৪০৭৲
সেরপুর-দশকাহনীয়া	বিনোদ নারায়ণ	১	১	২৫১৮৬৲
মমিনসিং ও জফরসাহি	প্রেমকৃষ্ণ	২	২	১০৭৪৩৮৲
আলেপসিং (ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম)	হরিনারায়ণ	১	১	৬৯৩৮৭৲
সুসঙ্গ-নছরৎসাহি	রতন সিং	২	১	৩৫১৯২
তরফ (অপাঠ্য)	* *	১	১	৩০৪০৪
বলমা এবং সাতগাঁও	রিয়াজদ্দিন	১	২	১২৬৫৭৲
ঢাকার উত্তর, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম :—				
মুরুল্লাপুর, হুসেনসাহি ও এলেনতাল		৩	২৭	১০৪০৬৬৲

করা গেল না। ময়মনসিংহ জেলা স্থাপনের সময় এই সকল জমীদারীর অধিকাংশই এই জেলার অধীন ছিল, পরে অন্যান্য জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের নাম মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকার দক্ষিণ :—(১) জেলালপুর গং, (২) রাজনগর গং, (৩) চন্দ্রদ্বীপ গং, (৪) আদিলপুর গং, (৫) বুজরগ-আমেদপুর, (৬) সেলিমাবাদ, (৭) রতনদী কালকাপুর, (৮) রছুলপুর, (৯) ইদ্রিকপুর ও সায়েস্তা নগর গং, (১০) রাম নগর, (১১) বৈকণ্ঠপুর, (১২) দক্ষিণ সাহাবাজপুর, (১৩) উত্তর সাহাবাজপুর, (১৪) সনদ্বীপ, (১৫) ভুলনন্দী।

মেঘনার পূর্ব্ব :—(১) সিংহগাও ও কাঞ্চনপুর, (২) টোরা ও ইব্রাহিমপুর, (৩) মেহার, (৪) মুরলি, (৫) সাগর্দ্দি, (৬) কাসিমপুর-মুচাখল গং, (৭) খুর্দ্দা-আমদাবাদ, (৮) বেলুহা, (৯) হামনাবাদ, (১০) জগদিয়া, (১১) দান্দেরা-আলাবাদ, (১২) চৌগাজ, (১৩) বাবুপুর, (১৪) গোপালপুর-মির্জ্জা নগর, (১৫) মরিচাইল, (১৬) গজামণ্ডল গং ; (১৭) পাইটকারা।

কাসিমপুর, সাসিন, বাসিন ও আজিমপুর				
	ভবানীপ্রসাদ	১	২	১২৪৫৫৲
তালিবাবাদ গং	জিয়া গং	২	১	১০৭৩৫৲
তপ্পানজুপুর গং (পরগণা কাসিমনগর)				
	সমসেল উদ্দিন	১	২	৩৭৩১১৲
সুলতানাবাদ গং ঐ	হুসেন আলি	১	১	১৭১৬৮৲
হাবেলি সেলিমাবাদ ।৶০ আনা		১	১	১১০৯৬৲
আজিমপুর গং		১	১	১০১৭১৲
তুনকাবাদ (পং সিংহের গাঁও)		১	১	২৫১০৪৲
রণভাওয়াল (পং আলেপ সিং)		১	১	১৪১৭৩৲
মুজার্দ্দি (পং বড়বাজু নছরৎসাহি)		*	*	*
হেজরাদি ঐ	আলাউদ্দিন	১	১	২৩৫৩৩৲
কুলসী (পং সুলতান প্রতাপ সেনরাম গং,		৫	১	১৪৬৪৪৲
তালুক গোলাম মইধর (পং জালালপুর)		১	১	১৭০৩১৲
চাঁন্দ সিং জিগাদানী		১	১	১০৬৬৪৲
মহম্মদ আবল (একবাল ?)		১	১	৮২০১৲
সেরান্দল গং		১	১	৮৯৪৭৲
কৱৈবাড়ী ও অন্যান্য				
সায়েরি মহাল	নরনারায়ণ গং	৫	৮	৪৪৫৬১২৲

নিজামত সেরেস্তা।

বলদাখাল	মহম্মদ ইব্রাহিম	১	৩	১৩৬২২২৲
ভাওয়াল	ইন্দ্রনারায়ণ	৩	১	৩২০০৩৲
সরাইল সতরখণ্ডল	মহম্মদ হাদ্দি	১	১	৪০৩২৪৲

বিক্রমপুর (ঢাকার দক্ষিণ পশ্চিম) রাজারাম	১	১	২৪৫৬৫৲
চান্দপ্রতাপ রামমোহনের অংশ	১	১	৯৬৯০৲
তাং হরিনারায়ণ পং জালালপুর	১	১	১৭২৬৩
সায়েরি মহাল, দরি, বস্তা, তামাক, টিকিয়া, গাঞ্জা প্রভৃতির জন্য		২৪	৫২৬০৯৭৲

হুজুরি ও নেজামত উভয় সেরেস্তার অন্তর্গত ৮০০০ টাকার ন্যূন জমার মজকুরি তালুক	২৭৯	১৭৫	৪৩৩৪৯৩৲
মোট ইৎমাম বন্দি নেয়াবৎ ঢাকা	৪১৮	৪১৫	৩৭২৬৫৮৪৲

উপর্য্যুক্ত হিসাব ১১৭০ বঙ্গাব্দে প্রস্তুত হয়। ১১৭২ বঙ্গাব্দে কোন কোন পরগণার রাজস্ব বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কোন্ কোন পরগণার রাজস্ব কত বৃদ্ধি হইয়াছিল নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

হুজুরি সেরেস্তা :—

পং সেরপুর দশকাহনীয়া	৫২৩৯৲
„ মমিন সিং	১১৬৪৲
„ আলেপ সিং	৪২০৭
„ হাজরাদি	৪৪৫৫

নেজামত সেরেস্তা :—

পং বলদাখাল	৬৪৮৬৪৲
„ সরাইল	৫৬১৮

ঢাকা নেয়াবতের অধীনে মজকুরী তালুকগুলির জমা ব্যতিত

১১৭২ সালে উভয় সেরেস্তার মোট রাজস্ব—জমাকুল ৩৮৭২৯:৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

১১৭২ সালের রাজস্ব ধার্য্যের পূর্ব্বে সরকারবাজুহার যে সকল মহাল জমিদারী জালালপুরের অধীন শাসিত হইত না, ঐ সকল মহাল স্বতন্ত্রভাবে মজকুরী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙ্গালায় মোট মজকুরী মহালের সংখ্যা ২১টী ছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী সরকারবাজুর অন্তর্গত ছিল। যথা ;—

মজকুরি মহাল।

(১) আটিয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হুসেনসাহি * চাকলে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত তিনটী জমিদারী। পরগণা-সংখ্যা দশ, রাজস্ব—৬৭৮৮৩৲

(২) সেলবরস (সরকারবাজুহা) এই পরগণা ১১৩৫ বঙ্গাব্দে রাজসাহীর জমিদারীভুক্ত হইয়া যায়। পরগণা ১, রাজস্ব—৫৭৪২১৲

(৩) পাতিলাদহ এবং কুন্দি (চাকলে ঘোড়াঘাট) সময়ে রাজসাহী-জমিদারীভুক্ত হয়। পরগণা ৭, রাজস্ব—৬৭৬৩২৲

* আটীয়া, কাগমারি, বড়বাজু, হুসেনসাহি এই চারিটী পরগণা বর্ত্তমান সময়ে ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত আছে। গ্রাণ্ট সাহেব এই চারিটী পরগণার নাম লিখিয়া সংখ্যায় তিনটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ভাষা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"Atea Caugmarry, Berbuzoo—Hussen shahy, in the chuckleh of Ghorahghat originally constituting three Zemindaries."

(৪) আলেপসিং এবং মমিনসিং (চাকলে ঘোড়াঘাট) টীকরা নিবাসী মহাম্মদ মেন্দির জমিদারী; পরবর্ত্তী সময়ে জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরগণা-সংখ্যা ২, রাজস্ব—৭৫৭৫৫৲

(৫) পুখুরিয়া এবং জফরসাহি (সরকারবাজুহা) ১১৪১ বঙ্গাব্দের সনন্দ অনুসারে পুখুরিয়া রাজসাহীর অন্তর্গত হয়। জফরসাহী সময়ে জামালপুরের অধীনে নীত হয়, পরগণা সংখ্যা ৫, রাজস্ব—৫৪৫১৯৲

উপর্য্যুক্ত মজকুরী বিভাগ ১৭২৮ সনে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণের পূর্ব্বে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব আদায়ের বিভাগ ধার্য্য হয় তাহাতে সরকারবাজুহার ভূমি তিনটী রাজস্ববিভাগে বিভক্ত হয়। (১) জমিদারী রাজসাহী (২) আটীয়াদিগর (৩) জালালপুর—ঢাকা।

নিম্নে এই তিন বিভাগের জমা জমির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

(১) রাজসাহী—পুখুরিয়া, সেলবরস, ইছপসাহি, হারিয়ল কতুরমল, প্রতাপবাজু, সোণাবাজু, হুসেনসাহি, হুস্নেনপুর প্রভৃতি সহ রাজসাহীর (রাণী ভবানীর) বিস্তৃত জমিদারীর পরিমাণ ফল ১২৯০৯ বর্গমাইল। খালসা জমা ১৩৯৯৪৭০, জাগীর ৭৫০০৭৩, আবওয়াব ৬০২৪৬৩, তৌফির ৮০১৪৭৯, বাদ খরচা ৪৪৭১৫, মোট ৩৫০৮৭৭০৲

(২) আটীয়া, বড়বাজু এবং কাগমারী ৩টী সন্নিকটবর্ত্তী পরগণা, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত হইলে ও প্রধানতঃ ৪ জন মুসলমান জমিদারের অধীন। পরিমাণ ফল ১৬২৯ বর্গ মাইল। খালসা জমা ৪৪৮৭৯, জাগীর ৭৫২৬,

আবওয়াব ৩৪৩৪২, তৌফির ২৪২৯৪; বাদ খরচা ৩৯৪, মোট ১১০৬৪৭৲।

(৩) জালালপুর ঢাকা—উপর্যুক্ত দুই বিভাগে ভুক্ত মহাল ভিন্ন বাজুহার অন্যান্য যাবতীয় মহাল ও ভূষণা এবং যশোহরের ক্ষুদ্র অংশ সহ বিস্তৃত চাকলে জাহাঙ্গীরনগরের পরিমাণ ফল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। খালসা জমা ৮৯৫৩৮৬, জাগীর ১২৫৮২০৬, আবওয়াব ৩৭৮৮৯১, তৌফির ১৩৬১০৮৭; বাদ খরচ ৯৬৬৪৩, মোট ৩৮০১৯২৭৲।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাচীন জমিদার ও জমিদারী শাসন—গ্রাম্য সমিতি, কাননগুর কার্য্যালয়, "বৈকুণ্ঠ"বাস, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, জমিদার সৃষ্টি, জমিদারের প্রতি অত্যাচার,—সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ, প্রভুভক্ত বাঞ্ছারাম।

প্রাচীন জমিদার ও জমিদারীশাসন।

সম্রাট আকবর সাহের সময় সমগ্র বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন হয় নাই। জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশ কেবলমাত্র শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াই ইহধাম ত্যাগ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাহসুজা রীতিমত বাঙ্গালার কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। *

গ্রাম্য সমিতি।

এই সময়ে দেশ শাসনের ভার গ্রাম্য সমিতি ও গ্রাম্য মণ্ডলদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ঢাকায় নায়েব সুবাদারের বাসস্থান ছিল। সরকার বাজুর সম্পূর্ণ ভার সুবাদারের হস্তে ছিল।†

---

* "Bengal was only subjugated during Jahangir's reign and properly assessed by Prince Shuja, a short time before 1658."

† তৎকালে বঙ্গদেশ ১০টী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল। যথা—ইছলামাবাদ (চট্টগ্রাম) শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী, জেলালগড় (পুর্ণিয়া) আকবরনগর (রাজমহল), রাজসাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বন্দর বন্দর (হুগলী)। এই ১০টী ব্যতীত ঢাকাতে "মহকুমে সহর আমিন" নামে একটি প্রাদেশিক ফৌজদারী আফিস ছিল। বাজুহা ঐ প্রাদেশিক ফৌজদারীর অধীন ছিল।

রাজস্ব ও জমা জমির বন্দোবস্তের জন্য স্থানে স্থানে কানন গুর কার্য্যালয় স্থাপিত ছিল। দশকাহনীয়ার (সেরপুর) অন্তর্গত দর্শা, মমিনসাহির (ময়মনসিংহ) অন্তর্গত বোকাইনগর ও বড়বাজুর অন্তর্গত নলিপা * নামক স্থানে তিনটী প্রধান কাননগুর কার্য্যালয় স্থাপিত ছিল। অন্যান্য বিচার আচার পরগণার চৌধুরী (জমিদার) দিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। জমিদারদিগের সনন্দেও তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইত। সেই সনন্দ বলে জমিদার, প্রজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারদিগের বিচার করিতেন। এবং দস্যু ও তস্করের শাস্তি প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের বিচারের উপর দেওয়ানী আদালত ছিল।

কাননগুর কার্য্যালয়।

জমিদারের এইরূপ কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ জায়গীর ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মোগল শাসন সময়ে আইন কানুনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা অতি অল্প পরিমাণেই কার্য্যকারি হইত। এই সময়ে দেশে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না।* রাজকর্ম্মচারীরা স্ব স্ব উপার্জ্জণের চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে প্রজার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ শোষণ করিতেন, প্রজা প্রাণ রক্ষার জন্য যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিত।

সে সময় যে কেবল প্রজারই দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, তাহা নহে, জমিদারদিগকেও উচিত সময়ে খাজানা পরিশোধ না করিলে "বৈকুণ্ঠবাস" করিতে

বৈকুণ্ঠবাস।

* নালিপা বর্ত্তমান সময়ে যমুনার প্রবাহে লয় পাইয়াছে। রেনেলকৃত মানচিত্রের নালফিয়াই (Nulphia) বোধ হয় নালিপা।

হইত। কষ্ট ও দুর্দ্দশার তুলনায় প্রজার অদৃষ্ট জমিদার অপেক্ষা শত সহস্র গুণে উত্তম ছিল। অনেক স্থলে প্রজা সর্ব্বস্ব হারাইয়াও স্ত্রী পুত্র লইয়া স্বাধীন ভাবে যথাতথা "গতরখাটাইয়া" দিনপাত করিত। জমিদারদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর ছিল না।* জমিদার দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও, রীতিমত খাজানা চালাইতে অসমর্থ হইলেই সুবাদার-কিঙ্করগণের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঢাকা বা মুর্শিদাবাদে নীত হইতেন এবং রাজস্ব প্রদান না করা পর্য্যন্ত অনাহারে, অল্পাহারে গ্রীষ্মকালে, প্রখর রৌদ্রে, শীতকালে মারাত্মক শীতল জলে, রজনীতে উর্দ্ধদিকে পদদ্বয় বন্ধন অবস্থায় ভীষণ ভাবে, প্রহৃত হইয়া দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্ত্তে রক্ষিত হইতেন। রেজাখাঁ হিন্দুদিগের প্রতি অবজ্ঞাচ্ছলে এই পুতিগন্ধপূর্ণ নরককেই "বৈকুণ্ঠ" নামে অভিহিত করিতেন।* "বৈকুণ্ঠবাসের" গুপ্ত যন্ত্রণাতেও টাকা আদায় না হইলে প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইত। এই জীবনান্ত কষ্ট ও লজ্জাতেও টাকা প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে হিন্দু জমিদারদিগকে মুসলমান বাবুর্চ্চির প্রস্তুত পোলাও অন্নের

---

* বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন ;—

In order to enforce the payment of the revenues, he (Reja Khan) ordered a pond to be dug, which was filled with every thing disgusting and the stench of which was so offensive as nearly to suffocate whoever approached it: to this shocking place in contempt of the Hindoos he gave the name of "Bickoont" which in their language meant Paradise and after the Zeminder had undergone the usual punishment if their rent was not forthcoming he caused them to be drawn by a rope hid under the arms

আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইত। এই অবাধ অত্যাচারের নিকট পদমর্য্যাদার বিচার ছিল না। বর্দ্ধমান সুসঙ্গের ন্যায় রাজাদিগকেও এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, প্রতাপাদিত্য সীতারামের ন্যায় লোকও এ অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার-দিগের সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য।

রাজস্ব আদায়ের নিয়ম।

জমিদারদিগকে রাজস্বের টাকা সুবাদারের দেওয়ান খানায় কিস্তিবন্দী মতে প্রদান করিতে হইত। দেওয়ানখানা পূর্ব্বে ঢাকা ও পরে, মুর্শিদ-কুলিখাঁর সময়, মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়। প্রতি কিস্তিতে জমিদারের পক্ষ হইতে একজন বা দুইজন আমলা কাগজপত্র ও টাকা লইয়া রাজধানীতে যাইতেন ও কিছুকাল থাকিয়া দেওয়ান বক্সী ও মোহরের হইতে আরম্ভ করিয়া, দপ্তরী এমন কি খানসামাদিগেরও উদর পূরণ করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। রাজস্বের ত্রুটির জন্য জমীদারদের আমলাদিগের উপরও সময় সময় অত্যাচার করা হইত।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে মুর্শিদকুলীখাঁই অত্যধিক অত্যাচারী বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে ত্রিপুরা, কোচবিহার প্রভৃতি রাজ্যের প্রতাপান্বিত নৃপতিরাও তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদানে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

through this infernal pond. He is also stated to have compelled them to put on loose trousers unto which were introduced creatures like cats. By such cruel horrid methods he extorted from the unhappy Zeminders every things they possessed, and made them weary of their lives."

মুর্শিদকুলিখাঁর পূর্ব্বে এতদ্দেশে জমিদারী অপেক্ষা ইজারার প্রচলন অধিক ছিল। তিনি শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ইজারাপ্রথা রহিত করিয়া, জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব প্রদানের ভার অর্পণ করেন। এই-রূপে তিনি বঙ্গে জমিদারের পদসৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি অনেককে জমিদার করিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের মান সম্ভ্রমের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখিলেন না। জমিদারদিগের জীবনের সহিত অর্থের তুলনায়, তিনি অর্থকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং রাজস্ব অনাদায়ে অত্যাচারের মাত্রা তাঁহার সময়ে অপরি-মেয় ছিল।

জমিদার সৃষ্টি।

বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার তৎসাময়িক বহু জমিদার বৈকুণ্ঠ-বাসের ভয়ে প্রাণের বিনিময়ে জমিদারী এবং এমন কি জাতিত্যাগেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

জমিদারের প্রতি অত্যাচার।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে, দশ কাহনীয়ার (সেরপুর) জমিদার পক্ষে রাজস্বের হিসাব লইয়া, তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী কৃষ্ণপ্রসাদ নাগ মুর্শিদাবাদে গমন করেন। নিকাশে ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রসাদ কারারুদ্ধ হন। পরিশেষে জমিদার সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। এই উলঙ্গ উৎপীড়নের আতি-শয্যে সূর্য্যনারায়ণ জমিদারী ইস্তেফা প্রদান করিয়া জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করেন। * বাকী রাজস্ব প্রদান করিয়া জমিদারী বিনোদ-নারায়ণ নামক অপর এক ব্যক্তি গ্রহণ করেন। †

সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী।

* হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত বংশানুচরিত।

† Grant's Report &c.

কাগমারীর জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া কুলীখাঁর ভীষণ অত্যাচারে পৈত্রিক ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ "বৈকুণ্ঠ বাস" ভয়ে পৈত্রিক নামও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইনাতুল্যা চৌধুরী নাম গ্রহণ করতঃ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কুলীখাঁর অনুগ্রহ লাভ করিলেন। *

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার যে কেবল মুর্শিদকুলীখাঁর সময়েই হইত তাহা নহে, শাসনকর্ত্তা, তৎ সভাসদ ও পারিষদ্‌দিগের চরিত্রের তারতম্যানুসারে অত্যাচারের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিও ছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এইরূপ পাশব অত্যাচার বঙ্গীয় জমিদারদিগকে অহরহ চিন্তাকুল রাখিয়াছিল এবং পরে ইংরেজ শাসনও কলঙ্কিত করিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে, ঢাকা নগরে ডিপুটী গবর্ণরের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তখন ঢাকায় রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। এই সময়ে সুসঙ্গ রাজ্যের রাজস্ব অনাদায় হেতু, নাবালক রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়।

রাজা কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ।

কোন বিশেষ কারণে বহু দিন সুসঙ্গ রাজ্যের নবাবী রাজস্ব বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজা রণসিংহের মৃত্যু হওয়ায় নাবালক কুমার কিশোর সিংহ সুসঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে একদা ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার সৈন্য

* কায়স্থ বংশাবলী।

সামন্ত আসিয়া শিশু রাজা কিশোর সিংহ ও তৎ অনুজ ভ্রাতা রাজসিংহকে ধৃত করিয়া ঢাকা লইয়া যায়। ভ্রাতৃ দ্বয় ঢাকার প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার নিকট নীত হইলে প্রত্যেক রাজকুমারের প্রতি দশ দশ কোড়া (বেত) মারিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। শিশু রাজাদ্বয় এই প্রাণান্তকারী আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উপায় নাই, নিষ্ঠুর শাসকের "খামখেয়াল" পতিপালিত হইতেই হইবে।

প্রভুভক্ত বাঙ্গারাম।

রাজাদিগের সহিত বাঙ্গারাম নন্দী নামক একজন ভৃত্য গমন করিয়াছিল। প্রভুভক্ত প্রাচীন ভৃত্য বাঙ্গারাম নিজ পৃষ্ঠদেশে রাজাদিগের প্রতি প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। তাৎকালিক নিয়মে একের দণ্ড অন্যে গ্রহণ করিতে পারিত। বাঙ্গারামের প্রার্থনায় শিশুদ্বয় ঘাতকের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেন। ২০ কোড়া করিয়া প্রতিদিন নিরপরাধ বাঙ্গারামের পৃষ্ঠদেশ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। বাঙ্গারাম মৃতকল্প হইয়া তিন দিন এইরূপ ভীষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। তথাপি রাজস্ব প্রদত্ত হইল না। ৪র্থ দিবস তোপাগ্নি মুখে শিশু রাজদ্বয়কে উড়াইয়া দিয়া জমিদারী হস্তান্তর করিবার কঠোরতর আদেশ প্রচারিত হইল!

* * * * * *

এই সময়ে জমিদারদিগের উপর এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইলেও তাঁহাদিগের এলাকার মধ্যস্থিত প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন ও বিচারের ক্ষমতা অনেকটা তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে পারিলে জমিদারদিগের ক্ষমতাও কম ছিল না। কিন্তু প্রজার খাজনা রীতিমত প্রাপ্তির পক্ষে বহু বাধা বিঘ্নও ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

—০—

ইংরেজ শাসনের প্রথমিক ব্যবস্থা—ঢাকা অধিকার, কুঠি স্থাপন, শাসন বন্দোবস্ত, কমিটি অব সার্কিট, "ইজারা বিলি", ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা, জমিদারদিগের সনন্দ, রেনেলের মানচিত্র, বোর্ড অব রেভিনিউ, ঢাকার চিফ।

ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ব্যবস্থা।

ঢাকা অধিকার।

যে দিন রাজস্ব বাকীর জন্য সুসঙ্গের নাবালক জমিদারদ্বয়কে তোপাগ্নিতে, অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিবার দিন অবধারিত ছিল, সেই দিন অতি প্রত্যুষে ইংরেজের ভীষণ তোপধ্বনি বুড়িগঙ্গার প্রশস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া, ঢাকা নগরীতে নূতন বিপ্লব জাগাইয়া দিল। সেই শুভ দিনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিজয়কেতন ঢাকানগরী বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরেজ ঢাকা অধিকার করেন। ইংরেজ ঢাকানগরী অধিকার করিয়াই শাসন কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। তাঁহারা পর্টুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক বনিকদিগের বাণিজ্য কুঠি-গুলি অধিকার করেন ও কোম্পানীর বাণিজ্য চালাইতে থাকেন।

তাঁহারা এই সময় ময়মনসিংহে অগ্রসর হইয়া বেগুনবাড়ীতে এক কুঠি স্থাপন করেন এবং কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানের পর্টুগীজ ও ফরাশিদিগের কুঠিগুলি হস্তগত করেন।

শাসন বন্দোবস্ত।

অতঃপর ঢাকা বিভাগের শাসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হয়। বন্দোবস্ত প্রথমতঃ পূর্ব্বানুরূপই চলিতে থাকে। শাসন কার্য্যের সুবন্দোবস্ত ও রাজকর আদায় জন্য দুইটি বিভাগ স্থাপিত হয়—হুজুরি ও নিজামত। হুজুরি বিভাগ প্রদেশিক দেওয়ানখানার অধীন হয়। দেওয়ানখানা মর্শিদাবাদে স্থাপিত থাকে। ঢাকায় পূর্ব্বের ন্যায় ডিপুটী দেওয়ানের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজামতের সেরেস্তা ডিপুটী দেওয়ানের অধীন হয়। এতৎ প্রদেশের কর-সংগ্রহ ও ভূমির বন্দোবস্তের কর্ম্ম ভার ডেপুটী দেওয়ানের হস্তে থাকে। নিজামতে ফৌজদারি ও দেওয়ানী বিচার ভার ন্যস্ত হয়। *

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভিনিউ-বোর্ড-রাজস্ব পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করেন। ঢাকা বিভাগের রাজস্ব পরিদর্শক (Superintendent of Revenue) ঢাকা আসিয়া দপ্তর খুলিলে হুজুরী ও নিজামত উভয় বিভাগ তাহার অধীন নীত হয়। †

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া রাজস্ব পরিদর্শকের পদগুলি উঠাইয়া দেন ও কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন। সেই সময় দেওয়ানী আদালতেরও সৃষ্টি হয় এবং

* L. Cley's Report on Dacca District.

† Do

কালেক্টর তাহার কর্ত্তা (Superintendent) হন।* মুর্শিদাবাদের রাজধানী ও কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী অত্যাচারী রেজাখাঁ বিতাড়িত হন; এবং তাঁহার পদে মিডলটন সাহেব প্রতিষ্ঠিত হন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া সুশাসনে প্রবৃত্ত হন। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা রাজ্য একরূপ অরাজক অবস্থায় চালিত হইয়াছিল।†

রেজাখাঁর রাজস্ব বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া হেষ্টিংস পুনরায় এতদ্দেশের রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে রাজস্বকর্ম্মচারী মিডলটন নূতন বন্দোবস্ত ধার্য্য করেন। মিডলটনের বন্দোবস্তে বহু জমিদার নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা খাজনা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে পারিলেন, তাঁহারা জমিদার রহিলেন, যাঁহারা পারিলেন না, তাঁহারা জমিদারী ছাড়িয়া দিলেন। বৃদ্ধি ডাকে একের পৈত্রিক জমিদারী অপরে গ্রহণ করিল। এদিকে রাজস্বের কিস্তিতে সে বৎসর সরকারী রাজস্ব কম আদায় হইল। হেষ্টিংস চিন্তিত হইলেন।

* L Cley's Report on Dacca District.

† "During this period (1765-1772) there could scarcely be said to have been any Government at all"

Marshman's History of Bengal, page 113.

কমিটি অব সার্কুট।

হেষ্টিংস রাজস্বের নূতন উপায় চিন্তা করিয়া চারিজন সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত করিলেন। কমিটী মফঃস্বলে যাইয়া ভূমি তদন্ত করিয়া খাজনা ধার্য্য করিতে লাগিল। এই কমিটী "কমিটী অব সার্কুট" নামে পরিচিত ছিল। এইবার জমিদারদিগের আরও সর্ব্বনাশ হইল। রেজাখাঁ বৃদ্ধিহারে খাজনা ধার্য্য করিয়া অত্যাচারীরূপে বর্ণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মিডলটন অত্যাচারে রেজাখাঁর নাম লুপ্ত করাইয়াছিলেন। এখন "কমিটি অব সার্কুট" মিডলটনকেও পরাজয় করিল।

"ইজারা বিলি"।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উপদেশ ও শাসননিয়মানুসারে, কমিটি পাঁচ বৎসরের জন্য মহাল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মহাল ডাক হইতে লাগিল। যে বৃদ্ধিহারে রাজস্ব স্বীকার করিল, সেই মহাল গ্রহণ করিল। এইরূপে রামের লক্ষ টাকা রাজস্বের পৈত্রিক জমিদারী, শ্যাম লক্ষের উপর বিংশতি মুদ্রা অধিক ডাকিয়া লইল। জমিদারগণ পৈত্রিক জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়া, অত্যাচারী রেজাখাঁর আশীর্ব্বাদ করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।* এইরূপ স্থলে

* "The actual collection was managed by the farming system according to which tenders were invited for each Purganah * * * A settlement for five years (1772-1777) was concluded with the highest bidder, whether they were previous Zeminders or not".

W. W. Hunter's A dessertation on landed property &.

পূর্ব্ব মালিক রাজস্ব হইতে কিছু কিছু খোরাকী পাইতেন মাত্র। *

এইরূপ ডাক বিলিকে "ইজারা বিলি" বলা যাইত। এইরূপ বন্দোবস্তে সরকারী খাতায় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু কিস্তির সময়ে উশুল সেরূপ হইল না।

ইজারাদারগণ মহালে প্রবেশ করিয়াই জমিদারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দিতে লাগিলেন। কেহ প্রজার উপর পীড়ন করিলেন; প্রজা জমিদারের ইঙ্গিতে বাড়ী ঘর ত্যাগ করিল। ভূমি পতিত পড়িল। সুতরাং খাজনা বন্ধ হইল। ইজারাদারও কিস্তিবন্দিমতে দেয় পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে দুই বৎসর চলিল।

ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এতৎপ্রদেশের জন্য ঢাকায় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার অধীনে স্থানে স্থানে নায়েব নিযুক্ত হয়। নায়েব ইজারাদার হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই নায়েবদিগের উপর দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। মন্ত্রীসভার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা থাকে। ময়মনসিংহের রাজস্ব বিভাগ এই মন্ত্রীসভার অধীন ছিল। জমিদারগণ পরগণার বিচার শাসন করিতেন।

জমিদারদিগের সনন্দ।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস জমিদারদিগকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।

* "When Zeminders were thus ousted a subsistance allowance was granted to them out of the Revenue."
W. W. Hunter's A dessertation on landed property &c.

নিম্নে নমুনাস্বরূপ একখানা সনন্দের অনুলিপি উদ্ধৃত করা গেল।

মোহর

Sd. WARREN HASTINGS.

N. B. Sanad to Ratan Mala and Narayani the widows of Krishna Kishore granting to them the right of the 8 Ans. d.vision of Mominsing and Jafarsahi formerly employed by (Illigible) ..Registered by order of Hon ble the Resident and council of Revenue at Fort William. The 12th. July, 1774.

"পরগণে ময়মনসিংহের ॥৹ আনা হিস্যার অর্দ্ধেক ।৹ আনা হিস্যাতে চৌধুরাই পদে নিযুক্ত হইলেক। জাহাঙ্গীর নগরের মোতালক বৈকুণ্ঠতুল্য বাঙ্গালাদেশের পরগণে ময়মনসিংহ ও জফরসাহি সরকার বাজুহার ও গয়রহ চাকলে ঘোড়াঘাটের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কার্য্য নির্ব্বাহের দেওয়ান, মুন্সী ও চৌধুরীয়ান, কাননগুয়ান ও প্রজাগণ জিরাতিয়ান মোজাক

অর্থাৎ খাজনা বেশী করার ক্ষমতাপ্রাপ্তগণ অবগত হও যে কৌন্সিলের আদেশ হইয়াছে যে উপরোক্ত পরগণা জাতের ॥০ আনী হিস্যার অর্দ্ধেক ।০ আনী হিস্যা কৃষ্ণকিশোর রায়ের দখলে যে ছিল তাহাতে তৎস্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা (২) নারায়ণী হকদার সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার সনদ উল্লিখিত রত্নমালা ও নারায়ণীকে দেওয়া যায় অর্থাৎ তাহারাই হকদার হইলেক আর উল্লিখিত পরগণাজাতের ॥০ আনা হিস্যার অর্দ্ধ ।০ আনা হিস্যাতে কৃষ্ণকিশোর রায়ের চৌধুরাই পদের স্থলে রত্নমালা ও নারায়ণী নিযুক্ত হইলেক। আর উল্লিখিত পদের কার্য্য খুব মনোযোগের সহিত দস্তুর মতে শাসন সমরক্ষণ করে যাহাতে কোন এক বিষয়েরও ক্রটি না হয়, সরকারি খাজনা সময় মতে উশুল তহশীল করিতে থাকে আর প্রজা ইত্যাদির প্রতি সৎ বিচার কর, আর খাজনা ও জিরাতি বেশী হওয়ার চেষ্টা করিবা আর আপন জায়গাতে চোর এবং ডাকাইতকে স্থান দিবা না আর রাস্তাঘাটের বিশেষরূপ খবরদারি করিবা যাহাতে পথিকগণ খাতির জমার সহিত আইসা যাওয়া করিতে পারে। আর যদি কেহর মাল চুরি যায় তবে চোর ডাকাতকে মালসহ গ্রেপ্তার করিয়া মালিককে মাল দেওয়াইয়া ঐ চোর ডাকাতদিগকে সাজা দিবা। যদি গ্রেপ্তার করিতে না পার, তবে কেন পারিলা না তাহার কারণ দর্শাইবা আর প্রত্যেক বৎসরের কাগজাত সরকারি দপ্তরখানায় দাখিল করিবা। আর বাজে অর্থাৎ সাধারণ লোক হইতে কোন রকমের জমা লইবা না। উপরোক্ত হুকুম সমস্তের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ থাকিবা। ইংরেজী সন ১৭৭৪।১২ই জুলাই, বাঙ্গলা সন ১১৮১।৩১শে আষাঢ়।

জাহাঙ্গীর নগরের মোতালক বৈকুণ্ঠ তুল্য বাঙ্গলা দেশের ও জফরসাহির সরকার বাজুহায় ওগয়রহ চাকশে ঘোড়াঘাটের মৃত কৃষ্ণকিশোরের হিস্যাতে উক্ত কৃষ্ণকিশোরের স্ত্রীদ্বয় (১) রত্নমালা ও (২) নারায়ণী কৌন্সিল হইতে মকরার হইলেন।

কিস্‌মত পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায়।

কিস্‌মত পরগণে জফরসাহি সরকার চাকলা ঘোড়াঘাট।"

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইজারা ম্যাদ উত্তীর্ণ হইলে সকাউন্সীল গবর্ণর জেনারেলের অনুমতিক্রমে পুনরায় পরগণা ও মহালগুলি এক বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত হয়। এইরূপ বাৎসরিক ম্যাদি বন্দোবস্ত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

রেনেলের মানচিত্র।

এই সময় কোম্পানীর পক্ষে রেনেল সাহেব বাঙ্গালার ভূমি জরিপ করিয়া দেশের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রেনেলের মানচিত্র প্রকাশিত হয়। রেনেলের মানচিত্রে বহু প্রাচীনতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই মানচিত্র বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বহু যত্নে একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল।

বোর্ড অব রেভিনিউ।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী কলিকাতাতে রাজস্ব আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত উদ্ভাবিত হয়। ৫ জন সভ্য লইয়া গবর্ণর জেনারেলের নিম্নে বোর্ড অব রেভিনিউ নামক সভার সৃষ্টি হয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রি সভার প্রেসিডেণ্টদিগকে প্রাদেশিক কমিশনারের পদে স্থাপন করা হয় ও প্রদেশে প্রদেশে কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। এই কালেক্টরগণ কোথাও Resident কোথাও Chief এবং কোথাও বা Collector বাচ্যে

অভিহিত হইতেন। এই সময় বিচার কার্য্যের জন্য স্থানে স্থানে জজের পদেরও সৃষ্টি হয়।

ঢাকার চিফ।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডে (Dey) ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও মিঃ ডানকেনসন (Duncanson) জজ নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইঁহারাই ঢাকার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও জজ। তৎকালে ঢাকা কলেক্টর চিফ নামে (Chief of Dacca) অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহের রাজস্ব বিভাগ তখন প্রধানতঃ ঢাকার চিফের অধীন ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের কোন কোন স্থান যথাক্রমে শ্রীহট্ট ও সেলবরসের অধীন ছিল। বগুড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থান সেলবরসের অধীন ছিল।

এই সময় বাঙ্গালার ভীষণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ময়মনসিংহ জেলায় বিস্তৃত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

সন্ন্যাসীবিদ্রোহ—"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর," সন্ন্যাসীসম্প্রদায়, নিম্ন বঙ্গে সন্ন্যাসী, ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহে সন্ন্যাসী, হেনরী লজ, সাহামজয়দ, ইংরেজ-সন্ন্যাসী যুদ্ধ, জামালপুরে সেনা-নিবাস, জয়সিংগীর ও ভূপালগীর, ভূপালের সন্ন্যাস ও জয়সিংহের দণ্ড, সন্ন্যাসীগণের বর্ত্তমান বাসস্থান ও বংশধরগণ।

সন্ন্যাসীবিদ্রোহ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

বাঙ্গালার যখন বড় দুর্দ্দিন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" যখন বাঙ্গালার শস্যশ্যামলক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল; বাঙ্গালার চঞ্চল সিংহাসনে বসিয়া যখন নাম মাত্র "নবাব গুলি খায় আর ঘুমায়, ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্ লেখে, বাঙ্গালী কান্দে আর উৎসন্ন যায়" সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে উত্তর বঙ্গে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ প্রধূমিত হয়। বাঙ্গালার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসন-আরম্ভ কালের একটী ভীষণ বিপ্লব।

সন্ন্যাসীসম্প্রদায়।

সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, এবং তাহাদিগকে স্ত্রী পুত্র পরিবারও প্রতিপালন করিতে হইত না। তাহারা এক অভিনব ধর্ম্মমত প্রচারের ছলনায় দস্যুতা করিত। দেখিতে দেখিতে দেশের নিরন্ন ভিক্ষুক দলে দলে এই সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। দেশে অত্যা-

চারের খরস্রোত প্রবাহিত হইল। উহারা কেবল দস্যুতা দ্বারা ধন রত্ন ও শস্য লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না; নরহত্যা, গৃহদাহ এবং মনুষ্য চুরিও উহাদিগের ব্যবসায় ছিল। অসহায় অবস্থায় বলবান বালক বা যুবক দেখিলেই তাহারা কলে কৌশলে ধরিয়া লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিত। * এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহাদের দল বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত বঙ্গে ছাইয়া পড়িল।

নিম্নবঙ্গে সন্ন্যাসী।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র সন্ন্যাসী নিম্নবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও গৃহাদি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারপরায়ণ হন। Captain Thomson সৈন্য সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী দমনে অগ্রসর হন, সন্ন্যাসীরা কাপ্তেনকে হত্যা করিয়া ইংরেজ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে ও বিজয় গৌরবে উল্লাসিত হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তুলে। † ১৭৭৩ সনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস পুনরায় আর একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। পরবর্ত্তী সেনাপতিও সন্ন্যাসী-হস্তে নিহত হয়। ‡ ওয়ারেণ হেষ্টিংস চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; সন্ন্যাসীরা অবসর ও উৎসাহ পাইয়া কোম্পানীর চালানী রাজস্ব পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীদিগের ভীষণ বিপ্লবে, প্রজার করুণ আর্ত্তনাদে, রাজকোষের অর্থের অনটনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভীত হইয়া

---

* Hastings' latter to Joseas Du Pre—9th. March 1773.

† Annals of Rural-Bengal by W. W. Hunter.

‡ Warren Hastings' letter, Dated 31. 3. 1773.

পড়িলেন। হেষ্টিংস তিন দিক হইতে তিন দল সৈন্য সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। Captain Edward, Captain Stewart, Captain Jones উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে সন্ন্যাসী দলনে অগ্রসর হইলেন।

এই সময় এই ভীষণ বিপ্লব ময়মনসিংহ জেলার অস্থি, মজ্জা শোষণ করিতে অগ্রসর হয়। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় এতৎপ্রদেশে আসিয়া মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে ও সন্ন্যাসীগঞ্জে * আড্ডা স্থাপন করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে।

ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিতেছে শুনিয়া হেষ্টিংস একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন † কিন্তু যখন শুনিলেন, তাহারা এই সুবিশাল নদ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ

* সন্ন্যাসীগঞ্জ—বর্ত্তমান জামালপুর টাউনের নিকট "পলটন" বলিয়া যে স্থান পরিচিত সেই স্থানে সন্ন্যাসীরা আসিয়া প্রথম আড্ডা স্থাপন করে এবং তাহাদের নামানুসারে সেই স্থানকে সন্ন্যাসীগঞ্জ নামে অভিহিত করে। সন্ন্যাসীগঞ্জের নাম বর্ত্তমান সময়ে লোপ পাইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে ও রেনেল সাহেবকৃত মানচিত্রে এই সন্ন্যাসীগঞ্জের নাম দৃষ্ট হয়।

† Sir George Colebrooke নিকট Hastings এর লিখিত ১৭৭৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের চিঠিতে Warren Hastings এর মনের ভাব কতকটা প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠির সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"In my last I mentioned that we had every reason to suppose Sennassie Fakeers had entirely evacuated the Company's possession. Such were the advice I then received and their usual progress made this highly probable. But it seems they were either disappointed in crossing the Brahmaputra river &."

হইয়াছে, তখন তিনি বিপুল বিক্রম ও উৎসাহের সহিত তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিলেন। অভিযানের অভিনব ঘটা বুঝিয়া সন্ন্যাসীরা কিছু দিন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিল। হেষ্টিংস নিশ্চিন্ত হইলেন। কিছু দিন পর সন্ন্যাসীরা পুনরায় উপস্থিত হইল। হেষ্টিংসও যথাযোগ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বহুদিন চেষ্টা করিয়াও ওয়ারেণ হেষ্টিংস সন্ন্যাসী দমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাঁহার শাসনকাল সন্ন্যাসী বিপ্লবের ভীষণ অরাজকতায় কলঙ্কিত রহিল।

ময়মনসিংহে ও আলাপসিংহে সন্ন্যাসী।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসীরদল আলাপসিংহ ও জফরসাহি পরগণায় প্রবেশ করিয়া জমিদার ও প্রজার অর্জ্জিত শস্য, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া লইয়া গেল। জমিদারগণ অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী রেভিনিউ বোর্ড সমীপে প্রতিকার প্রার্থী হন। * ১৪ই ফেব্রুয়ারী রেবিনিউ বোর্ড হইতে ঢাকার চিফের (Chief of Dacca) উপর সৈন্য প্রেরণ করিয়া ও সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদত্ত হয়। † ঢাকার Chief জফরসাহি অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ বিপন্ন হইয়া ঢাকা প্রস্থান করে। সন্ন্যাসীদিগের উলঙ্গ অত্যাচার খরস্রোতে প্রবাহিত হইতে

* Bengal Mss. Records No. 4 of 30. 1. 1782.
১৭৮২ সনের পূর্ব্বের এ জেলা সম্বন্ধীয় কোন কাগজ পত্র রেভিনিউ বোর্ডে নাই। জেলা-কালেক্টরীতেও নাই। সুতরাং সন্ন্যাসীর দল ইহারও পূর্ব্ব হইতে এ অঞ্চলে অত্যাচার করিতেছিল কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না।

† Mss. Records No. 50 of 14. 2. 85.

থাকে। মার্চ্চ মাসে সন্ন্যাসীরা মালঞ্চার কাছারী লুণ্ঠন করে। জমিদারগণ পলায়ন করিয়া বাসাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জুন মাসে পরগণার ইজারাদার রামজীমাল পুনরায় রেভিনিউ বোর্ডে এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। * রেভিনিউ বোর্ড রামজীমালের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া বেলুহার (বর্ত্তমান ভুলুয়া) রেসিডেণ্টকে এতৎ-প্রদেশে আসিয়া নূতন জেলা স্থাপন করিতে আদেশ করেন। † সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যে দলে দলে আসিয়া চারিদিক হইতে লুণ্ঠন করিতে থাকে। ৪ঠা জুলাই পুনরায় সেরপুর, জফরসাহি, ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার দমনের জন্য প্রার্থনা করেন। ‡ এইবার রেভিনিউ বোর্ড মিঃ হেন্‌রী লজকে সন্ন্যাসীদমন জন্য ময়মনসিংহে প্রেরণ করেন। §

হেন্‌রি লজ।

মিঃ লজ প্রথমে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ বেগুণবাড়ীর কোম্পানীর কুঠিতে আসিয়া অবস্থান করেন। লজ সাহেব বেগুণবাড়ীতে পঁহুছিয়া সন্ন্যাসী ও জমিদারদিগের প্রতি, উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় জ্ঞাপন জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার করিলেন। ¶ জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট তারিখে বেগুণবাড়ীর কুঠিতে আসিয়া স্ব স্ব অবস্থা ও দুর্দ্দশা জ্ঞাপন

* Petition of Ramji Mal, Mss. No. 146 of 3. 6. 82.
† Mss. Records No. 153 of 3. 6. 82.
‡ Do 177 of 4. 7. 82.
§ Do 190
¶ Do 236 of 3. 10. 82.

করিলেন; সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হইল না। লজ সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিয়া রেভিনিউ বোর্ডে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। *

সাহামজরদ।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসী-দলপতি সাহামজরদ (Shah Madgerud) পুনরায় জফরসাহি পরগণা লুণ্ঠন করিয়া কৃষককুলের সর্ব্বনাশ করিল; লজ সাহেব ভীত হইয়া পড়িলেন ও ঢাকার চীফকে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ঢাকার চীফ রেভিনিউ বোর্ডে লজ সাহেবের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, রেভিনিউ বোর্ড সৈন্য প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াও ঢাকার Chief কে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন। †

ইংরেজ-সন্ন্যাসী যুদ্ধ।

লজ সাহেব ইত্যবসরে তাঁহার অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়াই সাহামজরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সন্ন্যাসীদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। অনেক সন্ন্যাসী হত হইলে, দস্যুদলপতি সাহামজরদ দলবল লইয়া বনমধ্যে লুক্কাইত হইয়া পড়ে। ‡ লজ

* Mss. Records. No. 255.

† Do No. 311 of 13. 1. 83.

রেভিনিউ বোর্ড ঐ চিঠিতে ঢাকার Chief কে লিখিয়াছিলেন—

"direct him (Lodge) to use every means in his power to apprehend them but not to run in any risk by detaching a force that is not fuly adequate to the service."

‡ Bengal Mss. Records No. 317.

সাহেব জয়লাভ করিয়া ভবিষ্যতের গুরুতর আক্রমণ ভয়ে ঢাকায় পুনরায় সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ঢাকার চীফ্ প্রথমে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; তৎপর ৫০ জন সিপাহী প্রেরণ করেন। *

জামালপুরে সেনা-নিবাস।

বর্ত্তমান জামালপুরের নিকটবর্ত্তী সন্ন্যাসীগঞ্জ নামক স্থানে সেনানিবাস (Cantonment) স্থাপিত হয়। ইহাতে সন্ন্যাসীগঞ্জের সন্ন্যাসীদল স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর এপ্রিল মাসে পুনরায় ময়মনসিংহের জমিদারগণ সন্ন্যাসীর অত্যাচারের বিষয় লজ সাহেবের কর্ণগোচর করেন। † লজ নিজ সৈন্য ও জমিদারদিগের লাঠিয়াল লইয়া এক বৃহৎ দল গঠন করিয়া সন্ন্যাসীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এইরূপ নানা উপায়ে সন্ন্যাসীদিগের অত্যাচার দমন করিয়া লজ সাহেব লক্ষ্মীপুর চলিয়া যান। লজ সাহেব চলিয়া গেলে পরও সন্ন্যাসীরা সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে আসিয়া অত্যাচার করিত।

জয়সিং গীর ও ভূপাল গীর।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডানকানসন সাহেব সন্ন্যাসীদমনে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরে যান। তাঁহার চেষ্টায় সাহা মজরদ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। ইহাতে সন্ন্যাসীর দল অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সাহা মজরদ দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে, মধুপুরে জয়সিংগীর সন্ন্যাসী ও সেরপুরে ভূপালগীর সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়। এবং পুনরায় অরাজকতা দেশময় বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে প্রজার করুণ আর্ত্ত-

* Mss. Records 367 March. 10th & 24th.

† Do 396 of 31 7.84.

নাদে ও ভূম্যধিকারিগণের কাতর প্রর্থনায় রেভিনিউ বোর্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। রেভিনিউ বোর্ড ইতঃপূর্ব্বে বেলুহার কালেক্টরকে এই অঞ্চলে আসিয়া নূতন জেলা স্থাপন করিতে অনুমতি করিয়া, সে অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন; এইবার রেভিনিউ বোর্ড সে পূর্ব্বাদেশের শেষ মীমাংসা করিলেন— ময়মনসিংহে নূতন জেলা স্থাপিত হইবার আদেশ হইল। দেশ অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বেলুহার কালেক্টর মিঃ রটন আসিয়া ময়মনসিংহ জেলার ভার গ্রহণ করিলেন।

ভূপালের সন্ন্যাস ও জয়সিংহের দণ্ড।

এদিকে নূতন জেলা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ভূপালগীর সেরপুরের জমিদারদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অভিনব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্কাম সন্ন্যাসধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িল। জয়সিংগীরের দল তখনও মধুপুরে প্রবল থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংগীরের বিরুদ্ধে জেলা কালেক্টর রিয়ার্ড সাহেব সৈন্য প্রেরণ করেন। * জয়সিং ধৃত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হয়। জয়সিংহের সঙ্গে সঙ্গে এ জেলা হইতে সন্ন্যাসীর অত্যাচার একবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

* "The detachment I sent on the 24th. ultimo to apprehend Joysing Gyr the Sannase's Sarder has been successful" Mymensingh Collector's letter to Governor General in council dated 1. 12. 1791.

এই সন্ন্যাসীর বংশধরেরা অদ্যাপি মধুপুরের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে। তাঁহাদের প্রাচীন আড্ডার ভগ্নাবশেষ এখনও মধুপুরের বনভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া অনেক জমিদার ইহাদিগকে বহু নাখেরাজ তালুক প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে এখন ও অনেক তালুক সন্ন্যাসীদিগের বর্ত্তমান বংশধরেরা ভোগ করিতেছে। মধুপুরের সন্ন্যাসীরা গীর-সন্ন্যাসী নামে পরিচিত।

সন্ন্যাসিগণের বর্ত্তমান বাসস্থান ও বংশধরগণ।

—— o-

নবম অধ্যায়।

জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত—লজ সাহেব, কালেক্টর মিঃ রটন ও নূতন জেলা স্থাপন, জেলার ভূমি বন্দোবস্ত, বন্দোবস্তের ও মহাল সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অন্যান্য মহাল।

জেলা স্থাপন ও বন্দোবস্ত।

লজ সাহেব।

লজ সাহেব এতৎপ্রদেশে আসিয়া কেবল সন্ন্যাসী দমনেই নিযুক্ত ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ও করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারদিগকে কয়েদ রাখিয়াও খাজানাদি আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেভিনিউ বোর্ড কয়েদ রাখিতে নিষেধ করায় তিনি জমিদারদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাননগুর কার্য্যালয় পুনঃ স্থাপনের অনুমতি হইলে স্থানে স্থানে কাননগুর আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাপসিংহ ও সেরপুরের জমিদারদিগের বিবাদ লইয়া রেভিনিউ বোর্ডকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

কালেক্টর মিঃ রটন ও নূতন জেলা স্থাপন।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সন্ন্যাসীর উপদ্রব সূচিত হইলে রেভিনিউ বোর্ড অনন্যোপায় হইয়া ১৭৮৭ সনে জেলা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এবং সেই সনের ১০ই এপ্রিল বেলুহার কালেক্টরকে ময়মনসিংহে আসিয়া নূতন জেলার ভার গ্রহণ করিতে অনুমতি করেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বেলুহার

কালেক্টর মিঃ ডবলিউ. রটন এ জেলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তৎকালে এই জেলার কতকাংশ ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল ও অবশিষ্ট অংশ মিঃ ডাউসন, লজ ও চাম্পিয়ণের অধীনে শাসিত হইত। * মেঃ রটন তাঁহাদের নিকট হইতে কাগজ পত্র গ্রহণ করিয়া নূতন জেলা স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়। রাজচন্দ্র রায় নামক কোন ব্যক্তি কালেক্টরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। মেঃ রটনের সাময়িক সাহায্য জন্য মিঃ ওয়াণ্টেয়ার মেগুয়ার ও মিঃ প্লাইডেন নামক দুই জন সহকারী কর্ম্মচারীও প্রেরিত হন। সহকারীদিগের কার্য্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হয়।

জেলার ভূমি-বন্দোবস্ত।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের চিঠি দ্বারা রেভিনিউ বোর্ড রটন সাহেবকে এই জেলার ভূমি-বন্দোবস্তের ভার প্রদান করেন। রটন সাহেব উপর্য্যুক্ত আদেশ অনুসারে জেলার বন্দোবস্ত করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, অতি অল্প পরিবর্ত্তনের সহিত

* Dowson, Lodge এবং Champeon তৎকালে কোথায় থাকিয়া এই জেলার কোন্ অংশ শাসন করিতেন নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করা গেল না। বোর্ডের (১০ই এপ্রিল ১৭৮৭) চিঠিতে বেলুহার কালেক্টরকে লিখিত হইয়াছে, "We have written Messrs Dey, Dowson, Lodge and Champeon to deliver over to you such of the annexed mahals as were under their superintendence." Dey ঢাকার কালেক্টর ছিলেন, এবং Lodge লক্ষ্মীপুরে ছিলেন ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে। অপর দুই জন বোধ হয় সেলবরস (বর্ত্তমান বগুড়া) ও অন্য কোন পার্শ্ববর্ত্তী জেলার কালেক্টর, চিফ বা রেসিডেন্ট ছিলেন। জেলা স্থাপনের পূর্ব্বে আটীয়া কাগমারী ও বড়বাজু পরগণারঅংশ সেলবরসের কালেক্টরের অধীন ছিল।

তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার বন্দোবস্ত রিপোর্ট পাঠ করিলে দেশের তৎকালীন অবস্থা ও ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বন্দোবস্তের ও মহালসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রটন সাহেবের ভূমি বন্দোবস্তের বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১১৭৪ বঙ্গাব্দে সাইকস্ (Mr. Sykes.) সাহেব এই জেলার বন্দোবস্ত করেন। ইহার পর বিশ বৎসর মধ্যে রেজাখাঁ, মিডল্টন, ঢাকার কমিটী অব সার্কিট, রাউস, সেক্সপিয়ার প্রভৃতিও সময় সময় এই জেলার ভূমি-বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। রটন সাহেবের বন্দোবস্ত রিপোর্টে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বন্দোবস্ত ১১৯৫ সনের বন্দোবস্ত বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী এই রিপোর্ট প্রদত্ত হয়। এই বিস্তৃত রিপোর্ট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

১। মমিনসিং—হিস্যা চারি আনা, সদর জমা ২৯৩৫১৲। এই হিস্যা পরগণা জফরসাহিসহ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচান্দের নামে লিখিত আছে। ইহার বর্ত্তমান মালীক হরনাথের দুই বিধবা পত্নী। তাঁহারা ৺কাশীধামে বাস করেন। শ্যামচান্দ ও রুদ্রচান্দ এই দুই জন এই অংশের ইজারাদার। বর্ত্তমানে ইঁহারাই সম্পত্তির পরিচালন ও শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। এই মহালের রাজস্ব কাসীমআলী খাঁর সময়ে ২৬৮৫৯৲ টাকা ছিল, তৎপর বিভিন্ন সময়ে বৃদ্ধি হয়। ১১৭৯ সনে জমা বৃদ্ধি হইলে মালীকগণ বৃদ্ধি হারে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায়, মহাল ভিকন ঠাকুরের নিকট, তাহার পুত্রের নামে পাঁচ বৎসর ম্যাদে ইজারা প্রদত্ত হয়। পাঁচ বৎসর পরে মালীকগণ নির্দ্ধারিত হারে

রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে দেওয়া যায়। তাঁহারা ১১৮৭ সনে মেঃ সেক্সপিয়ারের নিকট হইতে ৪০৯৯৲ টাকা রাজস্ব কমাইয়া লন। পর বৎসর পুনরায় মেঃ জনসোর রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে, ভূমির উৎপাদিকাশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মেঃ জনসোরের নির্দ্ধারিত রাজস্বই স্থির রহিল।

শ্যামচান্দ রুদ্রচান্দ ঋণগ্রস্ত। রাজস্ব গ্রহণের পক্ষে বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে পরিশেষে গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হইবে।

২। মমিনসিং—হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ২৯৩৫০৲। এই মহাল ১১৮৪ সন হইতে রতনমালা ও নারায়ণী (দেব্যা)র নামে লিখা যায়। ইঁহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কিশোর রায়ের পত্নী। কিশোর নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয় মহাল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে রতনমালার মৃত্যু হইলে, নারায়ণী সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান বিবাদের সৃষ্টি। বিধবার সম্মতি ক্রমে এই মহালের সরকারী রাজস্বের জন্য শ্যামচান্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই তরফের মফঃস্বলের প্রধান কর্ম্মচারী উদয়নারায়ণ ঘোষ ও সদানন্দ রায়। মহালের রাজস্ব ও পূর্ব্বোক্ত চারি আনীর ন্যায় সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। উভয় অংশই সমপরিমাণে ঋণগ্রস্ত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও উভয়েরই অনুরূপ। সুতরাং মিঃ সোরের নির্দ্ধারিত রাজস্বই স্থির রহিল।

৩। মমিনসিং—হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ২৯৩৫০৲। এই অংশের মালীক যুগল রায়। ইনি মৃত কৃষ্ণগোপাল রায়ের

দত্তক পুত্র। পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয়ের ন্যায় এই মহালের খাজানাও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। মিঃ সোরের নির্দ্ধারিত রাজস্বই স্থির রহিল। যুগল রায় নিজেই নিজ হিস্যার সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সুনিয়মে খাজানা প্রদান প্রভৃতি কর্ত্তব্য নিপুণতার জন্য শ্যামচান্দ ও রুদ্রচান্দ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে সুযোগ প্রাপ্ত হন না। ইঁহাদিগের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সর্ব্বদা চলিতেছে। এমন কি রেভিনিউ বোর্ডও ইঁহাদিগের নালিশ শুনিয়া শুনিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। রতনমালার মৃত্যুর পর নারায়ণীর সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণই এই কলহের কারণ।

৪। মমিনসিং—হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ২১৩৫১৲। এই অংশ শ্রীকৃষ্ণের ২য় পুত্র গঙ্গানারায়ণের দত্তক পুত্র হরনাথের। হরনাথই এই পারিবারিক বিবাদের প্রধান কারণ। ইনি প্রথমে শ্যামচান্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে যেরূপ রতনমালা ও নারায়ণীর অংশের সহিত যুগল রায়ের অংশ একত্র শাসিত হইত, সেইরূপ হরনাথ এবং শ্যামচান্দের অংশও একত্র পরিচালিত হইতেছিল। সময়ে উভয় পক্ষই পরস্পরের উপর অসন্তুষ্ট হয়। হরনাথের অপ্রাপ্ত বয়ক্রম হেতু সুবিধা পাইয়া এবং বিহিত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সহিত দত্তক গৃহীত হয় নাই, এই চলিত অপবাদ মূলে প্রলুব্ধ হইয়া, শ্যামচান্দ শিশু হরনাথকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলেন। অপর পক্ষে যুগল রায়ও এই সময়ে রতনমালা ও নারায়ণীর মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিলেন। বিধবাদ্বয় শ্যামচান্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন ও তাঁহাদের স্ব স্ব হিস্যা পৃথক করিয়া নেন। হরনাথও যুগল রায়ের

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজ সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। মহালের পূর্ব্বজমা স্থির রহিল।

৫। আলেপসিং—হিস্যা আট আনা, রাজস্ব ৩৫০০০৲ টাকা। এই মহাল শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্যের রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত হইতেছে। এই আট আনা হিস্যার অর্দ্ধেক চারি আনা উভয়ের নিজ ও অপর চারি আনা কৃষ্ণকান্তের বিধবা পত্নী গঙ্গা দেব্যার। এই জমিদারী বিষণরাম আচার্য্যের নামে লিখিত ছিল। মিঃ ডানকাণের ডিক্রীক্রমে গঙ্গা দেব্যার নাম তাহাতে ভুক্ত হয়। কামটী অব সার্কুট পাঁচ বৎসরের জন্য এই মহালের ৪০৬১২৶১ গণ্ডা বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করেন। ১১৮৪ সনে ও তৎপরবর্ত্তী দুই বৎসরে রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৩০৬০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর পরবৎসর ৪৪০০৲ বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে তাহাই স্থির রহিল।

৬। আলেপসিং—হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ১৭১০০৲ টাকা। এই হিস্যার মালীক রুদ্ররাম আচার্য্য ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, রুদ্ররাম মহালের শাসন সংরক্ষণ করেন। কাসেমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ১১৩৪০॥৶৫॥ কড়া ছিল। রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন বৃদ্ধি করিয়া ১৮৩৯১॥/১১ গণ্ডা ধার্য্য করেন। কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া, ২০১২৫॥/০ করেন। এই জমা পাঁচ বৎসর স্থির থাকে। ১১৮৪ সনে মিঃ রাউস এই জমা হ্রাস করেন। মিঃ সেক্সপিয়ার ইহা অপেক্ষাও হ্রাস করেন, অতঃপর মিঃ হলেণ্ডের সময় আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১৪৭০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর এর উপর ২৪০০৲ টাকা বৃদ্ধি করেন। এই জমাই স্থির

রহিল। বন্য হস্তীর অত্যাচার ও সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা বহুতর ক্ষতি হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর এইরূপ রাজস্ব হ্রাস করা হইয়াছিল।

৭। আলেপসিং—হিস্যা চারি আনা, রাজস্ব ১৭৫০০৲টাকা। এই অংশের মালীক রঘুনন্দন। অপর ৷৷৹ আনা হইতে এই অংশ ৩।৪ বৎসর যাবৎ পৃথক করা হইয়াছে। রঘুনন্দন উপযুক্ত লোক; রীতিমত খাজানা চালাইতেছেন। শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ইঁহার পৈত্রিক অনেক বিষয় হস্তগত করায় অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন। এই অংশের খাজানা মহম্মদ রেজা খাঁর সময়ে নিজ নজরানা ৭৯৭।৶১ গণ্ডা ব্যতীত ১৫৮৫২৶৬৷৷ কড়া ছিল। মিঃ মিডল্টন বৃদ্ধি করিয়া ১৮৩৯৮৷৷৫ গণ্ডা করেন, কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ২০৩০৬/৪ গণ্ডা ধার্য্যে এই অংশ শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর আচার্য্যের সহিত ৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত হিস্যাগুলির জমা হ্রাসের কারণ অনুসারে ৫০০৬/৪ গণ্ডা জমা হ্রাস হইয়া ১৫৩০০৲টাকা ধার্য্য হয়। অতঃপর মিঃ সোর ২২০০৲টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। বর্ত্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

৮। সুসঙ্গ—হিস্যা ৷৷৶৹ আনা, রাজস্ব ২৬০৪৬৲টাকা। রাজা রাজসিংহ এই জমিদারীর মালীক। এই জমিদারী বহু বিস্তৃত হইলেও অধিকাংশই পর্ব্বত ও জঙ্গলময়, বহু অর্থব্যয়েও আবাদের অযোগ্য। কোচ, গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি, মহালের প্রজা। ইহারা সময় সময় জমিদারের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটায়। রাজসিংহকে এই সকল বিদ্রোহ দমন

করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি একটা হাটের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বৎসরে ৭।৮ দিন ইহারা ঐ হাটে আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী জিনিষ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। পার্ব্বত্য প্রজারা, কার্পাস, হস্তীদন্ত, হরিণ, কস্তূরী প্রভৃতি বিনিময়ার্থ লইয়া আসে ও তৎবিনিময়ে কুকুর, বিড়াল, সরাপ ও লবণ প্রভৃতি লইয়া যায়। রাজা এই বাজারে যে মাশুল প্রাপ্ত হন, তাহা দ্বারাই জমিদারীর সরকারী রাজস্ব আদায় হইতে পারে। সুসঙ্গ জমিদারীর খাজানাদ্বারা রাজস্ব চালান সম্ভবপর নহে। সুসঙ্গের যে জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ তাহা আবাদ হইলে তাহা হইতে এক লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আয় হইত। যাহাই হউক রাজসিংহের ন্যায় একজন কর্ম্মঠ, সৎসাহসী ও বিচক্ষণ বহুদর্শী লোকের হস্তে মহালের প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কাসেমআলী খাঁ এই হিস্যার রাজস্ব ২৮৭০৩৵১২ গণ্ডা ধার্য্য করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ জমা হ্রাস করিয়া ১৭৮০০৲ টাকা ও নিজ নজরানা ১২৮০৲ টাকা, মোট ১৯০০০৲ টাকা ধার্য্য করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন এবং তাহার পর কমিটী অব সার্কুট ক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ২৩৩৩৪৶ আনা ধার্য্য করেন। পুনরায় মিঃ রাউস ১০০০৲ টাকা ও মিঃ সেক্সপিয়র ১৪৮২৲ টাকা কমাইয়া দেন। অতঃপর রাজস্ব ৯৬৭০৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধিহারে জমিদার রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিলে জমিদারী রুকন নন্দী (Rucun nuaddy) নামক কোন ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইজারা প্রদত্ত হয়। ইজারাদার রাজস্ব পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় ১১৮৯ সনে ৪৪৭৬৲ টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া

জমিদারী পূর্ব্ব মালীককে প্রদান করা হয়। তিনি রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে সেই রাজস্বই স্থির রহিল।

৯। সুসঙ্গ—হিস্তা ৵০ আনা, রাজস্ব ২৯৭৭৲। এই অংশ রাজসিংহের পিতামহ তদীয় কন্যাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। ঐ কন্যাকে হররাম সিংহ বিবাহ করেন। তাঁহার পৌত্রগণ বর্ত্তমান মালীক। বিগত বর্ষে বড় পৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা মহাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; মহালের জমা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ মতই রহিল।

১০। কিসমত সুসঙ্গ—রাজস্ব ৩৫৩৲। এই মহাল সুসঙ্গের ৵০ আনা হইতে বহু পূর্ব্বের খারিজ। *ইহার মালীক রামকান্ত সিংহ। কমিটী অব সার্কুট ইহার খাজানা ৩২৫৲ টাকা ধার্য্য করেন। এরপর ক্রমে দুইবার হ্রাস হইয়া রাজস্ব ২৯৭৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১১৮৮ সনে পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান জমা ধার্য্য হয়। বর্ত্তমানে ঐ জমাই স্থির রহিল।

১১। তালুক—লক্ষ্মীবারদি—রাজস্ব ৩০১৲ টাকা। সুসঙ্গের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বনভূমি। পূর্ব্বে ইহা সুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজেদর ও দীনমণি চান্দ (Rajeder Dunamanny Chand) (রাজেন্দ্র ও দীনমণি চন্দ?) এই ভূমি আবাদ করিয়া পৃথক বন্দোবস্ত করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের পাঁচজন উত্তরাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত হইল।

১২। কুড়িখাই—রাজস্ব ১০০০০৲ টাকা। মহম্মদ ঘশি এই মহালের মালীক। কাশীমআলী খাঁর সময়ে ইহার রাজস্ব ৮৯৩২॥৵১৪ গণ্ডা ছিল মহম্মদ রেজা খাঁ ইহার উপর নিজ

নজরানা ৪০২॥৶ আনা নির্দ্দিষ্ট করেন। অতঃপর মিঃ মিডল্টন ২৫৯৮৫ গণ্ডা বৃদ্ধি করিয়া দেন, কমিটী অব সার্কুট আরও বৃদ্ধি করিয়া ১০৭৮৪॥৯ গণ্ডা ধার্য্য করেন। এই জমা পাঁচ বৎসর স্থির থাকে। পাঁচ বৎসর পরে হ্রাস হইয়া ৯৩৩৬৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ গ্রোর পুনরায় ৩৫০০৲ টাকা বৃদ্ধি করেন। এই হারে রাজস্ব প্রদান করিতে মালীক অসমর্থ হইলে ১১৮৯ সনে ২৫০০৲ টাকা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। মহম্মদ বখ্শি উপযুক্ত ও বহুদর্শী ছিলেন, হইলেও ঋণজালে বড়ই জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জল প্লাবনে মহালের ও প্রজাসাধারণের বহু ক্ষতি হওয়ায় বর্ত্তমানে ৩৽৬৲ টাকা রাজস্ব হ্রাস করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল।

১৩। হাজরাদী—হিস্যা ।৶০ আনা, রাজস্ব ১০৬০০৲। মৃত আছালত খাঁর বংশধরগণ এই মহালের মালীক। মালীকগণ ১১৮১ সনে এই মহালের অর্দ্ধ হিস্যা, মির্জ্জা হোসেনউদ্দিন নিকট বিক্রয় করেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অংশ তাঁহারই নিকট নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রেহাণদায়ে আবদ্ধ রাখেন। বিগত তিন বৎসর হইল রেহাণের ম্যাদ অতীত হইয়া যাওয়া সত্বেও চৌধুরিগণ দাবীর টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ না হওয়ায় মহাল রেহাণদার হোসেনউদ্দিনের অধীনেই শাসিত হইতেছে। হোসেন মহাল ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায়ে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওয়ানী আদালত মির্জ্জার পক্ষে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রি দেন। এ দিকে প্রতিপক্ষ চৌধুরিগণও ওয়াশীলাতের দাবীতে অপর এক নালীশ উপস্থিত করেন। অতঃপর ওয়াশীলাতের ঋণ কর্ত্তণ হইলে মহাল মুক্ত

হইবে, এই আদেশ হইয়াছে। বন্য হস্তীর উপদ্রবে মহাল ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাজস্বই স্থির রহিল।

১৪। হাজরাদী—হিস্যা ।৵০ আনা, রাজস্ব ৮৯৫৮৲টাকা। খোদাদাদ্ খাঁ চৌধুরী এই অংশের মালীক। এই পরগণার মালীকদিগের মধ্যে তিনি একজন অতি বিচক্ষণ ও প্রতিভা-বান্ পুরুষ। তিনি ঋণদায়াবদ্ধ মহালের উত্তরাধিকারী হইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় পক্ষে সুব্যবস্থা প্রয়োজন। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ৮৩৫১৵/১৭ গণ্ডা ছিল। কমিটী অব সার্কিট বৃদ্ধি করিয়া ১০৭২২৷৷৮৵ কড়া নির্দ্ধারিত করেন। তৎপর ক্রমে দুইবার হ্রাস হইয়া ৮৯৫৮৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১১৮৮ সনে পুনরায় ১৭৬৪৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। ঐ বৃদ্ধি ১১৯২ সনে পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

১৫। হাজরাদী—হিস্যা ।.′০ আনা, রাজস্ব ৮৯৫৮৲ টাকা। খোদানেওয়াজ এবং নবীনেওয়াজ খাঁর পুত্র অলি আলী এবং নেওয়াজ খাঁ এই মহালের মালীক। ইঁহাদিগের বয়ঃক্রম যথাক্রমে ঊনবিংশ ও সপ্তদশ বর্ষ। নবীনেওয়াজ ১১৭৯ সনে ও খোদানেওয়াজ ১১৮৪ সনে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহাদের জীবিতকালে মহালের শাসন কার্য্য ও রাজস্বাদি সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। খোদানেওয়াজ পীড়িত হইলে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ মহাল পরিচালন করিতেছিলেন। আমলা-দিগের হস্তে থাকিয়াই মহাল ঋণদায়াবদ্ধ হয় ও নানারূপ বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। আমলাদিগের অতিরিক্ত অত্যাচারে অনেক তালুকদার তালুক ছাড়িয়া দেওয়ায় রীতিমত খাজানা

আদায় হয় না ও কোম্পানীর রাজস্ব বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর খোদানেওয়াজ খাঁর মৃত্যুর ১ বৎসর পরে ১১৮৫ সনে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই মহাল রঘুরাম মল্লিকের নিকট রেহাণাবদ্ধ রাখেন। ১১৯০ সন পর্য্যন্ত রঘুরামের রেহাণ দায়ে মহাল আবদ্ধ থাকে। অতঃপর মালীকগণ পুনঃগ্রহণ করেন। তদবধি আমলাগণ কর্ত্তৃকই মহাল শাসিত হইতেছে। রাজস্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্থির রহিল।

১৬। জয়নসাহি—রাজস্ব ১৭৫২৫৲ টাকা। মহম্মদ মনোহর ও নুরহায়দর চৌধুরী এই পরগণার মালীক। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ২৩৪০৭৸৶৭ গণ্ডা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ এই রাজস্ব হইতে ৮২৮৭৸/৭ গণ্ডা হ্রাস করেন মিঃ মিডল্টন পুনরায় অল্প বৃদ্ধি করেন। কমিটী অব সাকুর্ট আরও বৃদ্ধি করিয়া ২০১৫৫।৶১৬ গণ্ডা ধার্য্য করেন। এর পর পুনরায় রাজস্ব হ্রাস হইতে থাকে। প্রথম হ্রাস করেন মিঃ রাউস, তৎপর মিঃ সেক্সপিয়র। সেক্সপিয়র ১৭৫২৫৲ টাকা ধার্য্য করেন। ১১৮৮ সনে পুনরায় ৩০০০৲ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। ও তিন বৎসর বাজে মহাল বলিয়া পরিগণিত থাকে। অতঃপর ১১৯১ ও ১১৯২ সনে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব রাজস্ব ১৭৫২৫৲ টাকা স্থির থাকে। বর্ত্তমানেও তাহাই রহিল।

১৭। তপে লতিবপুর—রাজস্ব ১৫৮০৲ টাকা। পরগণা জয়নসাহির অধীন একটী তপ্পা। এই তপ্পার মালীক মনোহর জমিদার। কমিটী অব সাকুর্ট ইহার রাজস্ব ১৭২৹/১৮ গণ্ডা ধার্য্য করেন। অতঃপর হ্রাস হইয়া ১৬২৭৲ টাকা ধার্য্য হয়। মহালের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে রাজস্ব কিছু হ্রাস করা হইল।

১৮। পরগণা খালিয়াজুরী—রাজস্ব ১৭০০৲ টাকা। রামশঙ্কর চৌধুরী, অনুপনারায়ণ চৌধুরী, মোহনরাম চৌধুরী, জয়প্রসাদ চৌধুরী, মাণিকরাম চৌধুরী, আবুলওয়াল্লা চৌধুরী, মহম্মদ গহুর, মহম্মদ রুসন ও মহম্মদ রঞ্জি এই মহালের মালীক। এই মহাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল। কাসিমআলী খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ৩৫০১৸৶১ গণ্ডা ছিল। অতঃপর অনেক তালুক পৃথক হইয়া যাওয়ায় মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব হ্রাস করিয়া ১০৩৫৶৬ কড়া ধার্য্য করেন। তারপর ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১৭০০৲ টাকা হয়। বর্ত্তমানেও তাহাই স্থির রহিল। এই মহালের ভূমিতে ধান্য অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জলকর ও মৎস্য বিক্রয়ের আয়ই এই মহালের প্রধান আয় এবং তাহা দ্বারাই রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে।

১৯। তালুক দেবদাস মোহন্ত—রাজস্ব ৮৭৮৲ টাকা। এই মহাল বহুদিন হইল খালিয়াজুরী হইতে বিক্রীত ও পৃথক হইয়া গিয়াছে। মিঃ সোর যে রাজস্ব ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই স্থির রহিল। মহাল মজিরাম মোহন্তের পক্ষ হইতে মাখনলালের নিকট ইজারা প্রদত্ত ছিল। মজিরাম জগন্নাথ-ধামে বাস করেন। তিনি দেবদাস মোহন্তের উত্তরাধিকারী। এই মহালের আয় হইতে ৩৬০৲ টাকা দেব-কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার নিয়ম; মাখনলাল তাহা অন্যায়রূপে ব্যবহার করায় পণ্ডিতগণের পাতি লইয়া তাহাকে দূরীভূত করার চেষ্টা হইতেছে।

২০। তপ্পা রণভাওয়াল—	হিস্যা।৶০	রাজস্ব	৪৪৬৩৲ টাকা
ঐ	হিস্যা।৶০	„	৫২৪৯৲ টাকা
ঐ	হিস্যা।০	„	৩১৪২৲ টাকা

এই মহালের প্রথম অংশের মালীক মহম্মদ করিম, দ্বিতীয় অংশের মালীক হুসেনআলী ও তৃতীয় অংশের মালীক মহম্মদ আলী। ইহারা তিন ভ্রাতা, করিম ও হুসেনআলী পিতার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত এবং আলী নিকায়িতা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র। কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ মহাল এই পরগণা হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ায় মালীকগণ মহালের রাজস্ব পরিচালনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা ঢাকার আদি ও উচ্চ বংশের সন্তান। বহু পুরুষ যাবৎ এই পরগণা সম্পূর্ণ ভোগ করিতেছেন। যে সকল মহাল পৃথক হইয়া গিয়াছে ঐ গুলি এই পরগণাভুক্ত করিয়া দিলে, মহম্মদ করিম ও তাহার ভ্রাতাদিগের জীবিকার উপায় হয়। গবর্ণমেণ্টও সহজে রাজস্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন। কাসিম-আলি খাঁর সময়ে এই মহালের রাজস্ব ১১০২৪৸৵১১৸ কড়া ছিল; কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া ১৪৪৪৭৶৯ গণ্ডা করেন। মালীকগণ এই বৃদ্ধি রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, রাজস্ব হ্রাস হইয়া ১২৫৭৯৲ টাকা ধার্য্য হয়। অতঃপর ১১৮৮ সনে ১৭৭৪৲ টাকা বৃদ্ধি হয়। ১১৯২ সনে পুনরায় তাহা হ্রাস হয়। বর্ত্তমানে অল্প বৃদ্ধি হইল।

২১। তালুক মহম্মদ একবাল—রাজস্ব ৮১৯৯৲। বহুকাল পূর্ব্বে এই তালুক রণভাওয়ালের অন্তর্গত ছিল। মহালের বর্ত্তমান মালীক মির্জ্জা আবদুল্লা ও মহম্মদ আলী। বোরানউল্লা নামক গোমস্তা মহালের শাসন সংরক্ষণ করে। কাসিমআলী খাঁর বন্দোবস্তে রাজস্ব ৬৫০৫।৴১১॥ কড়া ধার্য্য হয়। কমিটী অব সার্কুট বৃদ্ধি করিয়া ৮৩২৩৵১॥ কড়া করেন। অতঃপর মিঃ রাউস ও মিঃ সেক্সপিয়র ক্রমে হ্রাস করিয়া ৬৭৬২৲ টাকা নির্দ্ধারিত

করেন। এবং মিঃ সোর ১৪৩৭৲ টাকা বৃদ্ধি করেন, তাহাই বর্ত্তমানে স্থির রহিল।

২২। তালুক মির আবদুল্লা—রাজস্ব ২১৩৮৲ টাকা। পূর্ব্বে এই তালুক মহম্মদ একবালের অন্তর্গত ছিল। পারিবারিক ঝগড়া ও গোলযোগে ১১৯২ সনে এই তালুক পূর্ব্বোক্ত তালুক মহম্মদ একবাল হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। কাসিমআলী খাঁ ইহার রাজস্ব ১৬৯৫॥৶৮ গণ্ডা ধার্য্য করেন, কমিটী অব সার্কিট রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া ২১৬৯॥৶১২॥ কড়া করেন, বর্ত্তমানে তাহাই স্থির রহিল।

২৩। তালুক নুরন্নেছা খানম্—রাজস্ব ১৭৫৯৲ টাকা। পূর্ব্বে এই তালুক রণভাওয়ালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খাজেনেহাল নামক কোন খোজা নুরন্নেছা নাম্নী এক বালিকাকে পালিতাকন্যারূপে গ্রহণ করেন। এই কন্যার নাম অনুসারে এই তালুক পরিচিত। নুরন্নেছা আগারেজার নিকট বিবাহিতা হন। বিবাহের পর হইতে আগারেজা মহাল শাসন করিতে থাকেন এবং মহাল রণভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ১১৯২ সনে তাহার অংশ অল্প জমায় পৃথকবন্দোবস্ত প্রদত্ত হয়। ইহার কিছু দিন পরে নুরন্নেছা কোন উইল না করিয়া পরলোক গমন করিলে পর, পরগণার চৌধুরীরা মহাল হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন। যদি পত্নীর সম্পত্তিতে পতির কোন দাবী না থাকে তবে এই মহাল গবর্ণমেণ্টের "বিলাত মহালরূপে" গ্রহণ করা যাইতে পারে, অথবা পরগণার সামিল করিষা দেওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ পূর্ব্ব রাজস্বই স্থির রহিল।

২৪। তালুক নেওয়াজআলী—রাজস্ব ৫০০০৲ টাকা। এই তালুক বহু পূর্ব্বে রণভাওয়াল হইতে পৃথক করিয়া লওয়া

হইয়াছে। নেওয়াজআলী, মাতা ও পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, মাতা ও পত্নী সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন এবং পত্নীর খুড়া মির্জ্জা মাছুমকে উভয়ে মহালের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহার সময়ে মহাল সুশাসনে পরিচালিত হইয়াছিল। ১৭৮৭ অব্দের মে কি জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকদ্বয় তাঁহাদের আত্মীয় মীর হুসেনের উপর সম্পত্তির শাসনভার প্রদান করেন। এই মহালের অবস্থা অত্যন্ত ভাল থাকা সত্ত্বেও দুইটী অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি তাকাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইল না।

২৫। তালুক মীরমামুদ—রাজস্ব ৫৫০৲ টাকা। এই তালুকও বহু দিন হয় রণভাওয়াল হইতে পৃথক হইয়াছে। মীর সৈয়দআলী ইহার মালীক, মহালের অবস্থা ভাল, রাজস্ব অল্প বৃদ্ধি করা হইল।

২৬। পরগণা সেরপুর দশকাহনীয়া—রাজস্ব ৩৩০০১৲ টাকা। এই মহাল ভীম, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নামে লিখা যায়। ইহারা পৃথক পৃথক অংশের মালীক, ভীম ।৶০ আনা, প্রতাপনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেকে ।১০ আনা করিয়া ॥৴০ আনা। এই পরগণার অংশ লইয়া বহুদিন যাবৎ বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। কাসিমআলী খাঁর সময়ে ইহার রাজস্ব ২৫১৮৬৸৶১৭। কড়া ধার্য্য হয়। মিঃ মিডল্টন এই রাজস্ব বৃদ্ধি করেন, অতঃপর কমিটী অব সার্কুটের হাতে আরও বৃদ্ধি হইয়া ৩৩৯০৪৶৭। কড়া ধার্য্য হয়। বিগত তিন বৎসরে এই মহালে বহু টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে। মিঃ রাউস রাজস্ব ৩০০০৶৭। কড়া হ্রাস করিয়া দেন এবং মিঃ সেক্সপিয়র পুনরায় ২৯০৭৲ টাকা হ্রাস করেন এবং

রাজস্ব ২৮০০১৲ টাকা ধার্য্য হয়। মিঃ সোর পুনরায় এই রাজস্বের উপর ৫০০০৲ টাকা বৃদ্ধি করেন, এই মহালের ভূমি উৎকৃষ্ট, নানা রকমের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্থানও সুবিস্তৃত। ভূমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃদ্ধি রাজস্বই স্থির রাখা গেল।

২৭। পরগণা নসিরুজিয়াল—রাজস্ব ৩৬৯৭০৲ টাকা—

হিঃ ।১০ আনা	রাজস্ব	৯৯৪৯৲	মালীক	দুর্গা ব্রহ্মের ওয়ারিশ।
হিঃ /০ আনা	ঐ	২৪৪৪৲	„	কিশোর চাঁদের ওয়ারিশ।
হিঃ ৵৩৸ গণ্ডা	ঐ	৫২১৭৲	„	মামুদ মানুয়ারের ওয়ারিশ।
হিঃ /৩। গণ্ডা	ঐ	২৮৭৮৲	„	অমরকৃষ্ণের ওয়ারিশ।
হিঃ ৲১১৸ গণ্ডা	ঐ	১৪৩১৲	„	প্রেমনারায়ণের ওয়ারিশ।
হিঃ ৶১১॥ গণ্ডা	ঐ	৮৬৭০৲	„	মহম্মদ মুছাদবের ওয়ারিশ।
হিঃ ৵০ আনা	ঐ	৪৮৯২৲	„	রাম রামের পুত্র শ্যামচাঁদ।
হিঃ /০ আনা	ঐ	২৪৪৯৲	„	শ্যামকিশোর।

কমিটী অব সার্কিট এই মহালের রাজস্ব ৪২২৭৬৸১৸ কড়া ধার্য্য করেন। ইহার পর রাজস্ব হ্রাস হইতে থাকে, ক্রমে তিন বার হ্রাস হইয়া ৩৪৫৭৬৷২ গণ্ডা স্থির হয়। ১১৮৬ সনে মহাল উপর্য্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এবং পর বৎসর হইতে মহাল শাসন সংরক্ষণের ভার মালীকগণ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১১৮৮ সনে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া ৪৩২০৪৶১৸ কড়া হয়। মালীকগণ এই বৃদ্ধিহারে রাজস্ব পরিচালন করিতে অস্বীকৃত হইলে, মহাল রামদুলাল ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদত্ত হয়। ইজারা প্রদানের পর ইজারাদারের সহিত জমিদারের বিবাদ বাধিয়া যায় এবং "খালসা"তে উভয়পক্ষ হইতে নালীশ উপস্থিত হয়।

অতঃপর রামদুলাল ঘোষ ইজারা ত্যাগ করেন এবং মহাল পুনরায় কেবলরায়ের জামিনী-সূত্রে বংশীরাম সিংহকে ইজারা প্রদত্ত হয়। জামিনদার ও ইজারা গ্রহীতা উভয়ে মহাল বন্দোবস্তে অকৃতকার্য্য হইয়া ঢাকার চীফকে তদ্বিবরণ অবগত করান। অতঃপর কমিটী হইতে রাজস্ব হ্রাসের অনুমতি আসিলে ৪২৬৭৷৶ আনা হ্রাস করিয়া মহাল রামজী মালের হস্তে প্রদান করা হয়। রামজী মাল ১১৯১ সনে কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইয়া পর বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ১১৯২ সনে ১নং অংশের ১০০০৲ টাকা রাজস্ব কমাইয়া সমগ্র মহাল থাজেমাইকেলের হস্তে প্রদত্ত হয়। থাজেমাইকেলও মহাল বন্দোবস্তে অকৃতকার্য্য হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট মালীকদিগকে তলব করেন। জমিদারগণ "থালসা"য় উপস্থিত হইয়া, থাজে-মাইকেলের বিরুদ্ধে এক ওয়াশীলাৎ দাখিল করেন। ১১৯৩ সনে জমিদারগণ মির্জ্জা মামুদকে তাঁহাদের "মালজামিন" নিযুক্ত করেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজস্ব রীতিমত আদায় হইয়াছে। রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইল না।

২৮। তালুক আমির খাঁ—রাজস্ব ১৪০০৲ টাকা। কোন বিশেষ অনুগ্রহের উপর ১১৯২ সনে এই ক্ষুদ্র মহালটী পরগণা নসীরুজিয়াল হইতে পৃথক করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বন্দো-বস্তের পর হইতে সীমানা লইয়া বিরোধ চলিতেছে। সনদ প্রদত্ত ভূমি হইতে মালীকেরা মহালের ভূমি নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে। সুতরাং রাজস্ব বর্দ্ধিত করা গেল।

২৯। তপে বরিকান্দি—রাজস্ব ৪২০৫৲ টাকা। এই মহাল আছালত খাঁর নামে লিখা ছিল। বর্ত্তমানে তাহার উত্তরাধি-

কারী আসকর খাঁ ও নইম খাঁ মহাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। নইম খাঁ বোবা। আসকর খাঁই সুতরাং প্রকৃত স্বত্ববান্। ঢাকার কতিপয় প্রধান লোকের কতকগুলি তালুক এই মহালের অন্তর্গত থাকায় কালেক্টরের সাহায্য ব্যতীত আসকর খাঁর এই মহাল হইতে কপর্দ্দক প্রাপ্তিরও আশা নাই। মিঃ সোর জমা বৃদ্ধি করিয়া ৭৭০৫৲ টাকা করিয়াছিলেল। অতঃপর ৫০০৲ টাকা হ্রাস করা হয়, সেই রাজস্বই স্থির রহিল।

৩০। বড়বাজু—হিস্যা ।৶১০ আনা, রাজস্ব ২৯৭০০৲ টাকা। এই মহালের। ।৶০ আনার মালীক সিরাজআলি চৌধুরী ও ৶১০ আনার মালীক হরি ব্রজরাজ।

৩১। বড়বাজু—হিস্যা /১০ আনা রাজস্ব ৩৫২০৲ টাকা। এই অংশের মালীক হরদেবের পুত্র শিবনাথ ও রাধানাথ।

৩২। বড়বাজু—হিস্যা ৵৫ আনা, রাজস্ব ৪০৫০৲ টাকা। এই অংশের মালীক কৃষ্ণদেবের পুত্র কমলরাম ও গোবিন্দের পুত্র গোকুলরাম। গোকুলরামের কোন সন্তান নাই।

৩৩। বড়বাজু—হিস্যা ৵৫ আনা, রাজস্ব ২৯১৩৲ টাকা। এই অংশের মালীক জয়দেবের সাত পুত্র।

৩৪। বড়বাবু—হিস্যা ৵৫ আনা, রাজস্ব ১৪০৯৲ টাকা। এই অংশের মালীক মামুদ সুফার পুত্র মহম্মদ জিয়ান।

৩৫। পরগণা আটিয়া—হিস্যা ।০ আনা, রাজস্ব ১২০১৲ টাকা। এই অংশের মালীক আলেপ খাঁ চৌধুরী।

৩৬। পরগণা আটিয়া—হিস্যা ।০ আনা, রাজস্ব ১২০১৲। এই অংশের মালীক ইমাম্‌বক্স খাঁ।

৩৭। পরগণা আটিয়া—হিস্যা ॥০ আনা, রাজস্ব ২৭৬৩৫৲

টাকা। এই অংশের মালীক আলিয়রখাঁ। আলিয়রখাঁ ফৌজদারী জেলে আবদ্ধ আছেন।

৩৮। তালুক প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ—রাজস্ব ৬৪৲ টাকা। আটিয়ার অধীন একটী ক্ষুদ্র মহাল, ইহার মালীক রাজকিশোর।

৩৯। কাগমারী—হিস্যা ।/০ আনা, রাজস্ব ১৩৪০৬৲ টাকা। এই মহালের মালীক কাশীনাথের বিধবা পত্নী দয়াময়ী চৌধুরাণী।

৪০। কাগমারী—হিস্যা ।৵০ আনা, রাজস্ব ১৬৩৫০৲ টাকা। বিগত আশ্বিনমাসে কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী ও দত্তক পুত্র এই মহাল প্রাপ্ত হন।

৪১। কাগমারী—হিস্যা ।/০ আনা, রাজস্ব ১০২৩৮৲ টাকা। এই মহালের মালীক জগৎ, প্রাণ ও গোপী চৌধুরী এই তিন ভ্রাতা। *

৪২। মৌজা হরিপুর বিজুরা—রাজস্ব ৩৬৮৲ টাকা। এই মহাল ফাস্করালী ও যাদবন্দির নামে লিখিত আছে।

৪৩। মৌজা একরামপুর—রাজস্ব ১২৲ টাকা। এই মহাল সীতারামের উত্তরাধিকারিগণের নামে লিখিত।

৪৪। বড়বাজু—রাজস্ব ৪০৭৪ টাকা। এই মহাল রঘুরামের পুত্র রামকিশোর রায় প্রভৃতির নামে লিখিত হইয়াছে।

* রটন্ সাহেবের বন্দোবস্ত সময়ে ও তৎপূর্ব্বে আটিয়া, কাগমারী ও বড়বাজু ঢাকা ও সেলবরসের (বর্ত্তমান বগুড়ার) অধীন শাসিত হইত। বড়বাজুর জমিদারগণও সেলবরসের অধিবাসী ছিলেন। বর্ত্তমান রিপোর্ট প্রদান করিবার সময় মাত্র এই মহালগুলি এই জেলাভুক্ত করা হইয়াছিল। সেই কারণে এই পরগণাত্রয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস রটন সাহেব প্রদান করিতে পারেন নাই।

এই তিনটী মহাল হুজুরী মহালের সামিলে মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল। সুতরাং পূর্ব্ব ইতিহাস অপরিজ্ঞাত। যে রাজস্ব ধার্য্য আছে তাহা প্রচুর কি অপ্রচুর জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। রাজস্ব আদায় হইতেছে।

৪৫। নাওয়ারা মহাল—* রাজস্ব ২৫৪০৮ টাকা। এই মহালের রাজস্ব সমগ্র প্রদেশের উপর ৭০০০০০ টাকা ধার্য্য ছিল. ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। কমিটী অব সার্কুটের ধৃত রাজস্ব স্থির রহিল।

৪৭। পান মহাল—সর্ব্বসাধারণের আপত্তিতে পানের উপর খাজনা ধৃত হইল না।

উপর্য্যুক্ত মহালগুলি ব্যতীত আরও বহু মহাল লইয়া ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য মহাল।

অন্যান্য যে সকল মহাল লইয়া প্রথম জেলা গঠিত হইয়াছিল বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল মহাল ক্রমে এই জেলা হইতে খারিজ হইয়া তোড়া, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা ও বগুড়া প্রভৃতি জেলাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল মহালের নাম ও রাজস্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(৪৭) বমি—২২০ টাকা। (৪৮) নোয়াবাদ—৭৯০১ টাকা। (৪৯) কাশীপুর—১৭১৬ টাকা। (৫০) পং দাউদনগর—৩৮১ টাকা। (৫১) তপ্পা ফিজাবাদ—৪৬০ টাকা। (৫২) পং গোদা

* নাওয়ারা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "ময়মনসিংহের বিবরণ" ১২১—১২২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হুসেননগর—৩৫০০ টাকা। (৫৩) আরঙ্গপুর—১৩১৪ টাকা। (৫৪) জোয়ার আনন্দপুর—২৬৮ টাকা। (৫৫) পং বালেশ্বেরা—৭১৮৯ টাকা। (৫৬) পং মোড়াকৈর—৫৫৫ টাকা। (৫৭) পং নুরুল্লা হুসেননগর—১০৮৬ টাকা। (৫৮) মৌজা হুসেননগর—১২০ টাকা। (৫৯) তাং রঘুনন্দন—১২৭ টাকা। (৬০) পং পুটিজুরী—১৪১৯ টাকা। (৬১) তাং রাজকৃষ্ণ সেন—নয়াবাদ—৩৪ টাকা। (৬২) মৌজা রিয়াজপুর—১০০ টাকা। (৬৩) পং সতরখণ্ডল—২০০০ টাকা। (৬৪) পং দাউদপুর২৮০০ টাকা। (৬৫) পং সরাইল—২৭৭৩৪ টাকা। (৬৬) পং তরপ—৩১০০০ টাকা। (৬৭) মৌজা উচাইল—২২৮ টাকা। (৬৮) বেলুহা—৯৯৪৬৯ টাকা। (৬৯) জয়নগর—৯১২৮ টাকা। (৭০) গোপাল-পুর মির্জ্জানগর—২৩১২০ টাকা। (৭১) দাদরা আলিয়াবাদ—১২০০০ টাকা। (৭২) বাবুপুর—১৩৮১৮ টাকা। (৭৩) পং

(৬৬) পং তরপ—১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তরপ পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অধীন হয়। বন্দোবস্তের সময় এই পরগণার মালীকগণ অপর মালীক আলীরেজাকে হত্যা করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

(৬৮) বেলুহা—১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বেলুহার কালেক্টরী উঠিয়া গিয়া ময়মনসিংহ জেলায় নূতন জেলাআফিস স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৭৯০ সনের ৬ই জানুয়ারির গবর্ণমেণ্ট আদেশ অনুসারে বেলুহা ময়মনসিংহ জেলা হইতে ত্রিপুরা জেলার প্রভুর্ভুক্ত হয়। ১৮২২ সনে বেলুহায় স্বতন্ত্র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়। ১৮২৭ সনে তথাকার সল্ট এজেণ্ট (Salt Agent) বেলুহার কালেক্টর পদে অভিসিক্ত হইয়া বেলুহাকে পুনরায় পৃথক জেলায় পরিণত করেন। অতপর বেলুহা জেলা নোয়াখালি নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া সদর ষ্টেসন সুধারামে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বেলুহা ভুলুয়া নামে পরিচিত হইতেছে।

Board's dated 11-6-1822 to the Collector of Mymensingh.

(৭১) দাদরা আলিয়াবাদ—সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

চৌদাগাঁও (গঞ্জ)—৪২৪৫ টাকা। (৭৪) কাতুয়া—৪৭০০০ টাকা। (৭৫) অম্বরাবাদ—৫০০০০ টাকা। (৭৬) মেহার—২০৯৫২ টাকা। (৭৭) এব্রাহিমপুর—২৩৩৩ টাকা। (৭৮) তাং আমুদ খাঁ—৫৪০ টাকা। (৭৯) তাং ইন্দ্রনারায়ণ বসু—১৪০২ টাকা। (৮০) বলরামপুর—৯৮ টাকা। (৮১) তাং বানিথানম্—৪০ টাকা। (৮২) মৌজা বালরা—৫৩৩ টাকা। (৮৩) সাগদি—১০৪১৭ টাকা। (৮৪) তাং সেখ মাতাব—৬৬ টাকা। (৮৫) পং শ্যামপুর—৩১০৫ টাকা। (৮৬) তাং রামদেব দত্ত—১০০০ টাকা। (৮৭) তাং রামকান্ত সিংহ—২৭০০ টাকা। (৮৮) পং কির্দ্দি—২০০০ টাকা। (৮৯) তাং গৌরচরণ ও গৌর-কিশোর—৫৮০০ টাকা। (৯০) পং ফরক্কাবাদ—১৪৬৭১ টাকা। (৯১) পুরচান্দি—৭৬৯১ টাকা। (৯২) তাং মধুমুনিরাম—২৮১ টাকা। (৯৩) মুলচাকল—৪০০১ টাকা। (৯৪) কিং মিচাইল—৬৬১ টাকা। (৯৫) তপা নারাইনপুর—৫০০১ টাকা। (৯৬) গুণ-নন্দি—৩২৬৩৪ টাকা। (৯৭) তপা দুর্গাপুর—৫২৭৫ টাকা। (৯৮) পং হামনাবাদ—১৪৯০০ টাকা। (৯৯) সায়েস্তানগর—৩৫৩০ টাকা। (১০০) তাং আবদুল হুসেন নারাইনপুর—৭৫

(৭৪) কাতুয়া—চট্টগ্রাম জেলার ফেণীনদীর তীরপর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাণী চন্দ্রকলা ও পশুরাম, প্রভুরাম ও রামকৃষ্ণের সম্পত্তি।

(৭৫) অম্বরাবাদ—১৭৯১ সনে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৭৬) মেহার—বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। মেহারের কালী-বাড়ী অতি প্রসিদ্ধ স্থান।

(৯৮) পং হামনাবাদ—এই পরগণা ময়মনসিংহের কালেক্টরীর প্রথম দেওয়ান রাজচন্দ্র রায়কে দেওয়া হয়।

টাকা। (১০১) পং সিংহেরগাঁও—১৪৬০০ টাকা। (১০২) তাং মির বাথর—২৫০১ টাকা। (১০৩) তাং মির মাছুম—১৩৫ টাকা। (১০৪) পং মিজুরদি ৫২৬৭ টাকা। (১০৫) দরিবী—৪১৬৪০ টাকা। (১০৬) গোপালনগর—১৭৫৬ টাকা। (১০৭) তাং লাল-মামুদ—৩০০ টাকা। (১০৮) জোয়ার লক্ষ্মণপুর—৩০০১ টাকা। (১০৯) পং সরিচাল—২০০ টাকা। (১১০) মিচাইল—৭৫০১ টাকা। (১১১) তোড়া—২৬৫০০ টাকা। (১১২) পং কাঞ্চন-পুর—৫০০০ টাকা। (১১৩) জগদিয়া—৫৩৭৫ টাকা। (১১৪) পাইটকারা—৮১২৯৯ টাকা। (১১৫) তাং রামগতি বল—২২২ টাকা। (১১৬) তাং গুরুপ্রসাদ—৬২ টাকা। (১১৭) তপ্পা সখি—২৩০০ টাকা। (১১৮) তরফ রুদ্রবরেয়া—৬০৮ টাকা। (১১৯) আরান্দবাউনটি—১০৩০ টাকা। (১২০) মৌজে বদরসিমলা—১৯৮ টাকা। (১২১) মৌজে পরকাই—২৫৩ টাকা। (১২২) মৌজা রসুলপুর—৫৪৬ টাকা। (১২৩) মৌজা ডুবাইল—১০৯৩ টাকা। (১২৪) মৌজা বন্দেপির—৭৯৫ টাকা। (১২৫) দরি-হাতেম—১১৪০ টাকা। (১২৬) তরফ বয়েরাবাড়ী—১১৭ টাকা।

(১০৯) পং সরিচাল—এই পরগণা বলদাখাল ও মেহের এই দুই পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

(১১৩) জগদিয়া—সমুদ্রকূলে অবস্থিত। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী মহাল।

(১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫) এই তালুকগুলি সেলবরসের (বর্ত্তমান বগুড়া) অধীন থাকা অবস্থায় সেলবরসের কালেক্টরের দেওয়ান ইন্দ্রজিৎ সিংহ ক্রয় করেন। এই তালুক দখল উপলক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া পূর্ব্ব মালীক আলীয়ার খাঁ কারারুদ্ধ হন।

(১২৬, ১২৭, ১২৮) এই তিন মহাল বড়বাজু হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক্

(১২৭) তরফ দুর্গাপুর—১৬৩ টাকা। (১২৮) তরফ পাঙ্গাসিয়া—৭১৭ টাকা।

এই জেলাস্থিত পরগণা পুখুরিয়া, পরগণা হুসেনাহি, ও জোয়ার হুসেনপুর তৎকালে এ জেলার কলেক্টরির অধীন ছিল না। এই পরগণাত্রয় নাটোরের রাজাদিগের রাজ্যান্তর্গত ও রাজসাহীর কালেক্টরী ভুক্ত ছিল।

জেলা সৃষ্টির সময় দক্ষিণ সাহাবাজপুর, এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বন্দোবস্তের পূর্ব্বেই তাহা ঢাকা জেলার অধীন নীত হয়।

বন্দোবস্তে সেলবরসের কালেক্টরের অধীন ছিল। জেলা বন্দোবস্তের সময় এ জেলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বে আটিয়ার আট আনির মালীকগণের স্বত্ব ছিল।

দশম অধ্যায়।

—০—

ব্রিটীশ বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠা—মিঃ রটন—জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, পুণ্যাহ, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও মনুষ্য বিক্রয়, যুগলরায়ের অত্যাচার, ষ্টিফেন্স বেয়ার্ড, দশশালা বন্দোবস্ত, সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ, রাজস্ব বাকীর ফল, সেহরায় সহর স্থাপন, রাজপুরুষগণের মধ্যে দলাদলি, ডাকের বন্দোবস্ত, বিচার ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারী নিয়োগ, পুলিশ ষ্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব, মফঃস্বলের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা, জমিদারের অত্যাচারের নমুনা, সদর জেলখানা, জজ আদালত স্থাপন।

ব্রিটীশ বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠা

ময়মনসিংহে জেলা স্থাপনের পর এতদ্দেশে অরাজকতা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইল না।

মিঃ রটন—জজ, মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর।

মিঃ রটন জেলার ভার গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যই নিজ হস্তে রাখিলেন। তিনি জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর এই তিন পদেরই ক্ষমতা পাইয়া ছিলেন।* তাঁহার মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। তিনি বাৎসরীক আদায়ী রাজস্বের উপর হাজারে ১০৲ টাকা কমিশন পাইতেন, তাঁহার অধীনে

* Revenue Board's letter dated 29-5-1787.

একজন মাত্র দেওয়ান কর্ম্মচারী ছিল। চাপ্‌রাসী, পিয়ন, পাইক, রীতিমত কিছুই ছিল না। আবশ্যক হইলে জমিদারেরা সৈন্য সামন্ত, পাইক, প্যাদা যোগাইতেন। এই সমস্ত পাইক, প্যাদা যোগাইবার জন্য জমিদারদিগের নান্‌কার জমি ছিল।

পুণ্যাহ।

মাজিষ্ট্রেট রটন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতিক্রমে ময়মনসিংহ জেলায় পুণ্যাহ প্রথা প্রচলিত করিলেন। *

জল প্লাবন।

জেলা স্থাপনের বৎসর ময়মনসিংহজেলার স্থানে স্থানে জল-প্লাবনে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে অনেক জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া রেহাই প্রার্থনা করেন। রটন উপযুক্ত বিবেচনায় রেহাই মঞ্জুর করিয়া বহু জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন। † এই সময় রাজস্ব বাকী পড়িলেই মহাল পূর্ব্বের ন্যায় হস্তান্তরিত করা হইত না। উপযুক্তকাল মধ্যে মালীককে উপস্থিত হইতে অবকাশ দিয়া পশ্চাৎ সর্ব্বোচ্চ ডাকে মহাল বিলি হইত। ‡

দুর্ভিক্ষ ও মনুষ্য বিক্রয়।

জল প্লাবনের পর বৎসর এ জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষসময়ে এ জেলায় চাউলের মণ ২৲ টাকা হইতে ২॥০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। § অন্নাভাবে খাইতে না পাইয়া বহু লোক বিক্রিত হইয়াছিল। সে কালে ১৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত

---

* Revenue Board's No. 60 dated 27-7-1787.

† Bengal Mss. Records Nos. 1301, 1405 and 1409.

‡ Do No. 1342.

§ Do No. 1490.

এক একটী মানুষ বিক্রয় হইত। * এই সময়ও রটন সাহেব বোর্ডে লিখিয়া অনেক দরিদ্র তালুকদার ও জমিদারকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কালেক্টর রটন অতি সদাশয় এবং মৃদু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমিদারদিগের অত্যাচার কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে, ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার স্বর্গীয়

যুগলরায়ের অত্যাচার।

---

* সেকালে সাদা কাগজে কাওলা সম্পাদন করিয়া মানুষ আত্মবিক্রিত হইত। নমুনাস্বরূপ অতি প্রাচীন একখানা মনুষ্যবিক্রয়ের কাওলা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই আদি কির্দ্দ শ্রীরামশরণ চৌধুরী সদাশয়েষু—

লিখিতং শ্রীপণ্ডিত দাস ওলদে বাণীদাস ইবনে রামহরি দাস কস্ত করজ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি ও আমার স্ত্রী আমার পুত্র শ্রীমান রামদাস ও কন্যা শ্রীমতী বিদ্যা দাসী এহি চাইর জন মনুষ্য ক্রিন উপহতি ক্রমে আপন আপন রাজি রকবতে স্বইচ্ছা পূর্ব্বক সাবুদ আকলে বহাল তবিয়তে বিক্রয় হইলাম আপমার স্থানে এহার মং ৮ আষ্ট রূপাইয়া দশ মাসি বহরা জারি দস্ত পদস্ত সমাকিয়া পাইয়া এতদর্থে করজ দিলাম। ইতি সন ১১৯৩ সন ১১৯৪ পং (পরগণা সন) ২৭ আষাঢ়।

ইসাদি—

শ্রীদুর্গারাম হোম

শ্রীধনীরাম ওম

শ্রীরামশঙ্কর দত্ত সাং খালিয়জুরী।

যুগলকিশোর রায় চৌধুরী সিংধা পরগণায় প্রবেশ করিয়া ঐ পরগণার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বহু ধন ও প্রাণ তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। রটন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে অত্যাচার-কাহিনী জ্ঞাপন করিলে, রেভিনিউ বোর্ড যুগলকিশোর রায়ের জমিদারী হস্তগত করিতে অনুমতি প্রদান করেন। রটন সাহেবের অনুগ্রহে যুগলকিশোর রায় কেবল মাত্র জামিন প্রদান করিয়াই অব্যাহতি লাভ করেন। *

ষ্টিফেন্স বেয়ার্ড।

১৭৮৯ অব্দে রটন সাহেব চলিয়া গেলে ষ্টিফেন্স বেয়ার্ড কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া এ জেলায় আগমন করেন। এই সময়ে রায়দোম পরগণা ঢাকা হইতে এই জেলার তৌজিভুক্ত হয় ও এই জেলা হইতে তরপ, পুঁ প্রভৃতি বহু পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। †

দশশালা বন্দোবস্ত।

১৭৯০ সনে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের অনুমতি আসিলে, ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর রটন সাহেবের পূর্ব্বোক্ত বন্দোবস্তই অল্পাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত ১০ বৎসরের জন্য ধার্য্য হইয়া যায়। এই সময়ে জমিদারদিগের অধীনে শাসিত সিকিমী তালুকগুলিরও পৃথক বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। ‡

* Bengal Mss. Records No. 1514 of 1-7 89 and Board's reply thereto dated 8-8-89.

† Collector's letter d. 11-5-1789 to the B. R.

‡ Mr. Cowper's minutes d. 30-6-90.

১৭৯০ সনে বেলুহা পরগণা এ জেলা হইতে পৃথক হইয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। *

সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ।

১৭৯১ অব্দে সেরপুরে বক্সার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেরপুরের জমিদারদিগের কাছারীস্থিত বক্সারী বরকন্দাজদিগের নেতা হিরজী নামক এক ব্যক্তি অন্যায় প্রাপ্তির দাবী করিয়া ১৭৯১ সনের মার্চ্চ মাসে সেরপুরের সাতআনির জমিদারকে সেরপুর হইতে ধরিয়া লইয়া যায় ও প্রায় ১১০০৲ টাকার অধিক নগদমুদ্রা লুণ্ঠন করে। জমিদার পক্ষের উকীলগণ কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেবের নিকট এই বিভ্রাটের সংবাদ প্রদান করিলে কালেক্টর মিঃ বেয়ার্ড গোপনে সিপাহী সৈন্য প্রেরণ করেন।

সৈন্যগণ কড়ি বাড়ীর প্রান্তসীমা হইতে জমিদারদিগকে উদ্ধার করিয়া আনে ও চারিজন অনুচরসহ বক্সারদিগের নেতা হিরজীকে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করে। অন্যান্য অনুচরগণ পলায়ন করিয়া কড়িবাড়ীর রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে। কড়িবাড়ীর জমিদারের সহিত সেরপুরের জমিদারগণের সীমানা-বিবাদ চলিতেছিল; তজ্জন্য কড়িবাড়ীর জমিদার বক্সারদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। কড়িবাড়ীর জমিদারের সাহায্য পাইয়া বক্সারগণ শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে ও ১৭৯১ সনের ২৭শে এপ্রিল দুই তিন শত বক্সার পরগণায় প্রবেশ করিয়া সাত আনির জমিদারদ্বয়কে ও বাটওয়ারার আমিনকে নগদ ১২০০৲ টাকা ও অন্যান্য মূল্য-

* Government letter dated 6-1-1790.

বান দ্রব্যাদিসহ ধৃত করিয়া নেয়। * এবার জমিদারদিগকে কোথায় লইয়া গেল তাহার কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। সেরপুরবাসিগণ ভীত হইয়া কালেক্টরের শরণাগত হইলেন। কালেক্টর, জমিদারদ্বয় ও সরকারী আমিনের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। প্রেরিত লোক বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বেয়ার্ড অনন্যোপায় হইয়া সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারলকে এই বিপদবার্ত্তা অবগত করাইলেন ও এদিকে কড়িবাড়ীতে ৬০ ষষ্ঠী সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কড়িবাড়ীর প্রেরিত সৈন্য অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বেয়ার্ড সাহেব পুনরায় সমস্ত বিবরণ গবর্ণর জেনারলকে জ্ঞাপন করেন ও কড়িবাড়ীর রাজার নিকট সাহায্য জন্য লিপি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট কড়িবাড়ীর রাজাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে কড়িবাড়ীর রাজার সাহায্যে বেয়ার্ড সাহেব, আমিন ও জমিদারদ্বয়কে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

রাজস্ব বাকীর ফল।

তৎকালে জমিদারদিগের খাজানা আদায়ের মাসিক কিস্তি ছিল। প্রতি মাসেই মাসের খাজনা আদায় করিতে হইত। ১৭৯০ অব্দে ময়মনসিংহ

---

* Collector's letter to the Board of Revenue, dated 20-5-1791 and 15-7-1791.

জেলা কালেক্টর ২০-৫-১৭৯১ তারিখে রেভিনিউ বোর্ড সমীপে সেরপুর প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব বাকীর জন্য যে কৈফিয়ত দেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন :—

"I fear it will not be in my power to liberate the Zemindar or apprehend the offenders until the Raja (of Curreebari) is brought to a proper sense of his duty."

পরগণায় বহু টাকা বাকী পড়িয়া যাওয়ায় বেয়ার্ড সাহেব ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগকে কারারুদ্ধ করেন ও তাঁহাদিগের নিজ তালুক (private property) বাজেয়াপ্ত করেন এবং মফঃস্বলে আমিন প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের ভূমি অধিকার করিয়া লন। এইরূপেও কোন টাকা আদায় না হওয়ায় জমিদারদিগকে মুক্তি দিয়া একজন আমিনকে মহাল তদন্তে নিযুক্ত করেন। আমিন ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগণাদ্বয় তদন্ত করিয়া জমিদারদিগের অত্যাচার কাহিনী জ্ঞাপন করিলে বেয়ার্ড সাহেব জমিদারদিগের সমস্ত জমিদারী খাস করিয়া ফেলেন ও মহালে সরকারী কাছারী স্থাপন করিয়া নিজহস্তে খাজনা উসুল তহশীলের ভার গ্রহণ করেন।

এইরূপ বাকী রাজস্বের জন্য সে সময় আটীয়া পরগণার বার আনা জমিদারীও বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মহালের মালীকগণ নাবালক থাকায় তাঁহাদিগের তিনজন কর্ম্মচারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। সুসঙ্গের দুই আনা অংশও রাজস্ব বাকীর জন্য বেয়ার্ড সাহেব নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেহরায় সহর স্থাপন।

১৭৯১ অব্দে বর্ত্তমান নসিরাবাদ সহর স্থাপিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে বেগুনবাড়ীর কোম্পানির কুঠিতে ও আবশ্যকমত স্থানে স্থানে কাছারী হইত। বেগুণবাড়ীর কোম্পানির কুঠি ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল প্রবাহে নিমজ্জিত হইলে বর্ত্তমান সহরের অনতিদূরে কাগডলিতে (খাগডৈর)

* Collector's Report to the Board of Revenue Dated. 20-5-1791

কাছারী প্রস্তুত জন্য বেয়ার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন। * কিছুদিন পরে কাগজগুলিও ব্রহ্মপুত্রের প্রবল প্রবাহের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে বলিয়া হুসেনপুরের দক্ষিণে কাওনা নদীর তীরে দগদগা নামক স্থানে সহর স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টে চিঠি লিখেন। † এই প্রস্তাবে ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণ আপত্তি করিলে বিয়ার্ড সাহেব সেহরা গ্রামে সহর স্থাপন জন্য পুনরায় গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াপাঠান।‡ গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে সেহরাগ্রামে সহর স্থাপন করিতে অনুমতি করিলে বর্ত্তমান স্থানে ১৭৯১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এই সহর স্থাপিত হয়। অতঃপর ঐ সনেই একজন সরকারী ডাক্তারও এখানে নিযুক্তহন। §

রাজপুরুষগণের মধ্যে দলাদলি।

এই সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার কালেক্টরের দেওয়ান রফৎউল্লা নসিরুজিয়ালের একজন তালুকদারকে ধৃত করিয়া বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনা লইয়া ঢাকাস্থিত ময়মনসিংহের প্রধান সহকারী কালেক্টর মিঃ মেগুয়ারের সহিত ঢাকার কালেক্টর মিঃ ডগলাসের ভয়ানক দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। পরে উক্ত তালুকদারকে ছাড়িয়া দেওয়ায়, সে ঝগড়া অল্পেতেই মিটিয়া যায়।¶ অক্টোবর মাসে পুনরায় সেরপুরের জমিদারকে ঢাকার

---

* Collector's letter d. 12-10-1790.
† Do d. 12-1-1791.
‡ Do d. 15-9-1791.
§ Do d. —9-1791.
¶ Letter to the Collector of Dacca. From Head Assistant of Mymensingh d. 14-9-1791.

জজ কারারুদ্ধ করেন। এবারেও সেইরূপ বিবাদ বিসম্বাদের পর জজ সাহেব জমিদারকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। *

ইতোমধ্যে রাজসাহীর জমিদার সেরপুরের জমিদারীর অন্তর্গত ৪৭টী গ্রাম আধিকার করিবার জন্য সশস্ত্র লোক প্রেরণ করেন। সেরপুরের চৌধুরিগণ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলে, বিবাদ গবর্ণমেণ্ট হইতেই নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয়। †

ডাকের বন্দোবস্ত।

পূর্ব্বে এ জেলায় কোন ডাকঘরের বন্দোবস্ত ছিল না। সরকারী ডাক একজন বাহকদ্বারা সদর ডাকঘরে আনা হইত; সে স্থান হইতে পাইক বরকন্দাজ দ্বারা কালেক্টর যখন সে স্থানে থাকিতেন সেই স্থানে প্রেরিত হইত। ১৭৯১ অব্দের জুলাই মাসে ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যে ৮টী ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ‡

বিচার ও শাসন বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগ।

এপর্য্যন্ত একজন দেওয়ানদ্বারাই এ জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালিত হইতেছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় অনেক তালুক জমিদারী হইতে খারিজ হইয়া পৃথক্ হইয়া যাওয়ায়, বেয়ার্ড সাহেব কার্য্য-বাহুল্য দেখাইয়া কালেক্টরীর আমলা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং মফস্বল কার্য্যের জন্য কয়েকটী তহশীল কাছারী মঞ্জুর করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কালেক্টরীর জন্য মাসিক ৭০৲ টাকা বেতনে একজন ইংরেজী শিক্ষিত তৌজিনবিশ, ১৫৲

---

* Letter to J. P. Petterson Judge of Dacca (from do) 11-1791.

† Letter to Collector Rajsahi d. 21-6-1791.

‡ ময়মনসিংহের বিবরণ ১৫৩ পৃষ্ঠা।

টাকা করিয়া ৫ জন পার্শীনবিশ ও ১২৲ টাকা করিয়া ৪ জন বাঙ্গালানবিশ নিযুক্ত হইল। ইহার কিছুদিন পরে মফঃস্বলের তহশিল কাছারীগুলি ও একটি অতিরিক্ত তহশীল কাছারীর মঞ্জুরী হইয়া আসিলে তহশীলদারগণ মফঃস্বল যাইয়া উশুল তহশীল করিতে থাকেন। সেজন্য সরকার হইতে দুইখানা নৌকাও তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপে ১৭৮৭ অব্দ হইতে ১৭৯১ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ এ জেলায় কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত লইয়াই ব্যতিব্যস্ত রহিলেন, শাসননীতি প্রতিষ্ঠার কিছুই করিলেন না।

পুলিশ ষ্টেশন স্থাপনের প্রস্তাব।

১৭৯০ সনে দেশের অবস্থা দেখিয়া জেলা-কালেক্টর স্থানে স্থানে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করেন। * বেয়ার্ড সাহেব নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে এক একটি পুলিশ ষ্টেশন (থানা) স্থাপন করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন। পরগণা ময়মনসিংহ প্রভৃতির জন্য কালিগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ।

,,	আলাপসিংহ	,,	পরাণগঞ্জ।
তপে	হাজরাদী	,,	কটিয়াদী।
পরগণা	সেরপুর	,,	চাঁদগঞ্জ।
,,	বড়বাজু	,,	সিরাজগঞ্জ।
,,	কাগমারী	,,	জগন্নাথগঞ্জ।
,,	নসিরুজ্জিয়াল	,,	সের মদন।
তপে	রণভাওয়াল	,,	সেরদিবারদিয়া
পরগণা	সরাইল	,,	সের মাচরা।

* Collector's letter d. 15-11-1790.

১৭৯১ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত রেভিনিউবোর্ড তাহা মঞ্জুর করেন নাই। * সুতরাং ১৭৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহের বিচার ও শাসন বিভাগের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন সরকারী কাগজপত্রে এরূপ কিছু প্রকাশ পায় না।

মফঃস্বলের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা।

১৭৯২ অব্দে অতিরিক্ত তহশীল কাছারী প্রতিষ্ঠিত হইলে, কালেক্টর বিচার ও শাসন কার্য্যে মনোযোগ দিতে অবকাশ পান। ইতঃপূর্ব্বে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য্য জমিদার, ইজারাদার, এবং সিজুয়াল দ্বারাই পরিচালিত হইত। সাধারণ বিচার গ্রাম্য পঞ্চায়েতদ্বারা সম্পাদিত হইত। কালেক্টরের হস্তে তখন মাজিষ্ট্রেট ও জজের ক্ষমতা থাকিলেও তিনি তাহা পরিচালনা করিতে সুযোগ পাইতেন না, অবকাশও পাইতেন না। গ্রাম্যলোক "কিল খাইয়া কিল চুরি করিত" তথাপি বিদেশে বিপাকে মরিতে আসিত না। সেকালে সকল জমিদারের উপরই বিচার ক্ষমতা ছিল না; যে সকল জমিদার রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন, সাধারণতঃ তাঁহাদিগের উপরেই বিচার ও শাসনের ক্ষমতা থাকিত।

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত গোপনে ছোট বড় সকল ভূম্যধিকারীই নিজ নিজ এলাকার বিচার ব্যবস্থা করিতেন।†

* Do d. 2-11-1797.

† "Each Landholder held his own civil Court and kept up a private defensive police &"

A desertation on Landed property and land Rights in Bengal by., W. W. Hunter. Page 15.

ইহাদের বিচারের ন্যায় অন্যায় দেখিবার কেহ ছিল না। যে সকল স্থলে প্রজায় প্রজায় মোকদ্দমা হইত এবং মালীক বিচারক থাকিতেন সেই সকল স্থলে ন্যায় অন্যায়ের পরিমাণ করা যাইত; কিন্তু যে স্থলে মালীক ও প্রজায় বিরোধ এবং মালীকের গভীর স্বার্থ বিদ্যমান থাকিত সেই সকল স্থলের অত্যাচার ও অবিচারের পরিমাণ কে করিবে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে এইরূপ কয়েকটী অত্যাচারের বিবরণ উল্লেখ করা হইল।

জমিদারের অত্যাচারের নমুনা।

১৭৯০ অব্দে বহু টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া যাওয়ায় কালেক্টরকে রেভিনিউবোর্ডের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়। রেভিনিউবোর্ড কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেবের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে মফঃস্বলে যাইয়া প্রজা ও জমিদারের অবস্থা পরিদর্শন ও রাজস্ব বাকীর কারণানুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন। কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারে, আমিন নিযুক্ত করিয়া মফঃস্বলের সম্যক্ অবস্থা পরিজ্ঞাত হন। তিনি রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জফরসাহি পরগণার ৮০৪৯ জন মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাড়ীঘর ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। জমিদারী খাসে আনিলে পর, অভয় পাইয়া প্রজাগণ তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৬৪০ জন প্রত্যাগমন করিয়াছে। *

* "Rayats almost extinguished by oppression. Of 8049 principal Rayats in the Parganas (Mymensingh, and Jaffersahi 1005 had deserted their habitations and taken refuge

"আটীয়ার বার আনার জমিদারগণ নাবালক বিধায় এই মহালের শাসন সংরক্ষণের ভার তাঁহাদিগের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাঁচু বসু এবং রামচন্দ্র মুখার্জ্জীর হস্তে ন্যস্ত আছে। ইহাদের অত্যাচার অপরিসীম। ইহারা প্রজার খাজানা একবার আদায় করিয়া কাগজপত্র গোপন করিয়াছে ও পুনরায় প্রজার নিকট খাজানার দাবী করিতেছে; প্রজা দ্বিতীয়বার খাজানা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এ দিকে উৎপীড়িত প্রজা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে। মহালের ১৪০০ মৌজার মধ্যে মাত্র ৫০০ মৌজায় প্রজা আছে তাহারাই কৃষিকার্য্য চালাইতেছে।" *

কালেক্টর, রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি রাজস্ব বাকী না পড়িত তবে সেই সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, প্রজাভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন হইত না, উপায়হীন প্রজা নীরবে তাহা সহ্য করিত।

১৭৯২ অব্দে এই জেলার জন্য অতিরিক্ত তহশীল কাছারী

---

elsewhere. Since the mahals have been under my superintendence 640 have returned and are now industriously exerting themselves to repair past misfortune."

* "Atia is the finest in my District has been almost laid waste during the minority of the Zeminder ; to give an idea of the outrages that have been committed it is only necessary to inform you that out of 1400 Mouzas which the Zemindary is composed of 500 only are in a state of cultivation." Collector's letter d. 21-11-91.

স্থাপিত হইলে জেলা-কালেক্টর তহশীলকার্য্যের ভার তাহাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া বিচার ও শাসনকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করেন।

সদর জেলখানা।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই কালেক্টর সদর জেলখানা প্রস্তুত করিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া৬০০০৲ টাকার এক এষ্টিমেট ও দালানের নক্সা প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে জেলখানা প্রস্তুতের অনুমতি আসিলে একটী ক্ষুদ্র জেলখানা (Jail) প্রস্তুত হয়।

জজ আদালত স্থাপন।

১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রচারিত হইলে অতিরিক্ত মালকাছারিটী উঠিয়া যায় এবং দেওয়ানী বিভাগ পৃথক্ হইয়া যায়। ১৭৯৩ সনের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের জজ আদালত স্থাপিত হয়। এবং কলেক্টরের হেড এসিষ্টাণ্ট মিঃ ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার প্রথম জেলা-জজ ও মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সনের ১২ই মে তারিখের সকাউন্সেল গবর্ণর জেনারেলের জুডিসিয়েল প্রিসিডিং মতে জজ ও মাজিষ্ট্রেট ওয়াল্টেয়ার মেগুয়ার কালেক্টর বেয়ার্ডের হস্ত হইতে শাসন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা বুঝিয়া লইয়া এই জেলায় শাসন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। কালেক্টর রাজস্বের বন্দোবস্তে মনোযোগ প্রদান করেন। সেই হইতে ব্রিটিশ বিচার ও শাসননীতি এই জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়।

একাদশ অধ্যায়।

ইংরেজ শাসনকাল (১৭৯৩—১৮৫৭)—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূম্যধিকারীর অব্যাহতি, মদের আমদানী, পয়সার প্রচলন, ছকাতি পাগলার রাজ্য স্থাপন চেষ্টা, ঢাকায় প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ, কালেক্টর—পোষ্টমাষ্টার, লি গ্রোস, কালীগঞ্জে মহকুমা, কাননগুর কার্য্যালয়, রেজিষ্ট্রার, জামালপুরে কেণ্টনমেণ্ট; টিপু-পাগলার বিদ্রোহ—পাগলপন্থীটিপু, বিদ্রোহের কারণ, টিপুর ধর্ম্মমত, সেরপুর লুণ্ঠন, সেরপুরে নূতন রাজা, টিপুর দণ্ড, টিপুর শিষ্যগণ; রেভিনিউ কমিশনার, ও প্রাদেশিক আপিল জজ; জানকু পাথরের বিদ্রোহ—গুমান্থ ও উজির সরকার, বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ, জানকু ও দোবরাজ পাথর, সেরপুর আক্রমণ, মিঃ গেরেট, পুলিশ সৈন্যের জয়লাভ, দোবরাজের আক্রমণ, সেরপুরে ডানবার, ইংরেজ সৈন্য, জানকুর শিবির ও শক্তি, কাপ্তেনসিলের অভিযান, কাপ্তেনসিলের ঘোষণা, বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ, লেপ্টেনাণ্ট ইয়াংহাজবেণ্ডের অভিযান, বিদ্রোহের অবসান; কমিটি অব্ ইম্প্রুভমেণ্ট; ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ—মঙ্গলসিংহ, মঙ্গলসিংহের অত্যাচার, অত্যাচারের সহায়তা, মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান, পুলিশ সৈন্যের পরাজয়, মঙ্গলসিংহের অন্তর্ধান, বেতালে মঙ্গলসিংহ, মঙ্গলসিংহ বন্দী, গোলাপ্তার সিং, মঙ্গলসিংহের বিচার; ঠগী, উলুকান্দীর দাঙ্গা, নীলকরের অত্যাচার, অত্যাচারের নমুনা, হনুমান দস্যু, জেলাবিভাগ শিক্ষার সূত্রপাত, সিপাহী বিদ্রোহ—ঢাকায় বিদ্রোহ, সহরের অবস্থা ও সহরবাসীর আতঙ্ক, ব্রেনেণ্ড সাহেবের ডাইরি, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের সহর ত্যাগ।

ইংরেজ শাসনকাল।

(১৭৯৩—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূম্যধিকারীর অব্যাহতি

১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সরকারী রাজস্ব বাকীর জন্য মালীকের পরিবর্ত্তে মহাল দায়ী হয়। পূর্ব্বে কোন মালীককে

কালেক্টর ইচ্ছা করিলেই বাকী রাজস্বের জন্য কয়েদ করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইলে বোর্ড আদেশ করিলেন, কালেক্টর যদি কোন জমিদার বা তালুকদারকে বাকী রাজস্বের জন্য দায়ী করিতে চান, তবে তাহাকে জজের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। জজ দায়িককে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। দায়িক ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত জামিনে মুক্ত হইয়া কালেক্টরের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা আনিতে পারিবেন।*

১৭৯৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সেরপুর পরগণার তিন আনা জমিদারীর বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য মহালে পৃথক্ আমিন নিযুক্ত করা হয় ও জমিদারকে উপস্থিত হইবার জন্য দস্তক প্রেরিত হয়। ঐ সনের মার্চ্চ মাসে বোর্ড উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর বোর্ড আদেশ করেন যে রাজস্বদায়াবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা দাবীর মুদ্রা পরিশোধ হইলে, কোন মালীক কারারুদ্ধ হইবেন না। †

মদের আমদানী।

দেশের শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সুরারও আমদানি হইয়াছিল। ১৭৯৩ সনে বোর্ড মদ বিক্রয়ের জন্য পাশের প্রচলন করেন। ‡

---

* Board's letter to the Collector of Mymensingh, Dated 29-5-1793,

† "That no proprietor of land shall be imprisoned for arrears of public Revenue who has landed property which if sold will be sufficient to make good the difficiency." Board's letter deted 14-3 1794 to the Collector.

(৩) রেভিনিউ বোর্ড তাঁহার ১৮।১০।৯৩ সনের চিঠিতে ময়মনসিংহের কালেক্টরকে লিখেন—

"মদ বিক্রেতা যদি বিনাপাশে মদ বিক্রয় করে তবে, বিক্রেতা দরিদ্র হইলে ও জরিমানার অর্থ আদায় না হওয়ার সম্ভাবনা হইলে কালেক্টর তাহাকে জজের হস্তে

১৭৯৪ সনে এ জেলা হইতে ৩৪টী মহালসহ তপে রণভাওয়ালের অংশ ঢাকার কালেক্টরীর * ও পরগণা দর্জ্জিবাজু ও তপে সিংধা ঢাকার কালেক্টরী হইতে এ জেলার কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত হয়। †

এই সনে এ জেলায় তামার পয়সার প্রচলন আরম্ভ হয়। ‡

পয়সার প্রচলন। ইহার পূর্ব্বে কড়ি ও দামড়ির প্রচলন ছিল।

মফঃস্বলে সরকারী কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে সিপাহী সৈন্য রক্ষিত হইত। ১৭৯৫ সনে রংপুর কেণ্টনমেণ্ট স্থাপন জন্য এ জেলার সিপাহী সৈন্য উঠাইয়া নেওয়া হয় ও তৎস্থলে বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হয়।

১৭৯৬ সনে বেলুহা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য মহাল এই জেলা হইতে পৃথক্ হইয়া ত্রিপুরা জেলাভুক্ত হয়।

১৭৯৭ সনে সদর কাননগুর কার্য্যালয় উঠিয়া যায়।

১৭৯৯ সনের ২৭শে ডিসেম্বরের চিঠি দ্বারা বোর্ড এ জেলা হইতে প্রাচীন মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন।

১৮০০ সন হইতে এ জেলায় কোম্পানীর মুদ্রা প্রচলিত হয়।

ছকাতি পাগলের রাজ্যস্থাপন চেষ্টা। ১৮০২ সনের শেষভাগে সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত শঙ্করপুর নিবাসী ছকাতি পাগলা সুসঙ্গের উত্তর পাহাড় অঞ্চলে একটী অভিনব রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পায়। ছকাতি রাজ্যলাভের পিপাসায়

সমর্পণ করিবেন। জজ এক মাসের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

* Collector's letter Dated 26-2-1794.

† Collector's letter to R.Board Dated 12-6-1794.

‡ Board's letter to Collector Dated 5-5-1794,

উত্তেজিত হইয়া সুসঙ্গ পাহাড়ের গারো, হাজঙ্গ, কোচ ও অন্যান্য বন্য অধিবাসীদিগকে বশীভূত করে।

এই সময় সুসঙ্গ রাজ্যে রাজা রাজসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা রাজসিংহের রাজ্যের উত্তর সীমা, সুসঙ্গের পাহাড়, ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমা ছিল। রাজসিংহ গারো, হাজঙ্গ, কোচ, ম্যেচ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির অধিপতি ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার কর পাইতেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এই কারণে সুসঙ্গের বিস্তৃত ভূমির আশানুরূপ রাজস্ব প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

ছফাতি সেরপুর ও সুসঙ্গের পাহাড় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া শম্ভু, ভোগর, কাঞ্চি, গেছুয়া মেওয়া, ফাফাগঞ্জ, বুধুগিরি হিলাল, দুলালপাড়া মচিবোরবড়ি ও কালালরা প্রভৃতি মৌজার আবির গারোগণকে হস্তগত করিতে ও তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ প্রথমতঃ তাহার কৌশল জাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার ফাঁদে পতিত হইয়াছিল; অবশেষে যখন দেখিল যে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে যাইতেছে, তখন তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা অপহারক ছফাতিকে বিতাড়িত করিয়া দিল। ছফাতি তাহার রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বিফল হইয়া যায় দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইল। ১৮০২ সনের নবেম্বর মাসে জেলা কালেক্টর এফ, লি, গ্রোস্ সাহেবের সহিত ছফাতি নসিরাবাদ আসিয়া সাক্ষাৎ করিল।

ছফাতির প্রগাঢ় বুদ্ধিকৌশল ও অভিনব রাজ্য বিস্তার কল্পনার আলোচনা করিয়া গ্রোস্ সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। এবং

ছফাতির উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া ৩০শে নবেম্বর বিস্তৃত চিঠি দ্বারা বোর্ড অব রেভিনিউকে তাহা জ্ঞাপন করেন। ছফাতির একখানা দরখাস্তও তৎসঙ্গে প্রেরিত হয়। *

মিঃ গ্রোস্ বোর্ড অব রেভিনিউর তৎকালীন সেক্রেটারী চার্লস্ বুলার মহোদয়কে লিখিলেন—"জমিদারী সনন্দপ্রার্থী ছফাতি মিঞা একজন চরিত্রবান ও অভিনব ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তক ফকির। এতদঞ্চলে ইনি পাগলা ফকির নামে অভিহিত। গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ ইহার চেলা। এই ব্যক্তি দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ৫০। ৬০ হাজার টাকা বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ভূমি লাভ হইতে পারে। ছফাতি সেরপুর এবং সুসঙ্গের চৌধুরীদিগের নিকট ও সুপরিচিত, সুতরাং ইহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করিবার কারণ আছে। বিশেষ গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে শাসনে আনিতে পারিলে পরিণামে ব্রিটিশ

* কালেক্টর লি, গ্রোস কৃত ঐ দরখাস্তের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।—

"Petition of Safati Mia of Sankerpur Pargana Susung. The north east beyond the boundaries of pargana Serpur upon the hills there is an extensive tract of land belonging to theAbir Garows viz :—Mozas Sambhu, Bhugor, Canchy, Gedua. Mewah, Phapaganj, Bodhugiri, Helal, Dulal parah., Machiborbari and Calallera all which mozas are inhabited by the Abir Garaws who never have paid any revenue to Govt. In order to bring these lands under the protection of Government, I request a parawana may be granted me with a guard of sephoys that in the part of Govt, I may take possession of the above land and after deducting the mosahera and saranjami from the Jama there of Tahood may be taken from me for the Revenue."

গবর্ণমেণ্ট লাভবান হইতে পারেন। গারোগণও নাকি তাহাই ইচ্ছা করে। যদি গবর্ণমেণ্ট ছফাতিকে সনন্দ দান করেন ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন তাহা হইলে, সে সৈন্য সহ যাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ শাসন করিতে প্রস্তুত হইতে পারে।”

ছফাতি কালেক্টরকে হস্তগত করিয়া তাহার রাজ্য প্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার এই অভিনব মতের পোষকতা করিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্ট ছফাতির দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন ও কালেক্টরকে এই বিবরণ প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। * ছফাতির রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হইল।

ঢাকায় প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ।

১৮০৩ সনের গবর্ণর জেনারেলের প্রোসিডিং অনুসারে ঢাকায় প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই জেলার সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য ঢাকার প্রধান সেনাপতির অধীন হয়। ঢাকার প্রধান সেনাপতি কাপ্তেন জনলেথারেল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমানের সেনা বিভাগের অধিনায়ক হন। এই জেলার জেলাকোর্ট ও রেভিনিউ কার্য্যের জন্য ঢাকা সৈন্য বিভাগ হইতে একজন সুবাদার, একজন জমাদার, চারিজন হাবিলদার, চারিজন নায়েক, দুইজন বাদ্যকর ও ৯৬ জন সিপাহী নিযুক্ত হইয়া আসে। †

* Bengal MSS. Records 11248 Dated 10-12-1802.

† এই সময় ৭টী প্রাদেশিক সেনানিবাস স্থাপিত হয়। এই ৭টী সেনানিবাস ৩ জন অধীনায়কের অধীনে থাকে। লেপ্টেনেণ্ট লেডলোর অধীন বেনারস, কাপ্তেন জন লেথারেলের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান এবং কাপ্তেন

কালেক্টর—পোষ্টমাষ্টার।

ইংতপূর্ব্বে এ জেলার সদরষ্টেশন সেহরায় ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টারই পোষ্টাফিসের কার্য্য করিতেন। ১৮০৫ সনে বোর্ড গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যানুসারে ডিপুটী পোষ্টমাষ্টারের পদ রহিত করিয়া জেলার কালেক্টরের উপর ডাক ঘরের ভার অর্পণ করেন। ডাক আফিস কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কালেক্টরই পোষ্টমাষ্টার নামে অভিহিত হন। *

লি, গ্রোস্।

১৮০৬ সনে জেলা কালেক্টর মিঃ লি, গ্রোস্ তহবিল তছরূপ অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন। † লি. গ্রোসের বিচার জন্য বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হয়। জে, রটরী (J. Rattray) ও জে. ল (J. Law) নামক বিশেষ কমিশনার দ্বয়ের বিচারে লি. গ্রোস্ সদর দেওয়ানীতে বিচারার্থে অর্পিত হন। তাঁহার সহায়তাকারক ৩ জন তহশীলদার ও সেসনে প্রেরিত হয়। ১৮০৬ সনের ২৭শে ডিসেম্বর সদর দেওয়ানী

ষ্টুয়ার্টের অধীন মুর্শিদাবাদ, পূর্ণিয়া ও পাটনার সেনাবিভাগের অধ্যক্ষতার ভার অর্পিত হয়। ঢাকায় ৮ জন সুবাদার, ৮ জন জমাদার, ৩২ জন হাবিলদার, ৩২ জন নায়েক, ২৬ জন বাদ্যকর ও ৭৬৮ জন সিপাহি ছিল। এই সৈন্যদলের তিন ভাগ ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও বাখরগঞ্জের জন্য ছিল। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ ঢাকায় থাকিত (Governor General's proceedings Dated 25-8-1803.

* "The Collector and the Magistrate who may be vested with the charge of the *Daks* are to be denominated Post master" (Government's resolution Dated 10-1-1805, sent with Board's 10-1-05 to the Collector of Mymensingh.

† Board's resolution Dated 9-5-1807.

আদালত মিঃ লি. গ্রোস্‌কে পুণরায় ফৌজদারীতে বিচারের জন্য ময়মনসিংহ প্রেরণ করেন। *

কালীগঞ্জে মহকুমা।

১৮০৭ সনে সেরপুরের অন্তর্গত পাহাড় অঞ্চলে বন্য অধি-বাসিগণের মধ্যে অরাজকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও জেলা শাসন বন্দোবস্তের জন্য ময়মনসিংহের শাসনকার্য্য দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। ইতিমধ্যে সেরপুরের জমিদারগণ জমিদারী বাটোয়ারার প্রার্থনা করিলে, সেরপুরের অন্তর্গত কালীগঞ্জ নামক স্থানে পৃথক্ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। মেক্‌মুল্ সাহেব কালীগঞ্জের প্রথম জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। †

১৮০৯ সনে পাতিলাদহ পরগণার কতক অংশ রঙ্গপুর হইতে এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮১২ সনে আটিয়ার অন্তর্গত কাপাকি প্রভৃতি স্থানে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ‡

১৮১৩ সনে তহশীল কাছারী প্রথা রহিত হইয়া যায়। ঐ সনের শেষভাগে এ জেলায় "খোলাভাটী" স্থাপিত হয়। §

১৮১৬ সনে আফিং এর আমদানী আরম্ভ হয়।

* লি-গ্রোস কর্ম্ম চ্যুত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী আদালত তাঁহার প্রতি কি দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায় নাই।

† Collector's report Dated 31-1-1816.

‡ Revenue Board's Resolutions dated 24-4-1812.

§ Board's letter dated 25-10-1813.

১৮১৯ সনে পরগণায় পরগণায় কাননগুর ও পাটুয়ারির কার্য্যালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলে, কালেক্টর জমিদারদিগকে তাহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তদনুসারে পরগণায় পরগণায় কাননগুর কার্য্যালয় পুনঃ স্থাপিত হয়।

কাননগুর কার্য্যালয়।

১৮২০ সনে এ জেলায় রেজিষ্ট্রারের পদ সৃষ্টি হয়। রেজিষ্ট্রার প্রথম কাগজ পত্রের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতঃপর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। রেজিষ্ট্রারের বেতন ১৫০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

রেজিষ্ট্রার।

১৮২৩ সনে রঙ্গপুরের সেনানিবাস জামালপুরে উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব হয়। * তদনুসারে জামালপুর কেণ্টনমেণ্ট প্রস্তুত হইতে থাকে; এবং ১৮২৬ সনের শেষভাগে ত্রয়োদশ সংখ্যক দেশীয় সৈন্য দল জামালপুরে পঁহুছে। ইতিমধ্যে সেরপুর "পাগলাই" বিদ্রোহের ভীষণ অত্যাচারে ছারখার হইয়া যায়।

জামালপুরে কেণ্টনমেণ্ট।

* Government having determined on the recommendation of the Commender-in-Chief to adopt his Excellency's suggestions of posting the new Rangpur (light infantry) local battalion at Jamalpur near Sanysiganja.

Board's letter to Collector No, 1068 Dated 15-4-1823.

টিপু পাগলার বিদ্রোহ।

পাগল পন্থী টিপু।

১৮২৫ সনে সেরপুর অঞ্চলে দেশপ্রসিদ্ধ টিপু পাগলের ভীষণ বিদ্রোহের সূচনা হয়। সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটয়াকান্দি গ্রামে টিপুর জন্মস্থান। টিপু গারো, প্রথমতঃ একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল। ক্রমে ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় ও "পাগলপন্থী" প্রচারক হইয়া দাঁড়ায়। সুসঙ্গ ও সেরপুর পরগণায় তাহার শিষ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বিদ্রোহের কারণ।

১৮২০ সনে সেরপুরের জমিদারী বাটওয়ারা হইয়া পৃথক্ হইয়া গেলে, পরগণার জমিদারগণ প্রজা হইতে, বাটওয়ারার খরচ আদায় মানসে বৃদ্ধিহারে খাজনা ধার্য্য করেন। জমিদার প্রজা সাধারণের নিকট আবওয়াব, খরচ, মাথট প্রভৃতি বহুবিধ ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া প্রজার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এই উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বহু প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় *। তাহারা কুড় † প্রতি চারি আনা খাজানার অধিক দিতে পারিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করে। ধর্ম্ম প্রচারক টিপু সময় বুঝিয়া বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এবং স্বীয় অভিনব সাম্য মতের প্রচার দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়া তোলে।

---

* "It was admitted that oppression and the leveying of illegal imposts denominated kharcha, mathots and Abwabs on the part of the zaminders were the original causes of the disturbances which occurred on 1825." History of disturbances sudmitted by J, Dunbar Mrgistrate of Mymensingh to the Commissioner dated 5-9-1833

† ১ হাত ৬ ইঞ্চি—১ গজ, ১২০ গজ দীর্ঘ x ১২০ গজ প্রস্থ—১ কুড় সেরপুরের ১কুড়—৩ বিঘা ১০ কাঠা।

টিপুর ধর্ম্ম মতের মুলমন্ত্র—"সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট, সুতরাং কেহ কাহারও অধীন নহে।" সহস্র সহস্র উৎপীড়িত প্রজা এই সাম্য মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে ও জমিদারের প্রাপ্য খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

টিপুর ধর্ম্ম-মত।

প্রজা খাজানা বন্ধ করিয়া ফেলিলে জমিদারগণ নিরূপায় হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। জমিদার ও প্রজার সঙ্ঘর্ষে সেরপুরে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। বিদ্রোহিগণ হাজারে হাজারে আসিয়া জমিদার গৃহ লুণ্ঠন করিল। জমিদারগণ পরিবার সহ কালীগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছারী বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডেম্পিয়ার প্রজার উন্মত্তভাব দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি নসিরাবাদে কালেক্টরকে বিহিত ব্যবস্থা ও আদেশ প্রদান করিতে চিঠি লিখিলেন।

সেরপুর লুণ্ঠন।

এদিকে সেরপুরে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হইল। বিদ্রোহিগণ সেরপুর অধিকার করিয়া বিচার ও শাসন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিল।

সেরপুরে নূতন রাজ্য।

সেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অভিনব বিচার ও শাসন বিভাগের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

"বকস্থু আদালত করে দীপচান ফৌজদার।
কালেক্টরের সরবরাকার গুমাস্থু সরকার॥" *

* পরম পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে এই কবিতা সংগ্রহ করা হইয়াছে। যদি কেহ বিদ্যাভূষণ

টিপু গরদরিপার প্রাচীর অভ্যন্তরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া এই অভিনব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিল। টিপুর অধীনে বক্স্ নামীয় কোন ব্যক্তি জজ ও দ্বীপচান মাজি-ষ্ট্রেট ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শাসন ও বিচার চলিতে লাগিল।

টিপুর এই রাজ্য শাসন দুই বৎসর অব্যাহত ভাবে চলিয়া ছিল। * অতঃপর ১৮২৬ সনের শেষভাগে জামালপুরে সেনা-নিবাস স্থাপিত হইলে তথা হইতে সৈন্ত সাহায্য পাইয়া ডেম্পিয়ার সাহেব টিপুর বিদ্রোহী দলকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন।

টিপুর দণ্ড।

১৮২৭ সনে রাধাচরণ দারোগা ১০ জন বরকন্দাজ সহ গর-দরিপায় যাইয়া, অশেষ কৌশল সহকারে টিপুকে ধৃত করেন। ময়মনসিংহের সেসন্স জজের বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হয়। ১২৫৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে টিপুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার পৌত্রও কারারুদ্ধ ছিল। টিপুর মৃত্যুর দিবসে ভীষণ তুর্ণড ময়মনসিংহের অনেক অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল।

মহাশয়ের রচিত "পাগলাই ধুম" সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ কবিতাটী দি:ত পারেন তবে "ময়মনসিংহের ইতিহাসে" একটী মূল্যবান অধ্যায় রচনার সাহায্য হইবে। কবিতা-টীর আরম্ভ এইরূপ—

"সন ১২৩১ সনে পাগল হইল প্রজা।

* * * * *

* এই দুই বৎসরের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। জামালপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডনোসাহেবের লিখিত Reportএ অবগত হওয়া যায় যে এই বিদ্রোহ সিপাহী সৈন্যের সাহায্যে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। ১৮২৭ সনে জামাল পুরের সেনানিবাস পুনঃ স্থাপিত হয়। সুতরাং ১৮২৭ সনেই টিপুর বিদ্রোহ, নিবারিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

টিপুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জামালপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডনো লিখিয়াছেন—টিপুর মৃত্যুর পরও টিপুর গৃহ তাহার শিষ্যগণের পীঠস্থান ছিল। তাহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করিত টিপুর গৃহে কার্য্য করিলে অসাধ্য সাধন হইবে। এ জীবনে যাহা অসম্ভব টিপুর প্রতি ভক্তি থাকিলে তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইবে। তাই প্রতি দিবস তাহার গৃহে ৪০।৫০ জন পুরুষ ও ১০।১২ জন স্ত্রীলোককে খাটিতে দেখা যাইত।

টিপুর শিষ্যগণ।

টিপুর শিষ্যেরা শ্মশ্রু, গোঁপ রক্ষা করে না ও গৃহপালিত পশু পক্ষী পালন করে না। তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি মস্তক অবনত করে না। তাহার গৃহের পবিত্র সীমানার ভিতর কেহ থুতু নিক্ষেপ করিতে পারে না। এখনও টিপু বিশ্বাসিগণের সংখ্যা ৪।৫ সহস্রের কম নহে।

টিপুর বিদ্রোহ নিবারিত হইবার পর ১৮২৮ সনে পুনরায় সেরপুরে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

প্রবাদ সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেব টিপুর নিকট হইতে বহু পরিমাণে অর্থ পাইয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। এবং সেই কারণে টিপু সময় ও সুবিধা পাইয়া বিচার ও শাসন বিভাগ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। এই প্রবাদ সমর্থন জন্য রামনাথ বিদ্যাভূষণের সেই সময়ের রচিত অন্য একটী কবিতা পুংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"হাকিম হোকের এহা কিয়া,
হাম্ বুলে তুম্ রিসূকত খায়া,"

কবিতাটী কালেক্টর কি তদুর্দ্ধ কর্ম্মচারীর ভর্ৎসনা সূচক।

১৮২৯ সনে রেভিনিউ কমিশনারের পদ ও প্রাদেশিক আপিল জজের পদ সৃষ্টি হইলে, টাকার সাহেব রেভিনিউ কমিশনার এবং ক্রেক্রফট ও স্মিথ সাহেব প্রাদেশিক আপিল জজ নিযুক্ত হন।

রেভিনিউ কমিশনর ও প্রাদেশিক আপিল জজ।

ঢাকা নগরে তাঁহাদের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। ঢাকা, ঢাকা—জালালপুর, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের রাজকীয় বিভাগ ইঁহাদের অধীন থাকে। ১লা মার্চ্চ হইতে এই কার্য্যালয় গুলির কার্য্য চলিতে থাকে।

১৮৩০ সনে সরাইল-সতরখণ্ডল, দাউদপুর, হরিপুর বেজুরা প্রভৃতি এ জেলা হইতে ত্রিপুরা জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়। *

১৮৩২ সনে সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারী উঠিয়া যায়। সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারী উঠিয়া গেলে সদরে কার্য্য বাহুল্য হয়। ইহাতে মাজিষ্ট্রেট ও জজের পদ পৃথক হইয়া যায়। † জজের পদ পৃথক হইয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পুনরায় একজন হন। ইতিমধ্যে সেরপুরে পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। এবং ক্রমে সে বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া উঠে। সেরপুরের এই বিদ্রোহ "জানকু পাথরের বিদ্রোহ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জানকুপাথরের বিদ্রোহ।

সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডাম্পিয়ার সাহেবের চেষ্টায় ও সৈন্যসাহায্যে টীপুর বিদ্রোহ নিবারিত হইলে পর, ডানবার সাহেব সেরপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন।

* Government letter of 19-10-1830.

† Magistrates letter of 13-8-1834.

গুমানু ও উজির সরকার।

ডানবার সাহেব যখন সেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তখন গুমানু সরকার ও উজির সরকার নামক দুই ব্যক্তি বিদ্রোহী প্রজাদিগের দলপতি থাকিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত এবং কলিকাতা, ঢাকা ও নসিরাবাদে গমন করিয়া আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক জমিদারদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। মিঃ ডানবার গুমানু সরকার ও উজির সরকারের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া গুমানু সরকারকে কারারুদ্ধ করেন। গুমানু ঢাকার কমিশনারের নিকট আপীল করে। কমিশনার গুমানুকে মুক্তি প্রদান করেন। গুমানু মুক্তিলাভ করিয়া প্রদীপ্ত উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। বিদ্রোহিগণও তাহার ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা শক্তির প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে। অবসর বুঝিয়া গুমানু নিজ ক্ষমতা ও ডানবারের অক্ষমতা সাধারণকে বুঝাইয়া দেয়। মিঃ ডানবার পুনরায় গুমানুকে ধরিতে চেষ্টা করেন। গুমানু ডানবারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া উপযুক্ত পরামর্শ জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল। পরগণা কয়েক দিনের জন্য শান্তিলাভ করিল। ডানবার প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহভাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশ কতক পরিমাণে সফল হইল। সেরপুর নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বহু প্রজার সহিত জমিদারের কবুলিয়ত ও পাট্টার আদান প্রদান হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণ লইয়াও পলাইয়া আসিতে হইল।

এইরূপে পরগণায় কিয়ৎপরিমাণে শান্তিবিধান করিয়া মিঃ

ডানবার ১৮৩২ সনে সেরপুর হইতে চলিয়া আসেন, এবং সেরপুরের কাছারি উঠিয়া যায়।

সেরপুরের কাছারি উঠিয়া গেলে গুমানু ও উজির সরকার তাহাদের উদ্দেশ্য সফলের উত্তম সুযোগপ্রাপ্ত হয় ও পরগণায় পুনরায় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রধূমিত করিয়া দেয়।

বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ।

বিদ্রোহী প্রজাগণ * জমিদারের কাছারি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে; জমিদারের আশ্রিত প্রজাদিগকে উৎপীড়ন ও তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, এবং জমিদারের বরকন্দাজ, গবর্ণমেণ্টের পিয়ন ও পুলিশকে প্রহার করে। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। গুমানু সরকার কলিকাতা হইতে একজন আইনব্যবসায়ীকে লইয়া আসিয়া নসিরাবাদ সহরে থাকিয়া জমিদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালন করিতে থাকে।

জানকু ও দোবরাজ পাথর।

গুমানু ও উজির সরকার যখন সেরপুর ত্যাগ করিয়া নসিরাবাদে বাস করিতেছিল, বিদ্রোহীদল তখন জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামক দুইজন অধিকতর ভয়ানক লোককে নেতৃত্বে বরণ করিল।

জানকু ও দোবরাজ উভয়ই অসভ্য পার্ব্বত্য ও ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিল। ১৮৩৩ সনের প্রথমভাগে জানকু ও দোবরাজ বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং বিদ্রোহীদিগকে

* বিদ্রোহীদিগকে তৎকালীন সরকারী কাগজপত্রে "পাগলা" বাচো অভিহিত করা হইয়াছে।

দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন দুই দলের পরিচালক হন। সেরপুরের পশ্চিম কোণে কড়ৈবাড়ী (কড়িবাড়ী) পাহাড়ের পাদদেশে বাটাজুর নামক স্থানে জানকু এবং পূর্ব্বদিকে নালিতাবাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দোবরাজ আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করে।

সেরপুর আক্রমণ।

জানকু ও দোবরাজ একযোগে সেরপুর আক্রমণ করে। এবং জমিদারদিগের গৃহ ও কাছারিবাড়ী লুণ্ঠন করে। * জমিদারগণ পরিবার লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। বিদ্রোহিগণ পুলিশ থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। জমিদারের আশ্রিত প্রজার আর্ত্তনাদে সের-পুর প্রকম্পিত হইয়া উঠে। সেরপুর পুনরায় শ্মশানে পরিণত হয়।

মিঃ গেরেট।

এই সময় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবার সাহেব ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। যথাসময়ে সেরপুরের এই ভীষণ কাহিনী ডানবারের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গেরেটকে সেরপুরে প্রেরণ করেন। ১লা এপ্রিল গেরেট সাহেব সেরপুর পঁহুছিয়া অভয় প্রদানে সকলকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলি বৃথা হইল। বিদ্রোহিগণ গেরেট সাহেবের গৃহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল। মিঃ গেরেট প্রাণরক্ষার পথ খুঁজিলেন। গেরেট নিজ জীবন রক্ষা করিয়া প্রজার জীবন রক্ষার জন্য জমিদারদিগের বরকন্দাজ ও পুলিশের সমবায়ে এক দৃঢ়শক্তি সৃষ্টি করিলেন; এবং বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন।

---

* Magistrate's letter to Commissioner Mr. H. Middleton d-19-4-1833.

দোবরাজ পাথরের অনুসরণ করিয়া নালিতাবাড়ীর দিকে একদল বরকন্দাজ ও পুলিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। দোবরাজ কোম্পানির লোক দেখিয়া গা-ঢাকা দিয়া পাহাড়ে লুক্কাইত হইয়া পড়িল। পুলিশ ও বরকন্দাজেরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজেই যুদ্ধ জয় করিলেন। সে শব্দে পাহাড় ও বনপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল।

পুলিশ সৈন্যের জয়লাভ।

পুলিশসৈন্য ফাঁকা আওয়াজে রণজয় করিয়া নালিতাবাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিল। সেরপুরে রণজয়বার্ত্তা তাড়িত-বেগে প্রচারিত হইল। মিঃ গেরেট আশ্বস্ত হইলেন। জমিদারদিগের আনন্দের সীমা রহিল না।

জমিদারেরা অবিলম্বে নালিতাবাড়ীতে কাছারি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া লোকজন প্রেরণ করিলেন। কাছারি স্থাপিত হইল এবং আমলা ও বরকন্দাজে কাছারি বাড়ী পরিপূর্ণ রহিল।

কোম্পানির লোকজনের আগমনে দোবরাজ কয়েকদিন লুক্কায়িত ছিল; অবসর বুঝিয়া হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। এবার পুলিশসৈন্য ফাঁকা আওয়াজ করিতেও অবকাশ পাইল না। যাহারা পলাইতে পারিল তাহারা রক্ষা পাইল, আর যাহারা পারিল না, তাহাদিগকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। একজন পুলিশ জমাদার, একজন বরকন্দাজ, একজন মোহরের ও একজন পিয়নকে দোবরাজ পাথর ধরিয়া লইয়া গেল। সেরপুর জুড়িয়া এক ঘোর আতঙ্কের ছায়া পতিত হইল।

দোবরাজের আক্রমণ।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মিঃ গেরেট জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট

সেরপুরে ডানবার।

রিপোর্ট করিলেন। ২৯শে এপ্রিল মিঃ ডানবার ঢাকার কমিশনার মিঃ মিডল্টনকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং অপরাহ্নে সেরপুরে প্রস্থান করিলেন। * ডানবার সেরপুরের অবস্থা বিপদ-সঙ্কুল বোধ করিয়া সেরপুরের সন্নিকটবর্ত্তী আমুদগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থান করিয়া রজনীযোগেই সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন ও সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া ও বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া, তৎক্ষণাৎ জামালপুরের সেনানায়ক মেজর মনতেট নিকট ১৫০ শত সেনা-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।†

ইংরেজ সৈন্য।

পরদিন কাপ্তেন সিল মিঃ ডানবারের সাহায্যার্থে সসৈন্যে সেরপুর পঁহুছেন। উভয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বহু পরামর্শ করেন। পরামর্শ স্থির

* কমিশনরের নিকট লিখিত চিঠিতে মাজিষ্ট্রেট ডানবার বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"Fresh disturbances of a very serious nature have occurred in Sherpur. I proceeded thither this evening and when I have gathered on the spot the most correct information on the subject I shall immediately address you again. From the character of the occurrence as noticed in the reports of the police and confirmed by numerous individuals who have left the place I fear that nothing short of military force will restore order. I shall be assured duly consider the propriety and expediency of a step so serious as calling out part of the troops at Jamalput but should it be absolutely necessary I shall endavour to do the duty which will then be before me efficient and well."

† Magt's letter to Major Monteath Commending tho 25th. Regt. N. I. at Jamalpur, dated 29-4-1833.

হইয়া গেল। কাপ্তেন সিল সৈন্যগণকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ তাহার নিজের অধীনে ও অপর অংশ লেপ্টেনেণ্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ডের অধীনে সজ্জিত হইল। কাপ্তেন সিল সসৈন্যে পশ্চিম প্রান্তে জানকু পাথরকে আক্রমণ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। অভিযানের ঘটা পড়িয়া গেল।

জানকুর শিবির ও শক্তি।

এদিকে ইংরেজসৈন্যের আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। জানকু পাথরের শিবির হইতে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সমস্ত দিবারাত্রি বন্দুকের অবিরাম ধ্বনিতে জানকু স্বীয় অনুচরবৃন্দের উদ্দেশে সাঙ্কেতিক আহ্বান করিল। দেখিতে দেখিতে তীর-ধনুকধারী সহস্র সহস্র লোক আসিয়া জানকুর শিবিরে সমবেত হইল।

যথাসময়ে কাপ্তেন সিল অবগত হইলেন, যে প্রায় চারি সহস্র সশস্ত্র অনুচর সহ জানকু পাথর ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কাপ্তেন সিল অভিযান প্রারম্ভেই ভীত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব পরামর্শ ত্যাগ করিয়া লেপ্টেনেণ্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ডকে সৈন্যসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আদেশ করিলেন।

কাপ্তেন সিলের অভিযান।

৩রা মে উভয় দলে মিলিত হইয়া আক্রমণের উপায় স্থির করিলেন ও রজনীযোগে সৈন্য পরিচালনা করিয়া পাহাড়ের নিম্নে, মধুপুর নামক স্থানে সৈন্য স্থাপন করিলেন। প্রত্যুষে ব্রিটিশের রণভেরী বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে জানকুর বাসস্থান জঙ্গী আক্রান্ত হইল। ইংরেজ সৈন্যের হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদল

ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ও পলায়ন করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কাপ্তেন সিল প্রথম উদ্যমে কৃতকার্য্য হইয়া লেপ্টেনেণ্ট ইয়ং হ্যাজবেণ্ডকে পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

৫ই মে কাপ্তেন সিল পাহাড়ের অন্তর্গত টোগলাপাড়া নামক স্থান আক্রমণ করেন। ছয় জন বিদ্রোহী ইংরেজ-সৈন্যের হস্তে ধৃত হয়। অবশিষ্ট লোক পলায়ন করে। ৬ই মে রজনী-যোগে জানকু পাথরের উদ্দেশে তাঁহারা আরও অগ্রসর হন, কিন্তু জানকুর কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না।

কাপ্তেন সিল অতঃপর সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল জমাদারের অধীনে পাহাড়ের দিকে পশ্চিমাভিমুখে, আর একদল একজন দারোগার অধীনে পূর্ব্বদিকে অভিযান করিতে আদিষ্ট হইল। মিঃ সিল স্বয়ং তৃতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জমাদার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়াই দুই শত বিপক্ষীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুপক্ষীয়েরা সত্বর তাহাদের দলপুষ্ট করিয়া লোকসংখ্যা ছয় সাত শতে পরিণত করিল; কিন্তু তাহাদের দলপতি সঙ্গে না থাকায় তাহারা কেবল আত্মরক্ষায়ই যত্নবান রহিল। এ দিকে জমাদারও তাহাদিগকে আক্রমণের উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় করিতে না পারিয়া সৈন্যদিগকে অভিযান বন্ধ রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দারোগার অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইল। অচিরাৎ দারোগা সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহীদল হতাশ হইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৮ই মে মিঃ সিল পুনরায় জলঙ্গীর বিদ্রোহীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু তাহারা বিপক্ষের দুরভিসন্ধি পূর্ব্বাহ্নেই অবগত হইতে পারিয়া গা-ঢাকা দেয়। যখন ইংরেজ-সেনা শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল তখন প্রায় শতাধিক বিদ্রোহী একযোগে ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল, কিন্তু সহসা অতিরিক্ত ইংরেজ-সৈন্য উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহীদল প্রস্থান করিল।

কাপ্তেন সিলের ঘোষণা।

ইংরেজ-সৈন্য এইরূপে বিদ্রোহ-দমনে অকৃতকার্য্য হইলে, কাপ্তেন সিল এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি জানকু পাথর ও অন্যান্য প্রধান সর্দ্দারদিগের আবাসস্থানে অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন এবং যাহারা জানকুর পক্ষ সমর্থন করিবে তাহাদিগকেও ঐ প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন।

বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ।

কাপ্তেন সিলের চেষ্টা ফলবতী হইল। ১০ই মে পাঁচ জন বিখ্যাত সর্দ্দার সহ বহুসংখ্যক বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিল। ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ১৩ই মে আরও বহুসংখ্যক বিদ্রোহী বশ্যতা স্বীকার করিল এবং জানকু পাথরকে ধরিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। ঐ তারিখে কালভদ্র ও পণ্ডিত মণ্ডল নামক দুইজন সর্দ্দার তাহাদের অনুচরগণ সহ ধৃত হইল। এইরূপে দল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে দেখিয়া জানকু দোবরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইল।*

* এ সম্বন্ধে কাপ্তেন সিল ম্যাজিষ্ট্রেট ডানবারকে লিখিয়াছিলেন :—
"That Jankoo was reported to have moved towards the

কাপ্তেন সিল জানকুকে পরাভূত করিয়া ১৯শে এপ্রিল সসৈন্যে সেরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

লেপ্টেনেণ্ট ইয়ংহাজবেণ্ডের অভিযান।

৭ই মে লেপ্টেনেণ্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ড সসৈন্যে নালিতাবাড়ী আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি প্রায় ৬০০।৭০০ বিদ্রোহীদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উভয় দল নিকটবর্ত্তী হইলে বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে। মিঃ ইয়ংহ্যাজবেণ্ড নালিতাবাড়ী পঁহুছিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, পাহাড় অভ্যন্তরে তাহাদের অতি সুদৃঢ় এক দুর্গ আছে। তিনি পরদিন রাত্রিযোগে ঐ দুর্গ আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। অভিযান বিফল হইল; তিনি বহু অনুসন্ধানেও সেই দুর্গের অবস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যাগমনকালে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী ইয়ংহ্যাজবেণ্ডকে আক্রমণ করিল। এই স্থানে বিদ্রোহিগণের সহিত ইয়ংহ্যাজবেণ্ডের শক্তি পরীক্ষা হইল। ইংরেজের বন্দুকের মুখে বিদ্রোহিগণ স্থির থাকিতে পারিল না, তাহারা পশ্চাৎ হটিয়া পড়িল। ইয়ংহ্যাজবেণ্ড তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে দোবরাজের দুর্ভেদ্য বাসস্থান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। দোবরাজের গৃহে জমাদার, বরকন্দাজ, মোহরের ও পিয়ন প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াও ইয়ংহ্যাজবেণ্ড জমাদার ব্যতীত অন্য কাহাকেও

East and that he thought matters were now in as good a train and our object so far effected that the troops with the exception of 25 men might in a day or two begin to retire from Biyadanga where they were posted."

উদ্ধার করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহিগণ নিমেষ মধ্যে বন্দী-দিগকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। অনন্যোপায় হইয়া ইয়ংহ্যাজবেণ্ড দোবরাজের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। গৃহ ভস্মে পরিণত হইল।

লেপ্টেনেণ্ট ইয়ংহ্যাজবেণ্ড প্রত্যহ নালিতাবাড়ী ও হালোয়া-ঘাটের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিদ্রোহীদিগকে উৎখাত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল কোথাও সমবেত হইলেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন। এইরূপ অবিশ্রান্ত আক্রমণে বিদ্রোহীদল ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৩ই মে অনেকেই আত্মসমর্পণ করিল; এবং দোবরাজকে ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

এইরূপে পূর্ব্বদিগের দলপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলে ইয়ং-হ্যাজবেণ্ড ২৫ জন সৈন্য নালিতাবাড়ীতে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য সহ সেরপুর পঁহুছিলেন।

২০শে মে কাপ্তেন সিল অধিকাংশ সৈন্য সহ জামালপুর পঁহুছিলেন। ইয়ংহ্যাজবেণ্ড কতক সৈন্য সহ কিছুদিনের জন্য সেরপুর রহিলেন। ৩১শে মে ইয়ংহ্যাজবেণ্ডও অবশিষ্ট সৈন্য সহ জামালপুর চলিয়া গেলেন। জুন মাসের প্রারম্ভে প্রায় সমস্ত সর্দ্দারগণই অধীনতা স্বীকার করিয়া শান্তির প্রয়াসী হইল। সেরপুরে শান্তি স্থাপিত হইল।

বিদ্রোহের অবসান।

জানকু ও দোবরাজের আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

১৮৩৪ সনে এই জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতি সম্পাদন জন্য মাজি-ষ্ট্রেট, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি রাজপুরুষদিগকে লইয়া "কমিটি অব ইম্‌প্রুভমেণ্ট" নামে একটী

কমিটী অব ইম্‌প্রুভমেণ্ট

সভা গঠিত হয়। এই কমিটীর তত্ত্বাবধানে জেলার রাস্তা ঘাট ও পুল প্রভৃতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল।*

১৮৩৬ সনে ভাওয়াল অঞ্চলে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রণভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ সূচনা হয়।

মঙ্গলসিংহ।

মঙ্গলসিং সিপাহী দলভুক্ত ছিল। কালে সৈনিক শ্রেণী হইতে তাড়িত হইয়া ডাকাতের দল সৃষ্টি করে।

মঙ্গলসিংহের অত্যাচার।

১৮৩৭ সনে ভাওয়ালের অন্তর্গত বর্ম্মী থানার বহু ভদ্র অধিবাসী মঙ্গলসিংহের অত্যাচারে ও লুণ্ঠনে জর্জ্জরিত এবং হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হয়। বর্ম্মী সেই সময়ে এই জেলার অধীন ছিল। জেলা মাজিষ্ট্রেট মঙ্গলসিংহের অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া বর্ম্মী থানার পুলিশের উপর উহার প্রতিকার জন্য আদেশ প্রচার করেন। পুলিশ প্রতিবাদী হইলে মঙ্গলসিং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করে।

অত্যাচারে সহায়তা।

এই সময় রণভাওয়ালের তালুকদার আবদুল হাফিজের ঋণের জন্য তাহার সমস্ত সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। জন্মেজয় নিবাসী ভৃগুরাম চাকলাদার ঐ সমস্ত

* Committee of Improvement's letter to the Divisional Commissioner d. 19-7-34.

সম্পত্তি ডিক্রি-প্রাপ্ত হইয়া নীলাম খরিদ করেন। ভৃগুরাম নীলাম খরিদ সম্পত্তি দখল করিতে গেলে, ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় চাকলাদারেরা পরাজিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। আবদুল হাফেজের ভগ্নী কলিমন্নেছা সম্পত্তি রক্ষণের জন্য বর্ম্মার তালুকদার মুর্শিদাবাদ নিবাসী লুৎফুল্লার আশ্রয় গ্রহণ করেন। লুৎফুল্লার অর্থে মঙ্গলসিং বশীভূত হইয়া পড়িল। উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া দস্যুর অত্যাচার-বহ্নি প্রদীপ্ততেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত পাবকের নিকট গবর্ণমেণ্টের বিরাট শক্তি ধিক্কৃত হইতে লাগিল।

গফরগাঁ বা বর্ম্মী থানার পুলিশ ও মঙ্গলসিংহের সংঘর্ষে ভাওয়ালের অরণ্য প্রদেশ নর-শোণিতে অনুরঞ্জিত হইল। মঙ্গলসিংহ জয়লাভ করিয়া প্রদীপ্ত উৎসাহে অত্যাচারের খরস্রোত প্রবাহিত করিল। তাহার দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারে ভাওয়ালের ভদ্র পল্লীগুলি শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। বহু ভদ্র অধিবাসী পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া পলাইয়া গেল। মঙ্গলসিং তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিল।

মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান।

দিবা রাত্রি সমভাবে ভাওয়ালবাসী মঙ্গলসিংহের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। প্রতিদিন মাজিষ্ট্রেটের কর্ণে সে সংবাদ পঁহুছিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট পুলিশের পর পুলিশ প্রেরণ করিলেন, গফরগাঁ ও নসিরাবাদের পুলিশ মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করিল,—মঙ্গলসিংহ ধৃত হইল না। পুলিশের এই সমবেত শক্তি মঙ্গলসিংহের চাতুরী-জাল ভেদ করিতে পারিল

না। অনন্যোপায় হইয়া মাজিষ্ট্রেট মিঃ ইরুইন মঙ্গলসিংহকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

পুরস্কার ঘোষণায় ফলোদয় হইল না। এদিকে মঙ্গলসিংহের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেক ভদ্র, ইতর মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত হইল। পুলিশ নিরুপায় হইয়া পড়িল। রাজপুরুষগণ নূতন উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইলেন।

১৮৩৭ সনের আগষ্ট মাসে গফরগাঁ থানার দারোগা মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ পল্টন সংগ্রহ করিলেন, নসিরাবাদ হইতে বহুসংখ্যক পাইক বরকন্দাজ যাইয়া তাহাতে মিলিত হইল। রণভাওয়ালের তালুকদারগণ আপন আপন লাঠিয়াল দ্বারা পুলিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। অভিযানের উদ্যোগ হইল। প্রথমতঃ দারোগা পুলিশ সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। অরণ্য মধ্যে মঙ্গলসিংহের দল চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি হস্তীপৃষ্ঠে বহু ভাগ্যে রক্ষা পাইয়া আসিলেন। হস্তীর পশ্চাতের এক পদ দস্যু হস্তে ছিন্ন হইয়া রহিল।

পুলিশসৈন্যের পরাজয়।

দারোগা পুনরায় সমবেত শক্তিতে মঙ্গলসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মঙ্গলসিংও শতাধিক লোকসহ দারোগাকে আক্রমণ করিল। বন্দুকের বিপুল প্রতিধ্বনিতে অরণ্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল। নররক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইল। পুলিশের বিরাটবাহিনী শতসংখ্যক দস্যুর হস্তে বিপন্ন হইয়া পড়িল ও বহুসংখ্যক পুলিশ-সৈন্য প্রাণ হারাইল। অনন্যোপায় দেখিয়া হত ও আহত সৈন্য ফেলিয়া দারোগা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

যথাসময় এই পরাজয়বার্ত্তা নসিরাবাদে পঁহুছিল। জেলা

মাজিষ্ট্রেট ইরুইন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি জজ চিফ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজেই ভাওয়ালে চলিয়া গেলেন। আবশ্যক হইলে জামালপুর হইতে সৈন্য-সাহায্য লইবারও পরামর্শ স্থির রহিল।

মাজিষ্ট্রেট ইরুইন যথোপযুক্ত সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়াই গফরগাঁ পঁহুছিলেন। তিনি তথায় পঁহুছিয়া মঙ্গলসিংহের অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। মঙ্গলসিংকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভাওয়াল হইতে মঙ্গলসিংহের দৌরাত্ম্য কতক দিনের জন্য তিরোহিত হইল।

মঙ্গলসিংহের অন্তর্ধান।

মঙ্গলসিং কিছুদিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া যায়। এবং নিকলী থানার অন্তর্গত বেতাল প্রভৃতি স্থানে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। বেতালে গ্লাস সাহেবের নীলের কুঠি লুঠ হয়। গ্লাস সাহেব মঙ্গলসিংহের ধৃতকারীর এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন ও মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান। এদিকে ভাওয়ালে মঙ্গলসিংহের সহযোগী গোলজারসিংহের সহিত মঙ্গলসিংহের ভ্রাতা ভৈরবসিংহের চিঠি পত্রের আদান প্রদান চলিতে থাকে।*

বেতালে মঙ্গলসিং।

* মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুসন্ধানে ভৈরবসিংহের নিকট বহু গুপ্ত চিঠিপত্র বাহির হইয়াছিল। এই সকল গুপ্ত চিঠিপত্রে বর্ম্মীর জমিদার লুৎফুন্নার নায়েব প্রেমসুক দিচ্ছিত জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে ক্রোক হয়। প্রেমসুক কারারুদ্ধ হইয়াও সসম্মানে রক্ষিত হইয়াছিলেন—তাঁহার গৃহ-পাচক কারাগারে যাইয়া প্রতিদিন

গ্লাস সাহেবের চিঠি পাইয়া মাজিষ্ট্রেট মিঃ ইরুইন্, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ হে কে মঙ্গলসিংহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। মিঃ হে উপযুক্ত রক্ষী পাহারা সমভিব্যাহারে কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি যখন যে স্থানে মঙ্গলসিংহের সন্ধান পাইতেন সেই স্থানেই অনুসন্ধান করিতেন। মঙ্গলসিং বলিয়া ক্রমে বহু ব্যক্তি ধৃত হইল। কিন্তু প্রকৃত মঙ্গলসিং ধৃত হইল না।

মিঃ হে।

১৮৩৮ সনের মধ্যভাগে নিকলী থানার দারোগা ফকির সিংহের সহিত মঙ্গলসিংহের ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়। ফকিরসিংহ ভয়ে ভয়ে মঙ্গলসিংহের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া গ্লাস সাহেবকে এতদ্বিষয় লিখিয়া পাঠান। গ্লাস সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে অবগত

মঙ্গলসিং বন্দী।

তাঁহার খাদ্য রন্ধন করিয়া আহার করাইয়া আসিত। এস্থলে সাধারণের অবগতির জন্য মাজিষ্ট্রেটের লিপির অংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল :——

"In consideration Prem Sook being a man of some consequence, I did not confine him in the some room with the other Hauzut prisoner * * * allow his *bundarry* to come and prepare his food in the presence of Daroga but not to converse and correspond with any body."

১৮৪০ সনে স্কিনার সাহেব ঢাকার মাজিষ্ট্রেট হইয়া বর্ম্মীয় প্রেমসুকের ও অন্যান্যের গৃহ ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া সমভূমি করিয়া ফেলেন (Dacca Magte's letter. to Magistrate.) প্রেমসুক বর্ম্মীয় বাড়ী ত্যাগ করিয়া নসিরাবাদে আসিয়া বাসাবাড়ী স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত পরিখা-পরিবেষ্টিত দেবালয় "দশ মহাবিদ্যার বাড়ী" নসিরাবাদ নগরের একটী দর্শনীয় দেবালয় ছিল। বিগত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূ-কম্পে সে সুন্দর দেবালয় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার বর্ম্মীয় গৃহের প্রাচীন স্মৃতি ভাওয়ালের নিবিড় বনে নীরবে লয় পাইতেছে।

করান, কিছুদিন পরে গোলাপসিংহ নামক এক ব্যক্তি জমাদারের হস্তে মঙ্গলসিং ধৃত হয়। গোলাপসিং গ্লাস সাহেবের কুঠির নিকটবর্ত্তী কোন তালুকদারের ভৃত্যের গৃহে নিদ্রিতাবস্থায় মঙ্গল-সিংহের হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলে। * মঙ্গলসিংহ বন্দীকৃত অবস্থায় নসিরাবাদে প্রেরিত হয়।

গোলজারসিং।

মঙ্গলসিংহ ধৃত হইলে পর ভাওয়ালে গোলজারসিংহের দল প্রবল থাকে।† তাহাকে ধরিবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার ঘোষণা হয়। মঙ্গল-সিংহের ন্যায় তাহাকে ধরিবার জন্যও। পুলিশের পর পুলিশ প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৩৮ সনের ২রা জুন গোলজারসিংহের অনুসরণে একদল

* "Mangal Singh was effected by an umedar of the name of Golabsing who having received tidings of Mangal Sing's living in the house of a Talukdar's servant near Mr. Glass's factory at Beitaul went on and bound his hands together."

Magte's letter to the S. Police L. P. dated 26-12-38.

মঙ্গলসিংহের ধৃতকারী উমেদার গোলাপ সিং নিকলী থানার দারোগা নিযুক্ত হয়। তাহার সাহায্যকারী তিন জন (১ জন তাহার নাবালক পুত্র) বরকন্দাজ নিযুক্ত হয়।

(†) "I am given to understand that the Sirdar Gulzar Sing and others are collected to the number from 35—40 persons who it is notorious have for years lived on plundering the inhabitants of all the neighbouring districts."

Magte's letter to S. Police L. P. dated 3.6-38.

শক্তিসম্পন্ন পুলিশ সৈন্য প্রেরিত হয়। এইবার ভীষণ দস্যু গোলজারসিংহও ধৃত হইয়া নসিরাবাদে নীত হয়। *

যথাসময়ে মঙ্গলসিং, গোলজারসিং ও তাহার অন্যান্য অনুচরগণের বিচার শেষ হইয়া যায়। নসিরাবাদের সেসন্ জজের বিচারে মঙ্গলসিংহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের ও অন্যান্য দস্যুদিগের মধ্যে গোলজারসিংহের ৯ বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। † ভাওয়ালবাসীরা শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে।

মঙ্গলসিংহের বিচার।

১৮৩৮ সনে পুনরায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ পৃথক

* ধৃত গোলজার সিংহের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জেলা মাজিষ্ট্রেট Skinner সাহেব নিম্ন বঙ্গের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ৮।৬।১৮৩৮ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

"He (Guljar Sing) is a very athletic person and his very looks betray him in short his countenance would hang him in any other country but this."

(†) Magte's letter to S. Police L. P. dated 31-5-30. মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত বলিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল—

(১) কেদু, (২) আজমত, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, (৩) গৃধারীসিং গুপ্ত চিঠি পত্র ও অস্ত্র শস্ত্র সহ ধৃত হইয়াছিল—ম্যাদ ৬ বৎসর, (৪) বঙ্গু ও (৫) হিঙ্গু ম্যাদ ৭ বৎসর করিয়া, (৬) মৌলবী আবদুল আলা ম্যাদ ২ বৎসর ও ৫০০৲ টাকা জরিমানা, (৭) মদক সেথ, মির্জ্জা, মিসু, আসু, নেওয়াজ, লুনা, গুণা, রামজয় এবং ঢাকার মদন পোদ্দার—ইহারাও মঙ্গলসিংহের দলভুক্ত ছিল বলিয়া ধৃত হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। মঙ্গলসিং যে গৃহস্থের গৃহে ধৃত হইয়াছিল ঐ গৃহস্থের এবং তাহার তালুকদারেরও শাস্তি হইয়াছিল। এমন কি তারামণি দেব্যা মঙ্গলসিংহের নিকট সম্পত্তি ইজারা দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিও গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

হইয়া যায় এবং স্কিনার সাহেব মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া কালেক্টর ইরুইন হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। *

এই সময় ঠগীর উপদ্রব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় জামালপুরে নূতন মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং ঐ সনের ১লা আগষ্ট জামালপুর কেণ্টনমেণ্টে মহকুমা স্থাপিত হয়। ঠগী দমনের জন্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট Lt. Sleeman জামালপুর গমন করেন। জামালপুরে ঠগী-জেল স্থাপিত হয়। ঠগদিগের বিচারের জন্য ঢাকায় এক বিশেষ জজের পদ সৃষ্টি হয়। J. Stainforth এই বিশেষ জজের পদে নিযুক্ত হন। এবং কাপ্তেন হলিংস (W. C. Hollings) ঢাকার ঠগী কার্য্যালয়ের এসিষ্টাণ্ট জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন।

ঠগী।

১৮৩৮ সনে ভাগলপুরের দেওয়ান ইব্রাহিম খাঁর তালুক অধিকার করিতে গেলে মুক্তাগাছার ভবানী-কিশোর আচার্য্যের সহিত সুরনগরের রঘুনাথ রায়ের ভীষণ দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। উলুকান্দি (ভৈরব-বাজার) নামক স্থানে এই দাঙ্গা সংগঠিত হইয়াছিল। প্রকাশ যে এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে মনুষ্যরক্তে মেঘনা নদীর জল রক্তাকার হইয়াছিল।

উলুকান্দীর দাঙ্গা।

* The offices of Collector and Magistrate in the District are since the 16th February in the hands of separate officers.

Magte's letter to the Supdt. of Police L. P. dated 19-5-38

এই সময়ে নীলকরদিগের ভীষণ অত্যাচার এ জেলার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কৃষকগণ অনেক সময়ে অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়াও রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে সাহস পাইত না। অগ্রসর হইলেও প্রতিকারের প্রত্যাশা অতি বিরল ছিল। সুবর্ণখালি, কাগমাইর, ঘোলকাহনীয়া, তেঁতুলিয়া, দড়িনগর, রসিদপুর, ভবানীগঞ্জ, হুল্লাবাড়ী, নওয়াপাড়া, বাগুনবাড়ী, বেতাল প্রভৃতি স্থানে নীলকরদিগের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে প্রতি নিয়ত অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইত।

নীলকরের অত্যাচার।

রাজপুরুষগণ অধিকাংশ স্থলেই নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন। নীলকরেরা কৃষকের অজ্ঞাতে তাহাদের নামে জাল কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিত। কৃষক অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে নীলকর জাল দলিল দাখিল করিয়া বিচারকের অনুগ্রহে প্রজার উদ্যম বিফল করিয়া দিত। *

* ১০।৩।৫৮ সনের একখানা চিঠিতে ময়মনসিংহের তৎকালীন এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জে. এম্. হে বেতালের নীলকর Glass সাহেবকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে অবস্থা বুঝা যাইবে। হে সাহেব লিখিয়াছেন—" I have ordered your Muktear to file the pattah of such land within 8 days and should he produce it within 8 days, I intend to dismiss the case at once. Which they generally allege it to be, of course your maktear fails to produce the pattah the case must be proceeded with in the regular manner. After much reflection I think the above the best mode of disposing of case of the above nature. Of course they are at liberty to asserting the pattah to be a false one."

এইরূপ অত্যাচার ও অরাজকতায় অনেক স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সমবেতশক্তি নীলকরের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। এক-পক্ষে রাজপুরুষ ও নীলকর অপরদিকে দেশীয় ভূম্যধিকারী ও প্রজা, ঘোরতর বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন।

এইস্থলে নীলকরদিগের এইরূপ একটী অত্যাচার ও তাহার পরিণামের বিবরণ উল্লেখ করা গেল।

অত্যাচারের নমুনা।

১৮৪৩ সনে কাগমারীর নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব কতকগুলি প্রজাকে আবদ্ধ করেন ও তাহা-দিগকে নীলের দাদনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। প্রজারা নীল বুনিতে অস্বীকার করায়, একজন প্রজার মাথা মুড়াইয়া তাহাতে কাদা মাখিয়া নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়া হয় ও অপর একজনকে বৃহৎ সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া রজনীযোগে বেলকুচির কুঠিতে পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। কয়েকজন এই ভীষণ অত্যাচার ও অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া নীলের দাদন লইয়া পরিত্রাণ লাভ করে। যথাসময়ে প্রজাগণ গোলকনাথ রায়ের নিকট কিং সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের কথা অবগত করাইলে, গোলকনাথ সদলবলে কিং সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন ও কিং সাহেবকে ধরিয়া নিয়া গোপন করিয়া রাখেন।

উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণও প্রজার কথায় কর্ণপাত করিত না। এই সম্বন্ধে ১৮৫৬ সনে সদর কোর্টের জজ মিলার সাহেব সিরাজগঞ্জের রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :—

"There are reasons to believe that the charges against the planter are often wholly without foundation."

Annals of Indian Administration of 1857.

উভয় পক্ষই জেলা-মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এদিকে কিং সাহেব ও গোলকনাথ কাহারও তত্ত্ব পাওয়া যায় না। জেলা-মাজিষ্ট্রেট গোলকনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও মালদহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন।* গোলকনাথকে কোথাও পাওয়া গেল না। বহুদিন পরে পাকুল্যা থানার দারোগার সাহায্যে কিং সাহেব পরিত্রাণ লাভ করিলেন। †

অনেক স্থলেই প্রজা অত্যাচার সহ্য করিয়াও নীল বুনিতে স্বীকৃত না হইলে তাহাকে সিন্ধুকে বা বাক্সে পূরিয়া অন্য কুঠিতে স্থানান্তরিত করা হইত। ‡ নীলকরের এইরূপ বীভৎস অত্যাচার এ জেলায় অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পর্য্যন্ত ছিল।

১৮৩৯ সনে মধুপুরে হনুমান সিংহের আবির্ভাব হয়। হনুমান জামালপুরের ৩৬ সংখ্যক দেশী পদাতিক সৈন্যদলের একজন সৈন্য ছিল। ১৮৩৯ সনের এপ্রিল মাসের শেষভাগে হনুমান জামালপুরের সৈন্যাবাস হইতে বিনা অনুমতিতে বাহির হইয়া যায়। § হনুমান সৈন্যদল হইতে বাহির হইয়া দস্যুদল সৃষ্টি করিয়া গাব-

হনুমান দস্যু।

* Magte's letter to the Jt. Magte., Pabna, Jt. Magte. of Maldha, Magte. of Rajsahi & dated 20-11-43.

† Magte's letter dated 1-7-44.

‡ "বোল হাসিয়া" কুঠির অধ্যক্ষ Wise দেবু মালির বাড়ী লুঠ করেন ও তাহার ভাই লেভুকে ধরিয়া লইয়া ঢাকার অন্তর্গত একডালার কুঠিতে চালান করেন। Babu Ram Sanker Sen's letter dated 8-2-62.

§ Magte's acknowledgement to Major C. Golley commending 36th Reg. N. I. Jamalpur no. 187 dated 6-5-1839.

তলী ও মধুপুরের মধ্যে নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিতে থাকে। পুলিস তাহাকে ধরিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে তাহার প্রতাপ আরও বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় একদা পুলিশের গুপ্তচরের হস্তে হনুমান ধৃত হয়। কথিত আছে হনুমান হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিল। এবং ইতঃপূর্ব্বেও শারীরিক শক্তিতে অনেকেই তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। পুলিশ এই ভয়ে হনুমানকে হস্তীর পদের সহিত হস্তবদ্ধ করিয়া আনয়ন করে। শুনা যায় হনুমান যখন মুক্তপদে পথিমধ্যে বৃক্ষাদি টানিয়া ধারত তখন হস্তীও হঠাৎ তাহার শক্তিতে পরাভূত হইয়া ক্ষণকাল থামিতে বাধ্য হইত। হনুমান রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলে অত্যাচার অনেক কমিয়া যায়।

১৮৩৯ সনে এ জেলায় ধরমচাঁদ ঘোষ প্রথম ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসেন।

জেলা বিভাগ।

১৮৪৫ সনের ১লা মার্চ্চ জামালপুর হইতে সেনা-নিবাস উঠিয়া যায়।* এই সময় জেলা মাজিষ্ট্রেট ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ২টী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেরপুর, সিরাজগঞ্জ, হাজিপুর, পিংনা এই ৪ থানা লইয়া জামালপুর মহকুমা এবং নিকলী বাজিতপুর, ফতেপুর ও মাদারগঞ্জ এই ৪ থানা লইয়া হুসেনপুর বা নিকলী মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব হয়।† এপ্রিল মাসে গবর্ণমেণ্ট সিরাজগঞ্জের ও জামালপুরের মহকুমা দুইটী স্থাপনের

* Magte's letter to Captain William dated 3-3-45.

† Do. to under Secy. to the Govt. of Bengal. dated 11.3-45.

অনুমতি করেন। তদনুসারে পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সিরাজগঞ্জ * ও ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট জামালপুর মহকুমার ভার গ্রহণ করেন।

শিক্ষার সূত্রপাত।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলায় শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হয় এবং সদর ষ্টেশন নসিরাবাদে হার্ডিঞ্জস্কুল নামক একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; অতঃপর গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা হয় ও ক্রমে অনেক স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৫৩ সনে জেলা স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা দেশময় আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সিপাহীবিদ্রোহ।

ঢাকায় বিদ্রোহ।

১৮৫৭ সনে দেশ ব্যাপিয়া এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া পড়িয়া গেল। নবেম্বর মাসে বিদ্রোহের বিরাট আতঙ্কে ঢাকা নগরী শিহরিয়া

* সিরাজগঞ্জমহকুমার অধীন কেবলমাত্র সিরাজগঞ্জ থানাই এ জেলার অধীন ছিল। সিরাজগঞ্জের দায়রার মোকদ্দমা ময়মনসিংহের দায়রার জজ করিতেন। এই অবস্থায় বিশাল যমুনা নদী পার হইয়া নসিরাবাদে গমনাগমন সাধারণের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া নিম্ন বঙ্গের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১২।১২।৪৫ তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠান। অতঃপর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ২০।৮।১৮৪৬ সনের আদেশ অনুসারে সিরাজগঞ্জের দায়রা মোকদ্দমার বিচারভার রাজসাহীর দায়রা জজের উপর ন্যস্ত হয়।

(Vide Registrar, No. 60, dated 13-1-47 to the Magte.)

উঠিল। ঢাকার সিপাহীদিগের ঘটনা প্রতিদিন নব পল্লবে পল্লবিত হইয়া আসিয়া ময়মনসিংহবাসীদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সহরের স্কুল দুইটী প্রায় ছাত্রশূন্য ও বাজারের দোকান পাট একরূপ বন্ধ হইয়া সহর এক নীরব মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সহরের অবস্থা ও সহর-বাসীর আতঙ্ক।

স্থানীয় জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব নাজির পরমানন্দ সেন তখন স্থানীয় জেলা স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। সেন মহাশয় সিপাহীবিদ্রোহের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—ঢাকার সিপাহীদিগের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রতিদিন ঢাকার কাহিনী অতিরঞ্জিত হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও অধিকতর ভীত করিয়া তুলিত।

এক দিন তাঁহারা শুনিলেন ঢাকার সিপাহিগণ ঢাকাস্থ সকল ইংরেজকে হত্যা করিয়া ঢাকা অধিকার করিয়াছে ও ময়মনসিংহের দিকে আসিতেছে। সংবাদ বাতাসের আগে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিল। তখন টার্টার সাহেব ডিষ্ট্রীক্ট জজ, লেন্স সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও রেনল্ড্‌ সাহেব কালেক্টর। তাঁহারা হেড্‌ মাষ্টার বাবুকে লইয়া মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও জজ সাহেবের কুঠীতে গেলেন। জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর সকলে তাঁহাদের সহিত কুঠী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ও সকল সহর প্রদক্ষিণ করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় সহরবাসীদিগকে অভয় বাণীতে আশ্বস্ত করিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে সিপাহীরা কেবল টুপিওয়ালাদিগকে ধরিবে ও মারিবে দেশীয়দিগের প্রতি তাহাদের কোন আক্রোশই নাই। সাহেবদিগের কথায় সকলেই

কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল বটে কিন্তু আতঙ্কের ছায়া কাহারও মন হইতে তিরোহিত হইল না। এইরূপে দিন চলিল—অনেক দিন তাঁহাদের আহার হইত না। যে দিন প্রাতঃকালে শুনা যাইত সিপাহীরা আসিতেছে বা আসিয়াছে সে দিন রান্না বন্ধ থাকিত। তারপর যখন স্নানের সময় পর্য্যন্ত দেখা গেল সিপাহীরা আসিল না তখন স্নান করিয়া চিড়া খাইয়া স্কুলে যাইতেন; যদি স্কুলের সময় দূরে কোন কলরব শুনা যাইত, অমনি "সিপাহী আসিয়াছে" বলিয়া ছাত্রগণ স্কুল হইতে বাহির হইয়া যাইত। একদিনের কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন "আমাদের স্কুলের একটী শিক্ষক প্রত্যেক কথার পূর্ব্বে "I say" এই কথাটী ব্যবহার করিতেন। স্কুলে পড়াইতেছি, এমন সময় তিনি অন্য ক্লাস হইতে ডাকিয়া আসিলেন আইছে পরমানন্দ (I say Paramananda Babu) বাবু। তাঁহার ঐ "আইছে" কথাকে সিপাহী আসিয়াছে ভাবিয়া সকল ছাত্র "আইছে" "আইছে" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।" যদি বিকালে সিপাহী আসিবে শুনা যাইত, তবে লোকে সহর ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া যাইত। এবং গৃহস্থের গোশালা বা এইরূপ কোন গৃহে রাত্রি যাপন করিত। সে দিন সহর একরূপ জনশূন্য থাকিত। অনেকে টাকা পয়সা এমন কি লোহার সিন্ধুকও মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত। পরমানন্দ বাবু তাঁহাদের ঘরের এক স্থানে এইরূপ রাখিয়াছিলেন। যাঁহাদের জিনিস পত্র বিস্তর ছিল তাঁহারা অনেক সময় বাসা ছাড়িতেন না। তখন ময়মনসিংহ সহরে "পরিবার" রাখার প্রথা খুব প্রচলিত ছিল না। এইরূপে অনাহারে ও অনিদ্রায় তাঁহারা অনেক দিন রহিয়াছেন। এক দিন সত্য সত্যই জজ, মাজিষ্ট্রেট ও

কালেক্টর প্রভৃতি ইংরেজদিগকে একটু সচকিত দেখা গেল। সে দিন আফিস আদালত স্কুল কিছুই হইল না। সমস্ত দিন তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া সহর বেড়াইলেন—শুনা গেল সিপাহীরা ঢাকার কেল্লা উড়াইয়া দিয়াছে—হুসেনপুরের মুনসেফী কাছারী পুড়াইয়া দিয়াছে—কেহ বলিল সিপাহীরা গোদাড়া পার হইতে অমুকে দেখিয়া আসিয়াছে—কেহ বলিল সহরেও সিপাহীদিগের ২।১টা চর আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ছুই প্রহর ১২ ঘটিকার সময় সত্তগঞ্জ বাজারে সিপাহীদিগের বন্দুকের ঘন ঘন শব্দ শুনা যাইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সহর জনশূন্য হইয়া গেল। বিকাল বেলা শুনা গেল সিপাহীরা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পার দিয়া জামালপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেলে কাছারীর সম্মুখে, ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া বহু লোক সমবেত হইল, কতকগুলি বরকন্দাজ সহ মাজিষ্ট্রেট সাহেবও আসিলেন। সাহেবেরা বলিলেন, লোক দেখিয়া সিপাহীরা এ পারে পঁহুছিতে সাহস পায় নাই।

ঢাকার সিপাহীবিদ্রোহের দৈনিক বিবরণীতে ঢাকা কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল ব্রেনেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন—

ব্রেনেণ্ড সাহেবের ডাইরি।

"২৮শে নবেম্বর—বিদ্রোহী সিপাহীদিগের মধ্যে ৪ জনকে ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত করা হইয়াছে। আরও কতকগুলিকে ঐ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

২৯শে নবেম্বর—আমরা সপ্তাহ ব্যাপিয়া ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টবাসীদিগের জন্য চিন্তিত ছিলাম। কারণ পলায়িত বিদ্রোহিগণ ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের দিকে ধাবিত হইয়াছিল।

"সৌভাগ্যের বিষয় যে সিপাহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু টুকের (ময়মনসিংহের) পথে যে দল অগ্রসর হইয়াছিল সে দল বৃহৎ ছিল। ঐ দলের সম্মুখ ভাগে ২০ জন অস্ত্রধারী ও তৎপশ্চাৎ একদল নিরস্ত্র সিপাহী ছিল। সন্তানসহ একটী স্ত্রীলোকও ঐ দলে ছিল। তৎপশ্চাৎ বহু আহত সিপাহী ও সকলের পশ্চাতে আর এক দল সশস্ত্র সিপাহী চলিয়াছিল।

"সিপাহী সৈন্য ময়মনসিংহ সহরের নিকটবর্ত্তী হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেব এক দল বরকন্দাজ সহ তাহাদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। সিপাহিগণ মাজিষ্ট্রেটের সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া জামালপুর অভিমুখে প্রস্থান করে।"

সিপাহিগণ জামালপুরে না গিয়া ময়মনসিংহ ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম পথে চলিয়া যায়।

ময়মনসিংহে বিদ্রোহী সিপাহী আসিতেছে শুনিয়া মুক্তাগাছার লক্ষ্মীদেব্যা ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। কোন কোন ইংরেজ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের সহর ত্যাগ।

কেহ কেহ ধনী গৃহ অপেক্ষা পল্লীগ্রামের কৃষক গৃহে আশ্রয়-স্থান নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। জজ টার্টার সাহেব স্ত্রী পুত্র লইয়া সৈদগাঁয়ের মাণিক মণ্ডলের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাণিক মণ্ডল সাহেবের অবস্থা ভাবিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল—

"হুজুর! আমরা ২৫ জন জোয়ান আদমি থাকিতে তোমার শরীরে কে হাত দিতে পারে? কোন ভয় নাই—"

সাহেব নাকি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

"মণ্ডল, বাঙ্গালীকা কুছ পরোয়া নেহি—হামলোক শুন্তেহেঁ কি খালি "টুপিওয়ালাকো মারতেহেঁ।"

এই "টুপিওয়ালা কো মারতেহেঁ" কথাটী আজ পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। সিপাহীবিদ্রোহ এই জেলায় এইরূপ একটা আতঙ্ক মাত্রই আনিয়াছিল।

সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শিক্ষা ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্য ও রাজনীতি—প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠশালা, ছাত্র-বেতন, ছাত্রশাসন, টোল, মুদ্রিত গ্রন্থ, দেশীকাগজ, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দুসমাজের ভাব, ইংরেজীশিক্ষিতের আদর, হিন্দু মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজ, পশ্চিমময়মনসিংহের সমাজ, পূর্ব্বময়মন-সিংহের সমাজ, সমাজের শক্তি, ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী সমাজ, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আন্দোলন, নসিরাবাদে কেশব সেন, স্ত্রী-শিক্ষা, নসিরাবাদে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হিন্দুমতে বিধবাবিবাহ, হিন্দু-ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা, খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা, নববিধান সমাজ, ব্রাহ্মমতে বিধবাবিবাহ ও গন্ধর্ব্ববিবাহ, প্রচা-রকগণ, কিশোরী ভজন; রুচি, সমাজের অবস্থা, সহমরণ; সাহিত্য; রাজনীতি, সভাসমিতি, বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন।

শিক্ষা, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি।

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি।

সেকালে শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক প্রকৃতির কোন স্কুল কলেজ স্থাপিত ছিল না। এবং শিক্ষাদান করিয়া অর্থ লইবার প্রথাও প্রচলিত ছিল না। পল্লীর কোন ভদ্রলোকের গৃহে একটী ছাত্র থাকিলে ঐ ছাত্রের অভিভাবকই তাহাকে পড়াইতেন। তাহার সঙ্গে একে একে গ্রামের বহু ছাত্র আসিয়া শিক্ষিত হইত। অতি প্রাচীন কালে ভূর্জ্জপত্রে কঞ্চির লেখনী দ্বারা সকলকেই লিখিতে হইত। চাউল পুড়াইয়া হাঁড়ির কালী দ্বারা কালী প্রস্তুত হইত। বৃদ্ধেরা তাহা ব্যবহার করিতেন। বালকেরা নিজেরা লাউ পাতায়

হাঁড়ির কালী মাখিয়া জলে চিপিয়া সহজ প্রণালীতে কালী প্রস্তুত করিয়া লইত। বালকেরা ভূর্জ্জপত্রে বা তালপত্রে পার্শী ও বাঙ্গালা অক্ষর লিখিত ও অঙ্ক করিত। পাঠ শেষ হইলে দোয়াত কলম ও লিখা একত্র রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক "জয় জয় দেবী চরাচর সার" ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করতঃ ভক্তি-ভাবে শেষ প্রণাম করিয়া উঠিয়া গুরুকে প্রণাম করিত। এইরূপ সকাল ও বিকাল দুই বেলা লিখিবার প্রথা ছিল। তখন বালকদিগের পড়িবার মুদ্রিত কোন পুস্তক ছিল না। বৃদ্ধেরা দ্বিপ্রহরে হস্তলিখিত রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মাপুরাণ, দুর্গাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। স্নান না করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের বিধি ছিল না।

ইংরেজ শাসনে এতদ্দেশে পাঠশালার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

পাঠশালা।

গ্রামের কোন এক ব্যক্তি গুরু মহাশয়ের বা এলেমির পদ গ্রহণ করিয়া গ্রামের ধনি-গৃহের চণ্ডিমণ্ডপে বা আটচালা ঘরে পাঠশালা বা মুক্ত খুলিয়া বসিতেন। গুরু মহাশয়দিগের পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন হইত না। বেত্রহস্তে যিনি যত অধিক আস্ফালন করিতেন ও দুষ্ট ছাত্রকে দমনে রাখিতে পারিতেন তিনিই উপযুক্ত গুরু মহাশয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন। এই সময় বালকেরা কলার পাতে লিখিত। পড়িবার পুস্তক তখনও মুদ্রিত হয় নাই। ছাত্রদিগকে বসিবার জন্য নিজ নিজ গৃহ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাটি লইয়া যাইতে হইত। গুরু মহাশয় মধ্যগৃহে জলচৌকিতে উপবেশন করিতেন। তাঁহার পায়ে কাষ্ঠপাদুকা ও গলদেশে দ্বিতীয় বস্ত্র থাকিত।

বালকদিগের স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি, বিঘাকালি, ইত্যাদিই লিখিবার বিষয় ছিল।

ছাত্র-বেতন।

গুরু মহাশয় ছাত্র বেতন বাবতে নগদ পয়সা পাইতেন না। নির্দ্দিষ্ট হারে ধান্য পাইতেন। ইহার উপর পরি পার্ব্বণে কলা, মুলাটা, তরি তরকারি, উপরি পাওনাও ছিল। গুরু মহাশয়ের বাড়ীর হাট বাজার বালকেরাই করিয়া দিত। গৃহ-প্রাঙ্গনের ক্ষেত্র কর্ষণ, তরকারী ইত্যাদির গাছ রোপণ তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। গ্রামে গুরু মহাশয়গণের অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।

ছাত্র শাসন।

এই সময়ের ছাত্রশাসনপ্রথা বড়ই ভয়ানক ছিল। ১৮৩৪ সালে মিঃ এডাম এতদ্দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন জন্য জেলায় জেলায় গমন করেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণীতে চতুর্দ্দশ প্রকারের শাস্তির কথা লিখিত হইয়াছে। এই সকল শাস্তি,—ত্রিভঙ্গী, লাড়ুগোপাল, সূর্য্যমুখী, প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। পাঠশালার এই শিক্ষা কোন প্রকারে নিজ নাম দস্তখত শিক্ষা ও জমিদারী মহাজনী কার্য্যের উপযোগী হইলেই চলিত।

টোল।

পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ হইত। সেখানেও হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইত। টোলের ছাত্রেরা 'পড়ুয়া' ও গুরু 'মহাশয়' নামে অভিহিত হইতেন। টোলের ছাত্রেরা গুরুকে পিতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত। বহু স্থানের লোক আসিয়া, গুরুর গৃহে থাকিয়া পাঠ করিত। গুরুগৃহের যাবতীয় কার্য্য পড়ুয়াদের কর্ত্তব্য কার্য্যের

মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন গুরুগৃহের চিত্র স্বর্গীয় চিত্র প্রকটিত করে।

মুদ্রিত গ্রন্থ।

কিছুকাল পরে ছাপার পুস্তক প্রকাশিত হয়। "শিশুবোধক"ই বোধ হয় প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। বয়স্কদিগের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই বত্রিশসিংহাসনের পুঁথি বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঠের অক্ষরে লণ্ডন নগরে এই বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

দেশী কাগজ।

এই সময় এ জেলায় দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত এবং তাহাই দলিলপত্রে ও জমিদারী কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। এ জেলায় প্রস্তুত কাগজ সমূহের মধ্যে কেল্লা তাজপুরের ও আটীয়ার কাগজ অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৪৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে নসিরাবাদ জেল খানাতেও কাগজ প্রস্তুত করার কারখানা স্থাপিত হয়।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি।

ক্রমে শিক্ষাপদ্ধতি উন্নত হইয়া আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তিত হয় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এ জেলার স্থানে স্থানে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। ১৮৪৬ সালে নসিরাবাদ হার্ডিঞ্জ স্কুল ও গ্রামে গ্রামে আরও কয়েকটী গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। এবং ক্রমে ১৮৫৩ সনে নসিরাবাদে ইংরাজী বিদ্যালয় (জেলা স্কুল) স্থাপিত হয়।

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দুসমাজের ভাব।

জেলায় ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইলে দেশে যাঁহারা শিক্ষিত ও বড়লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল তাঁহাদের ছেলেদিগকে ইংরেজী স্কুলে পড়িতে দিলেন। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু

ইংরেজী স্কুলকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ইহাতে নগরে ও মফঃস্বলে দুই দলের সৃষ্টি হইল। এক দল বলিত "বণিক ফিরিঙ্গিরা ইংরাজী পড়াইয়া জাতি নষ্ট করিতে আসিয়াছে, নতুবা নিজ ব্যয়ে এরূপ স্কুল দেওয়ার প্রয়োজন কি?" অন্য দল প্রতিবাদ করিয়া বলিত "আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া কার্য্যকারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন।" বহু দিন এই দুই মতের বিরোধ চলিয়াছিল। তখন যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ থাকিতেন তাঁহাদের অতি নিকট আত্মীয়, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে যাইত না। এবং ইহার মধ্যেও ৮ ছাত্র ভিন্ন জেলাবাসী ছিল। অতঃপর ধর্ম্ম বিরোধে এই উভয় মত আরও দৃঢ় হইয়া যায়।

ইংরেজী শিক্ষিতের আদর।

যাহা হউক, তখন ইংরেজী শিক্ষা জনসাধারণের নিকট ঘৃণার বিষয় হইলেও, দেশে ইংরেজী শিক্ষিতের প্রভূত আদর ছিল। জেলা কালেক্টরের হেড্ কেরাণী কালী বাবুকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসায় লোক ঝুঁকিয়া পড়িত। কালী কেরাণী বিকাল বেলায় নদীর পাড়ে বেড়াইতে বাহির হইলে তাহার পশ্চাতে বহু লোক জুটিত। তাঁহার মুখে ইংরেজী কথা শুনিবার জন্য বহু লোক আগ্রহ প্রকাশ করিত। কালী কেরাণীর ইংরেজী মতে হাসি, ইংরেজী মতে কাসি, ইংরেজী হাটা, ইংরেজী কায়দা, সকলি তখনকার উন্নতিশীল যুবকগণের অনুকরণের বিষয় হইয়াছিল। বি. এ. বা এম. এ. পাস তখনও এ জেলায় প্রবেশ করে নাই। ১৮৬৬ সনে কিশোরগঞ্জ মহকুমার কালীনাথ ধর ও টাঙ্গাইল মহকুমার প্যারীমোহন বিশ্বাস প্রথম বি. এ. পাস করিয়া

আসেন। ইঁহারা দুইজনই ময়মনসিংহের প্রথম বি. এ.। ১৮৬৭ সনে প্যারীমোহন বিশ্বাস এম, এ, ও ১৮৬৮ সনে আনন্দ-মোহন বসু এম. এ. পাস করেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইত। বহু দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকও ইংরেজীর বি. এ, এম. এ. পাস দেখিয়া চক্ষের তৃপ্তি সাধন করিতে আসিত। এইরূপ ইংরেজী পাস ছেলে দেখিবার সাধ থাকিলেও, দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা অধিকাংশেরই ছিল না সুতরাং প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের পর বহু দিন পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত জেলার জন্য এই একটী ইংরেজী বিদ্যালয়ই প্রচুর ছিল বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে, বঙ্গ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ৭০টী ও পশ্চিম ময়মনসিংহে ৩৮টী হইয়াছিল। পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ৭০টীর মধ্যে ১৭টী তে ও পশ্চিম ময়মনসিংহের ৩৮টীর মধ্যে ৯টী তে অল্প অল্প ইংরেজী অধ্যয়ন চলিত। প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের শতর বৎসর পরে ১৮৭০ সনে টাঙ্গাইল জাহ্নবী স্কুল স্থাপিত হয়। এবং ইহার ১২ বৎসরের পরে কিশোর-গঞ্জ ও জামালপুরে উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। অতঃপর বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ জেলায় দশটী নূতন এণ্ট্রেন্স স্কুল ও দুইটী কলেজ স্থাপিত হইয়া এ জেলার শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিতেছে।

হিন্দু, মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজ।

ষোড়শ শতাব্দীতে এ জেলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবল বাতাস আসিয়া জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে কিছু দিনের জন্য আংশিক ভাবে বিব্রত করিয়া তোলে। তখন মুসলমান রাজা জেতা, হিন্দু বিজিত। সুতরাং

বৈষ্ণব মতের আবির্ভাব হিন্দু সমাজকেই অধিক পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। এই সংঘর্ষণ কিছু দিন চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে সাম্যনীতির দোহাই দিয়া বহু অধস্তন জাতি আসিয়া বৈষ্ণব সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বহু হীন জাতিয়ের সম্মিলনে বৈষ্ণব সমাজ মলিন হইয়া যায় এবং সমাজের সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতঃপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে জাতিভেদ প্রথা স্থাপিত হয়। জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করিয়াও বৈষ্ণব সমাজের ব্রাহ্মণ নেতাগণ তাঁহাদের ক্ষমতা বর্ত্তমান রাখিতে চেষ্টা করিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমাজে অব্যাহত ভাবে পরিচালিত হইতেছে। শিষ্যব্যবসায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ অতি নিম্ন সমাজের হিন্দুকেও মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন।

পশ্চিম ময়মনসিংহের সমাজ।

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এ জেলার কোন অংশে বল্লালী কৌলিন্য প্রথা প্রবেশ করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম ময়মনসিংহের সমাজে বল্লালী কৌলিন্য প্রথার চিহ্ন পাওয়া যায়। এই সমাজ ৪০০ বৎসরের অধিক কাল হয় গঠিত হয় নাই। এই সমাজের উপর মুসলমানের প্রভাব অধিক লক্ষিত হয় না।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সমাজ।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে বল্লালী কৌলিন্য প্রবেশ করে নাই। এই সমাজের উপর মুসলমানের প্রভাব অতিশয় অধিক মাত্রায় লক্ষিত হয়। জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান, তাঁহাদের বংশধর ও পারিষদগণের প্রভাবে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের হিন্দু সমাজ গঠিত ও পরিচালিত হইত। দেওয়ানদিগের অধীনে যাঁহারা প্রধান কার্য্যকারকের পদে কার্য্য

করিতেন তাঁহারা রায় ও যাঁহারা নায়েবের কার্য্য করিতেন, তাঁহারা চৌধুরী উপাধি পাইতেন। এইরূপ বিভিন্ন কার্য্যের জন্য মজুমদার, খাশনবিশ, কারকুন, শিকদার, তহবিলদার, খাঁ প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হইত। সমাজে এই উপাধির প্রচুর সম্মান ছিল এবং তাহা বংশধরগণক্রমে বর্ত্তিত। উপাধি অনুসারে এই সম্মানিত ব্যক্তিগণই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন।

সমাজ শক্তি।

তখন সমাজের শক্তি অপরিসীম ছিল। সমাজে বিচার ও শাসন বিভাগের কার্য্য সম্পাদিত হইত। সমাজের মীমাংসার উপর কথা বলিবার কেহ ছিল না। সমাজের শাসন উপেক্ষা করিলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। হুকা বন্ধ, জল বন্ধ, প্রভৃতি দণ্ড সমাজে প্রচলিত ছিল। এইরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে হিন্দু সমাজ চলিয়া আসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে উপনীত হয়। এখনও অনেক অন্ত্যজ জাতীয়দিগের মধ্যে এইরূপ সামাজিক বা পঞ্চায়তি বিচার প্রচলিত আছে।

ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী সমাজ।

এই সময় এ জেলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন লইয়া গ্রাম্য-সমাজে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান কায়স্থ বৈদ্যগণ ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ক্রমে গবর্ণমেণ্টের ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে লোকের মনে সন্দেহের ছায়া পড়িল—তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"ফিরিঙ্গীরা দেশ খ্রীষ্টাং করিয়া ফেলিবে। যাঁহারা বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য নসিরাবাদে ছেলে রাখিয়াছিলেন তাঁহারা ছেলেকে বাড়ী লইয়া গিয়া পাঠশালায় রাখিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৃহে

টোলের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। হিন্দু সমাজে বিপ্লব আরম্ভ হইল।

১৮৫৩ সনের ৩রা নবেম্বর ময়মনসিংহ নগরে গবর্ণমেণ্টের ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন।

১৮৫৪ সনে সহরের ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস, ত্রিপুরাশঙ্কর গুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র গুহ প্রভৃতি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করিয়া সহরে তুমুল আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা আপন আপন ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাসায় বাসায় যেখানে সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোলাহল সহর জয় করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিল।

নসিরাবাদে কেশব সেন।

১৮৬৬ সনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন নসিরাবাদ নগরে আগমন করিলেন, তাঁহার আগমনে নসিরাবাদ ব্রাহ্ম সমাজ সজীব ভাব ধারণ করিল। মুক্তাগাছার অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী তাম্বু গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ১৮ই অগ্রহায়ণ কেশব বাবু "জীবনেধর্ম্ম" সম্বন্ধে ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তৎপর দুই দিবস বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া বহু লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হিন্দু সমাজে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

অবসর বুঝিয়া একদল উন্নতশীল যুবক স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ব্যস্ত

স্ত্রী-শিক্ষা।

হইয়া পড়িলেন। সহরের তারকনাথ সেন, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর সিংহ, পার্ব্বতীচরণ রায় ও হরকিশোর রায় প্রভৃতির চেষ্টায় কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

নসিরাবাদে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বহু যুবক ব্রাহ্মদলে মিশিতেছে দেখিয়া সহরের নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ ব্রহ্মদিগের প্রতি কিছু অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ভয় পাইলেন না। ১৮৬৭ সনে ব্রাহ্ম সমাজের আহ্বানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই নগরে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মগণ শক্তি শঞ্চয় করিয়া আরও সজীব হইয়া উঠিলেন। ৩০ শ মাঘ বিজয়কৃষ্ণ "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতায় কয়েকজন হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

হিন্দুমতে বিধবা বিবাহ।

এই সময় হিন্দু মতে বিধবার বিবাহ দিবার ধূম দেশে প্রবাহিত হইতেছিল। ময়মনসিংহের কালীনাথ দে এই সময় হিন্দু মতে বিধবা বিবাহ করিলেন। হিন্দু সমাজে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হিন্দুদিগের চৈতন্য হইল। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মজ্ঞান-প্রদায়িনী সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

হিন্দুধর্ম্মজ্ঞান-প্রদায়িনী সভা।

১২৭৩ সনের ১৭ই ফাল্গুন (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) জমিদার সম্ভুচন্দ্র রায়ের বাসাতে নগরের হিন্দুগণ সমবেত হইয়া "হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞান প্রদায়িনী "সভার" প্রথম অধিবেশন করেন। মণ্ডয়ার হরিকিশোর রায় সভার সভাপতিরআসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় এককালীন ৫০০০৲ ও মাসিক ৩০৲ চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ, সূর্য্যকান্ত

আচার্য্য চৌধুরী, রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামজয় মজুমদার, বামাসুন্দরী দেব্যা, শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, তারিণীকান্ত লাহিড়ী, কাশী-কিশোর রায়, হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোকের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর প্রদত্ত হয়। ১৩ই তারিখ হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী সভা স্থাপিত হইলে ১৫ই তারিখে পুনরায় বিজয়কৃষ্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এইরূপ হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী আন্দোলনের স্রোত খর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এদিকে হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের প্রবল দলাদলি চলিতে লাগিল। অপর দিকে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল।

খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা।

হিন্দু ও ব্রাহ্ম-দ্বন্দে অবসর পাইয়া খ্রীষ্টান মিশনারি আপন কার্য্য উদ্ধার করিলেন। ১৮৬৭ সনে পাদরী বিয়ন সাহেব জেলাস্কুল গৃহে দুইটী হিন্দুকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিলেন। হিন্দু সমাজে আরও কোলা-হল উত্থিত হইল।

নববিধান সমাজ।

১৮৭৭ সনে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা বিবাহ লইয়া নব-বিধান সমাজের নূতন আন্দোলন উপস্থিত হয়। সহরের ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, সাধারণ ও নববিধান এই দুই দলে পরিণত হয় এবং তাহাতে ভয়ানক দলাদলির সূত্রপাত হয়। এই নূতন ঘটনা ঘটিয়া ব্রাহ্ম সমাজের শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিল।

ব্রাহ্ম মতে বিধবা বিবাহ ও গন্ধর্ব্ব বিবাহ।

১৮৭৩ সনে শ্রীনাথ চন্দ তাঁহার বিধবা ভগ্নীকে ব্রাহ্ম মতে বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সনে তিনি নিজে বিধবা বিবাহ করিলেন। এবং কিছু দিন পর নেত্রকোণা মহকুমার জনৈক হিন্দু যুবক

গন্ধর্ব্ব বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। হিন্দু সমাজ তাহাকে প্রশ্রয় না দেওয়ায় যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করে। এইরূপে বহু হিন্দু সমাজসংস্কারের দলে মিশিয়া যাইতে লাগিল। হিন্দুরা ছেলেদিগকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপ দলাদলি ও আন্দোলনে দেশ জাগ্রত হইতে লাগিল।

প্রচারকগণ।

খ্রীষ্টানগণ ও ব্রাহ্মগণ বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে লোকের মন ভুলাইতেছেন দেখিয়া হিন্দুগণ বক্তৃতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞান-প্রদায়িনী সভায় একজন পাঠক প্রতি রবিবারে পুরাণ পাঠ করিয়া তাহা গীতচ্ছন্দে সকলকে শুনাইতেন। এই গীত শুনিবার জন্য বৃদ্ধেরাই সমবেত হইতেন। এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক-গণের বক্তৃতায় যুবকেরা বিভোর হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া হিন্দু সভাতেও বক্তৃতার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। অতঃপর হিন্দু সমাজ পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশকে হিন্দু সভায় বক্তৃতা করিতে আনয়ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজও রামকুমার বিদ্যারত্নকে আনয়ন করেন।

ক্রমে ১২৯৪ সনে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বহু লোককে বিমুগ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতায় গ্রামে গ্রামে হিন্দু সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বহু হিন্দু যুবক হিন্দু ক্রিয়াকলাপে আসক্ত হন।

অতঃপর ১৩০৭ সনে কাহান চাঁদ নামক আর্য্য-বাল-সমাজ-ভুক্ত জনৈক ব্যক্তির আগমনে নসিরাবাদ নগরে এক নূতন ধর্ম্মান্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হয়। বহু ব্যক্তি কাহানচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আন্দোলনের বিপুলতা প্রতিপাদন করেন।

১৩০৯ সনে আনি বেসান্তের আগমন হয়। তিনি দুর্গাবাড়ীতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনেক দিন হইতে এই জেলার নানা স্থানে "কিশোরী ভজনের" দল গঠিত হইয়াছিল এবং এই সম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে সমাজে ঘোর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছিল। সমাজের নেতাগণের উদ্যোগে অল্পেই সেই ব্যভিচার নিবারিত হইয়া যায়।

সেকালের লোকের রুচির তেমন প্রশংসা করা যায় না।

রুচি।

অনেক স্থলে অশ্লীলতা সমাজের নিত্য-সহচর ছিল। অশ্লীল গান, অশ্লীল আমোদ ইত্যাদি সমাজের নেতাগণ বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় দিতেন, কবির লড়াই বা ছড়া পাঁচালীতে যে আসরে যে যত অধিক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে পারিত তাহার বাহবা তত অধিক পড়িত। ভদ্রলোকের বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণে "গুরমার" গান হইত, এই গুরমার (নপুংসকের) গান অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই অশ্লীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গীত প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন সমাজে পুরুষের ব্যভিচার স্রোত প্রবল ছিল। এই ব্যভিচার নানারূপে সম্পাদিত হইত। সমাজের নেতাগণও উপপত্নী রক্ষাকে দূষণীয় মনে করিতেন না। এই উপপত্নী গর্ভজাত সন্তানগণ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না। বরং অনেক স্থলে বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা দাসীপুত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ অধিক পাইত। এবং ঐ উপপত্নীর সন্তানেরাও সমাজে কৃষ্ণ পক্ষ ও শুক্ল পক্ষের ন্যায় সমভাবে

উত্তীর্ণ হইয়া আসিত। যাঁহারা বিদেশে বা সহরে বাস করিতেন তাঁহারা গণিকা সেবা করিতেন। এই সকল কার্য্যে যে যত অর্থ ব্যয় করিতেন তিনি তত সম্মানের পাত্র ছিলেন।

বাঙ্গালা মদের প্রচলন অব্যাহত গতিতে প্রচলিত ছিল। পূজা পার্ব্বণে মদ ও মাদক দ্রব্য না হইলে তাহা অঙ্গহীন হইত। অনেকে প্রত্যাহিক শিব পূজায় মদ নিবেদন করিয়া প্রসাদ লইতেন।

এইরূপ ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত থাকা কালেও দেশে দেবোপম লোকের অভাব ছিল না। ঐ সকল দেবোপম লোককে ব্যভিচারী নেতারাও ভয় এবং সম্মান করিতেন।

নসিরাবাদ সহর তখন "বাইঙ্গন পুড়া সহর" বলিয়া খ্যাত ছিল। নসিরাবাদের বেগুণ অতি উৎকৃষ্ট ছিল। বেগুণ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যাইত না। সকলকেই বেগুণ পুড়া ভাত খাইতে হইত। নসিরাবাদের বেগুণ সহযোগে থাল ভরা ভাত তৃপ্তির সহিতই খাওয়া যাইত।

গান বাজনার আমোদের মধ্যে কবি, ঘাটু, গুরমা, ভক্তিয়া, বাই, ভাষান, খুব আমোদপ্রদ ছিল। কেন্দুয়ার বাই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। কেন্দুয়ার বাই ঢাকা প্রভৃতি ভিন্ন জেলাতেও পরিচিত ছিল। সঙ্গীত সাধারণতঃ সারেন্দা, বেহালা, খোল, করতাল, মন্দিরা ও ঢোলকের সাহায্যে হইত।

কর্জ্জনা ও চন্দ্রকোণার ধুতি ভদ্রলোকের ব্যবহারের ধুতি ছিল। স্ত্রীলোকেরা গণফেস, মেঘডুম্বুর, রাসমণ্ডল প্রভৃতি "তোলা কাপড়" রূপে ব্যবহার করিত, তঞ্জাব, মসলিন, জামদানি, জঙ্গিল খাসা প্রভৃতি ধনিগৃহে ব্যবহৃত হইত। পুরুষ লোকের

বাবরী বা লম্বা চুল রাখার সখ ছিল। অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা শরীরে "আঙ্গার খা" ও পায়ে দিলুয়ালী বা নাগরাই জুতা ব্যবহার করিতেন। বড় লোকেরা থানচাঙ্গ, দোলা ও মহাপায়ায় গমনাগমন করিতেন। যাঁহারা হাঁটিয়া যাইতেন তাঁহাদেরও পশ্চাতে বাহকগণ আরাঙ্গী ছাতি লইয়া যাইত। সাধারণ গৃহস্থেরা ২॥ হাতি যুগীর "ঠেটি" কোমরে পেচ দিয়া বা নেংটীরূপে পরিধান করিত। সাধারণ ভদ্রলোকেরা অপেক্ষাকৃত বড় যুগীর ধুতি পরিধান করিতেন।

ছেলে পেলেরা ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত নেংটাই থাকিত। ঐরূপ ছেলেদিগের হাতে বাজু ও বালা, গলায় মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার থাকিত। বৃদ্ধেরা একবস্ত্রে গৃহ হইতে বাহির হইতেন না।

স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার অর্থ রক্ষার জন্য করা হইত। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারের মধ্যে মাথার ফেচুয়া, গলার হাসলি, নাকের নথ, নাকফুল, বলাক ও হাতের কাটাবাজু, জসম, বাহু, কোমরের চন্দ্রহার, পায়ের বেকথারু, গোলথারু, হারবেকী প্রভৃতিই বিশেষ ভাবে আদর লাভ করিত। এই গুলি বর্ত্তমান রুচির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও বর্ত্তমান সময়ে এই গুলি ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না।

গোলন্দাজ, পলারি, তিরন্দাজ, শিকারী ও লাঠি খেলোয়ারদিগের খুব সম্মান ছিল। জমিদার তালুকদারেরা প্রচুর অর্থ দ্বারা তিরন্দাজ, গোলন্দাজ, লাঠিয়াল প্রতিপালন করিতেন। ইহারা তীর, ধনু, কামঠা, টেটা, পেচ, কবচ, শাঙ্গ, বল্লাম প্রভৃতি ব্যবহার

করিত। তখন তুড়াদার বন্দুক ছিল, পলিতা দ্বারা তাহাতে আগুন ধরাইতে হইত।

নৌকা দৌড়ান ও ঘুড়ী উড়ান বিশেষ আমোদের মধ্যে গণ্য ছিল। বড় বড় "ধাউশ" ঘুড়ী শণের স্থতার দ্বারা উড়ান হইত।

ষাঁড়ের লড়াই, মেড়ার লড়াই, বুলবুলের লড়াই, কুস্তী প্রভৃতি বিশেষ আমোদপ্রদ ছিল। এই সকল আমোদ প্রমোদের নির্দ্দিষ্ট সময়ও ছিল।

বালকেরা পূর্ব্বে হাডুডু, পলাপুঞ্জি, গোল্লা ছুট, মলদাইর প্রভৃতি খেলা খেলিত। রুচির পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময়ে এ সকল গুলির নাম পর্য্যন্তও লোপ পাইয়া যাইতেছে।

সমাজের অবস্থা।

অল্পদিনের ভিতর এ জেলায় সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের কন্যাপণ কমিয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থলে ঐ সমাজের কন্যার পণ ৮০০।১০০০ টাকা ছিল, সেই স্থলে বর্ত্তমান সময়ে ৩০০ টাকার অধিক হয় না। বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহপ্রথা এখনও হয় নাই। বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কায়স্থ বৈদ্যদিগের মধ্যেও বংশমর্য্যাদার দোহাই অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। এখন বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা পাত্রমর্য্যাদার প্রতি সকলেই সমধিক লক্ষ্য করিয়া থাকে। কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে কোন কোন স্থানে সম্বন্ধ চলিতেছে।

অন্ত্যজ জাতিয়েরা এখন আত্মসম্মান বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিতেছে। চণ্ডালেরা প্রামাণিক হইয়া নমঃশূদ্র পদবী লাভ

করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা আরও অধিকতর উন্নতি-প্রয়াসী তাহারা কূদর জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেছে। ইহাদের অনেকে কায়স্থ বৈদ্যের অন্ন গ্রহণ করে না। পূর্ব্বে নমঃশূদ্রেরা খাট (ডুলি) মহাপায়া বহন করিত, এখন তাহা করে না। শুঁড়ি বৈশ্য শ্রেণীর দাবী করিতেছে।

পূর্ব্বে সাধারণ মুসলমানেরা কামলা খাটিয়া কায়স্থের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিত। এখন তাহা দূষণীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন পেটারি, পোর্টমেণ্ট, বিছানা মুসলমান মজুর বহন করে না। পেটারা পোর্টমেণ্ট হইতে জিনিস খুলিয়া পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বাঁধিয়া দিলে নিতে স্বীকৃত হয়।

সূত্রধরগণও কোন কোন স্থানে কায়স্থের অন্ন গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেছে। যুগী পৈতা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছে। মালী কৃষি কার্য্য নিয়া ব্যস্ত, ধোপা দোকান করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। শূদ্র এখন আর "ভাণ্ডারী" বাচ্যে অভিহিত হইয়া গাড়ু-গামছা লইয়া "মালিক" বা "মুনিবের" পশ্চাতে চলিতে ইচ্ছুক নহে। এ দিকে কায়স্থ-বৈদ্য শূদ্রের পাকান্ন গ্রহণ জন্য লালাইত। ব্রাহ্মণসন্তান পৈতা ত্যাগ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়। এইরূপে ব্যভিচার, অনধিকার চর্চ্চা ও দলাদলি সামাজিক শক্তির অপচয় করিতেছে।

পূর্ব্বে এক একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হস্তে এক একটী বৃহৎ সংসার সচ্ছন্দে পরিচালিত হইত। বৃদ্ধারা অশৌচগৃহের চিকিৎসা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাযাত্রার ফর্দ্দ পর্য্যন্ত করিয়া দিতে পারিতেন। এখন বৃদ্ধাদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া বধূদিগের হস্তে কর্ত্তৃত্বের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক স্থলে এক একটী

বৃহৎ পরিবার অষ্টধা বিভক্ত হইয়া স্বকীয় শক্তি হারাইতেছে ও সমাজের শক্তি খর্ব্ব করিতেছে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নাম, শ্বশুর-ভাসুরের নাম গ্রহণ করিতেন না। এমন কি ঐ নামের কোন অক্ষর কোন নামে থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন না। অস্নাত-রন্ধন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। স্বামীর সহিত স্ত্রীর দিবসে আলাপ নীতিবিরুদ্ধ ছিল। বাটীর পুরুষদের আহার না হইলে একটী স্ত্রীলোকও আহার করিতেন না। সমাজের সে সকল রীতি নীতি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে সরল বিশ্বাসের প্রভুত্ব ছিল। টাকা "লেনদেন" বা এইরূপ কোন কার্য্য করিতে হইলে একটা সাধারণ কথাবার্ত্তা হইত ও গৃহদেবতা গোপাল তাহার সাক্ষী থাকিতেন। লেখাপড়া হইলেও সাক্ষীর স্থলে গোপালের নামই থাকিত। ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর কার্য্য চলিত।

সহমরণ।

সহমরণ প্রথা এ জেলায় প্রচলিত ছিল। সরকারী কাগজ-পত্রে ১৮৩০ সন পর্য্যন্ত এ জেলায় সতীদাহ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়। *

বহু পূর্ব্বে এ জেলার কোন কোন স্থানে নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র-

* ১৮১৬ সনে ঢাকা বিভাগে ২৪ জন সতী সহমৃতা হন। Calcutta Review, No. XCII.

১৮৩০ সনের ১৩ই জানুয়ারী যিনি সহমৃতা হইয়াছিলেন তাঁহার নাম—ভবানীসুন্দরী দেবী, পতি শ্রীকান্ত শর্ম্মা রাজপণ্ডিত, বয়স ৩১, মধুপুর থানা। এই সহমরণ জন্ত তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট চিক সাহেবকে নিজামতে বহু কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল।

জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। নমশূদ্রের মধ্যে এখনও "নিকা"র প্রচলন আছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এ জেলায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। *

সাহিত্য।

১৮৬৫ সনে নসিরাবাদে "লিটারেচার সভা" স্থাপিত হইয়া আধুনিক রকমের সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এর পর ক্রমে অন্যান্য স্থানেও সাহিত্য চর্চ্চা হইতে থাকে। গত অষ্টাবিংশ বার্ষিক সারস্বত কৃষিশিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে এই জেলার সাহিত্যের অবস্থা আলোচনার জন্য কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর সহিত সাহিত্য-প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। এই সাহিত্য প্রদর্শনীতে এই জেলার আধুনিক লেখকদিগের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ ও জেলার প্রাচীন কবিদিগেরও বহু হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। গ্রন্থতালিকায় দেখা যায় ১২৬৮ সন হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত সময়ের মুদ্রিত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল গ্রন্থের লেখকের সংখ্যা ৮০। ইহার মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৭৭ জন পুরুষ। স্ত্রীলোক ৩ জনের ২ জন টাঙ্গাইল মহকুমার ও ১ জন কিশোরগঞ্জ মহ-কুমার। পুরুষ লেখকদিগের ২৩ জন কিশোরগঞ্জ বিভাগের, ২১ জন টাঙ্গাইল বিভাগের, ১৫ জন সদর বিভাগের, ৯ জন নেত্রকোণা বিভাগের ও ৯ জন জামালপুর বিভাগের।

বর্ত্তমান সময়ে "আরতি" পত্রিকা দ্বারা ময়মনসিংহে সাহিত্যালোচনা হইতেছে।

---

* সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ ময়মনসিংহের বিবরণে দ্রষ্টব্য। ৬১—৮৫ পৃঃ।

সেকালে ইংরেজ রাজপুরুষগণ এদেশীয়দিগের সহিত বিশেষ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেন। বিচারালয়েও হিন্দু মুসলমানের জন্য ধর্ম্মানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল। এই জেলার হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিচারের জন্য দুই জন পৃথক্ বিচারক ছিলেন। একজন হিন্দু পণ্ডিত ও অপর মুসলমান কাজী। ১৮৩১সনে এই জেলায় জালালুদ্দিন কাজি ও রামধন তর্কবাগীশ পণ্ডিত বিচারক ছিলেন। কাজী সাহেব মাসিক ২৪০৲ ও পণ্ডিত ২০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। বিচারালয়ে সাক্ষীদিগকে হলপ পড়াইবার জন্যও ২ জন পৃথক্ লোক নিযুক্ত ছিল। হিন্দু সাক্ষীদিগের হলপ বা প্রতিজ্ঞা-পত্র পড়ান জন্য যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল তাহার নাম বা উপাধি "গঙ্গাজলি" ও মুসলমান সাক্ষীদিগের হলপ পাঠকারীর নাম বা উপাধী "কোরাণী মুল্লা" ছিল। উহারা গঙ্গাজল বা কোরাণ স্বরূপ সম্মুখে দাঁড়াইত; সাক্ষী গঙ্গাজল বা কোরাণ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করিত।

রাজনীতি।

ঐ সময় দরিদ্র লোকদিগের নিকট হইতে বিনা কোর্টফিতেও দরখাস্ত লওয়ার নিয়ম ছিল।

অর্থবান্ ও সম্মানিত লোকের কারাদণ্ড হইলে তাঁহারা কারাগারেও নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিতেন এবং ইচ্ছামত সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। ময়মনসিংহের কোন জমিদারের কারাদণ্ড হইয়াছিল; তিনি জেলখানাতেই বাই খেমটার নাচ করাইয়াছিলেন।

সে সময় রাজব্যবস্থা বা আদেশের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে বিশেষ কোন আলোচনা হইত না। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশে-

ষের প্রতি অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহার হইলে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। এইরূপ বিদ্রোহ এ জেলায় ঘন ঘন হইয়াছিল। রাজকর্ম্মচারিগণ এই বিদ্রোহ দমনে বহু শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন।

সিপাহি যুদ্ধের পর হইতে দেশীয় লোক রাজ-বিধি ব্যবস্থার আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সভা সমিতি।

১৮৬৬ সনে সেরপুরে "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের শাখা সভা" স্থাপিত হয়। উক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ময়মনসিংহ জেলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি-আলোচনার সূচনা হয়। অতঃপর জেলার স্থানে স্থানে ভূম্যধিকারী সভার সৃষ্টি হইলে প্রজা এবং ভূম্যধিকারী সকলেই গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত আইন কানুনাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও মতামত প্রদান করিতে থাকেন। ক্রমে "ময়মনসিংহ সভা" স্থাপিত হইলে রাজনৈতিক চর্চ্চা এ জেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। কলিকাতা হইতে সময় সময় ভারতসভার প্রতিনিধিগণ ময়মনসিংহে আসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেন। ক্রমে মুসলমান সভা—"আঞ্জামান ইসলামিয়া" ও অন্যান্য সভা সমিতিতে অল্পে অল্পে রাজনীতির চর্চ্চা আরম্ভ হয়। ১৮৮৫ সনে জাতীয় মহাসমিতির সৃষ্টি হইলে, উহার প্রতিনিধি নিয়োগ সময়ে, বৎসর বৎসর এই জেলার নানা স্থানে বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক আলোচনা হইতে থাকে।

সর্ব্বোপরি "ভারতমিহিরের" নিকট ময়মনসিংহবাসী রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য বহু পরিমাণে ঋণী। "চারুবার্ত্তা" এই কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। "চারুমিহির" রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

বঙ্গ বিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন।

১৯০৩ সনে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব উপলক্ষে ময়মনসিংহের রাজনৈতিক আলোচনা বিপুলতা লাভ করিয়াছে। ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এ জেলার প্রায় ৫০ হাজার লোক সমবেত হইয়া ময়মনসিংহ নগরে এক বিরাট সভা করিয়াছিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগ স্থিরীকৃত হইলে স্বদেশী দ্রব্যের বহুল প্রচলন সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে রাজনৈতিক আন্দোলন জন্য সভা সমিতির অধিবেশন হইতে থাকে। এখন পর্য্যন্তও সেই স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

পরিশিষ্ট "ক"।

ময়মনসিংহের রাজকর্ম্মচারিগণ।

কালেক্টর, মাজিষ্ট্রেট ও জজ।

১৭৮৭ ১লা মে হইতে ১৭৮৯ পর্য্যন্ত ডবলিউ, রটন।

১৭৯০ „ ১৭৯৩ „ ষ্টিফেন্স বেয়ার্ড।

১৭৯৩ সনে জজ ও মাজিষ্ট্রেটের এক পৃথক্ পদ সৃষ্টি হয়।

১৭৯৩	„	১৭৯৬	„	এ, টাফ্‌টন	কালেঃ
১৭৯৬	„	১৮০৬	„	লি, গ্রোস	ঐ
১৮০৬	„	১৮০৮	„	জে, ল	ঐ
১৮০৮	„	১৮০৯	„	ডি, বার্জ্জ	ঐ
১৮১০	„		„	সি, টাকার	ঐ
১৮১১	„	১৮১৩	„	আর, মিটফোর্ড	ঐ
১৮১৪	„	১৮১৭	„	থমাস, পাকেনহাম	ঐ
১৮১৭	„	১৮১৭	„	জেমস ফ্রেজার	ঐ
১৮১৭	„	১৮১৮	„	থমাস পাকেনহাম	ঐ
১৮১৮	„	১৮১৯	„	এ, অগিলভি	ঐ
১৮১৯	„	১৮২০	„	ডেভিড স্কট	ঐ
১৮২১	„	১৮২২	„	টি, ওয়াট্	ঐ
১৮২৩	„		„	ডবলিউ, এইচ, বেলি	ঐ
১৮২৩	„		„	ডবলিউ, পিটার	ঐ

১৮২৪	„	১৮২৫	„	পি, লিণ্ডসে	কালেক্টর
১৮২৫	„	১৮৩০	„	জি, টি, কলিন্স	ঐ
১৮৩০	„			সি, বারি	ঐ
১৮৩০	„	১৮৩৪	„	আর, ওয়াকার	ঐ

১৮৩৪ সনে জজের পদ পৃথক্ হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এক ব্যক্তি হন।

১৮৩৫	„	১৮৩৭	„	মিঃ কারাথারস মাজিঃ	কালেঃ
১৮৩৭	„			ডি, প্রিঙ্গিল	ঐ
১৮৩৭	„	১৮৩৯	„	ই, ভি, ইরুইন	ঐ

১৮৩৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে কালেক্টর মাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক্ হইয়া যায়।

১৮৩৯	„			জে, এম, হে	কালেক্টর।
১৮৩৯	„	১৮৪০	„	এফ, স্কিপউইথ	ঐ
১৮৪০	„			হেনরি এথারটন	ঐ
১৮৪০	„	১৮৪১	„	জে, আলেকজাণ্ডার	ঐ
১৮৪১	„			এইচ, এথারটন	ঐ
১৮৪১	„	১৮৪৪	„	আর, এম, স্কিনার	ঐ
১৮৪৫				এইচ, বেরেসফোর্ড	ঐ
১৮৪৯				জি, বি, উইলকিন্স	ঐ

১৮৫০	এইচ, বি, বেরেসফোর্ড ও এ, এবারক্রম্বি	ঐ
১৮৫১	আর, আর, ষ্টুয়ার্ট, ও এ, গ্রোট	ঐ
১৮৫২	আর, আর, ষ্টুয়ার্ট, আর, সি, রাইকস্ ও এফ, বি, কেম্প	ঐ
১৮৫৩—৫৪	এফ, বি, কেম্প, ও আর আলেকজাণ্ডার	ঐ
১৮৫৫	ঐ, ই, এফ, রেডক্লিফ, ও বি, বি. এইচ, কুপার	ঐ

১৮৫৬ বি, বি, এইচ, কুপার কালেক্টর
১৮৫৭ ঐ, ভি. এইচ, স্কেলচ্, এইচ, জে, রেনল্ডস্ ও সি, ই, লেন্স ঐ
১৮৫৮ সি, ই, লেন্স, সি, এইচ, কেম্পবেল, ও ভি, এইচ, স্কেলচ ঐ
১৮৫৯ সি, এইচ, কেম্পবেল, টি, বি, মেকলিয়ার ও জে, ওয়ার্ড ঐ
১৮৬০ জে, ওয়ার্ড, ও এ, এবারক্রম্বি। ঐ
১৮৬১ এ, এবারক্রম্বি, এইচ, বেভারিজ ও এ, স্মিথ ঐ

১৮৬২ সন হইতে কালেক্টর মাজিষ্ট্রেটের পদ পুনরায় এক হইয়া যায়।

কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট।

১৮৬২ এ, স্মিথ, এফ, বি, সিমসন, ডবলিউ, এইচ, হেণ্ডারসন ও সি, এইচ, কেম্বেল।
১৮৬৩ এ, স্মিথ, ডবলিউ, হেণ্ডারসন্ ও এ, টি, মেকলিন।
১৮৬৪ এ, টি, মেকলিন, ডবলিউ, হেণ্ডারসন ও সি, ডি, ফিল্ড।
১৮৬৫ ডবলিউ, এইচ, হেণ্ডারসন্।
১৮৬৬ ঐ, এইচ, জে, রেনল্ডস্ ও এইচ, বি, লফোর্ড।
১৮৬৭ এইচ, জে, রেনল্ডস্।
১৮৬৮ জে, সি, প্রাইস্, এন, এস, আলেকজাণ্ডার, ও এইচ, জে, রেনল্ডস্। (on deputation)
১৮৬৯ আর, পর্চ, এন, এস, আলেকজাণ্ডার, জে, ওকিনেলি ও এইচ, জে, রেনল্ডস্। (on deputation)
১৮৭০ জে, ওকিনেলি, এ, পি, মেক্‌ডোনেল, ও জি, গ্রেহাম।
১৮৭১ জি, গ্রেহাম, আর, এইচ, পসি, ও এইচ, জে, রেনল্ডস্।
১৮৭২ এইচ, জে, রেনল্ডস্।
১৭৭৩ এইচ জে রেনল্ডস্ ও আর, এইচ, পসি।

কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৮৭৪ আর, এইচ, পসি ও এইচ, জে, রেনল্ডস্।

১৮৭৫—৭৬ আর, এইচ, পসি, ও এইচ, সি, সাদারলেণ্ড।

১৮৭৭ আর, এইচ, পসি, জে, গ্রেট, জে, এ, ব্রেডবারি ও এইচ, সি, সাদারলেণ্ড।

—০—

১৮২৬—২৭	জে, ডানবার,			ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ।
১৮২৮	জি, সি, চিপ ও সি, ব্যারি			ঐ
১৮২৯—৩১	জি, সি, চিপ			ঐ
১৮৩২	গিলমোর, জে, ডানবার ও জি, এডাম			ঐ
১৮৩৩	জে, ডানবার, জি, এডাম			ঐ
১৮৩৪	জি, ডানবার,	ম্যাজিষ্ট্রেট।	টি, ওয়াট	জজ।
১৮৩৫	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৬	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৭	ঐ	ঐ	জি, সি, চিপ	ঐ
১৮৩৭	ডি, প্রিঙ্গিল	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৭	ই, ভি, ইরুইন	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৮	জে, ওয়েলার	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৮	ই, ভি, ইরুইন	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৩৮	আর, এম, স্কিনার	ঐ	জে, এম হে,	ঐ
১৮৩৯	জে, ওয়েলার	ঐ	আর, টরেন্স ডবলিউ, অসলো	ঐ
১৮৪০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৪১	জে, ওয়েলার, এ, লিটলডেল,	ঐ	ডবলিউ, অসলো	ঐ

	মাজিষ্ট্রেট।	জজ।
১৮৪২	বি, এইচ কোপার,	টি, টেলার।
১৮৪৩	বি, এইচ, কোপার,	টি, টেলার
	এ, লিটলডেল,	জে, টি, জি, কুক্,
১৮৪৪	এ, লিটলডেল	টি, টেলার
	জি, সি, ফ্লিচার	সি, টি, ডেভিডসন
১৮৪৫	—	টি, টেলার

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।

১৮৭৮	আর, এইচ, পসি।
১৮৭৯	এন, এস, আলেকজাণ্ডার ও আর, এইচ, পসি।
১৮৮০	এন, এস, আলেকজাণ্ডার।
১৮৮১	ঐ, জে, সি, প্রাইস্, আর, এইচ, গ্রিভস্ ও সি, এফ, মেগ্রেট।
১৮৮২	আর, এইচ, গ্রিভস্, আর, এম, ওয়ালার, এন, এস, আলেকজাণ্ডার, ডবলিউ, এইচ, এম, গান ও এইচ, সেভেজ।
১৮৮৩	আর, এম, ওয়ালার ও জি, ই, মিনিষ্টি।
১৮৮৪	আর, এম, ওয়ালার ও ই, জি, গ্লেজিয়ার।
১৮৮৫	ই, জি, গ্লেজিয়ার ও এইচ সেভেজ।

১৮৮৬ ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ই, জি, গ্লেজিয়ার।

১৮৮৬ ১১ই „ হইতে সি, আর, মেরেণ্ডিন।

১৮৮৬ ১২ই নবেম্বর „ ই, জি, গ্লেজিয়ার।

১৮৮৭ ৪ঠা অক্টোবর „ রমেশচন্দ্র দত্ত।

১৮৮৯ ২৩শে মার্চ্চ „ এইচ, এফ, জে, টি, মেগুয়ার।

মাজিষ্ট্রেট।

১৮৮৯ ২৮শে মে হইতে রমেশচন্দ্র দত্ত।
১৮৯০ ৯ই এপ্রিল " বরদাচরণ মিত্র।
১৮৯০ ১৬ই " " আর, আর, পোপ।
১৮৯০ ২৪শে জুন " আশুতোষ গুপ্ত।
১৮৯১ ২১শে ফেব্রুয়ারী " এইচ, এ, ডি, ফিলিপস্।
১৮৯২ ২০শে জুলাই " এল, পালিত।
১৮৯২ ৫ই সেপ্টেম্বর " এইচ, এ, ডি, ফিলিপস্।
১৮৯৩ ২রা মার্চ্চ " এ, আরল।
১৮৯৪ ৫ই এপ্রিল " সি, এ, রেডিসি।
১৮৯৪ ৫ই জুন " এ, আরল।
১৮৯৫ ১০ই আগষ্ট " জে, ই, ফিলিমোর।
১৮৯৫ ৬ই অক্টোবর " এ, আরল্।
১৮৯৬ ৮ই ফেব্রুয়ারী " ই, বি, হেরিশ।
১৮৯৮ ২১শে এপ্রিল " এফ, আর, রো।
১৯০০ ৬ই এপ্রিল " এন, বোনহামকার্টার।
১৯০১ ৪ঠা মে " জে, এ, ইজিকেল্।
১৯০১ ৮ই আগষ্ট " এন, বোনহামকার্টার।
১৯০২ ৫ই নবেম্বর " এইচ, টি, সেমম।
১৯০৩ ১৬ই জানুয়ারী " জে, এ, ব্রেকউড।
১৯০৩ ২৪শে এপ্রিল " ডবলিউ, বি, টমসন।
১৯০৫ ১০ই মার্চ্চ " মন্মথকৃষ্ণ দেব।
১৯০৫ ১০ই এপ্রিল " ডবলিউ, বি, টমসন।
১৯০৫ ১৩ই নবেম্বর " এল, ও, ক্লার্ক।

	মাজিষ্ট্রেট।	জজ।
১৮৪৬	এ, লিটলডেল।	টি, টেলার।
১৮৪৭—৪৯	আর্, সি, রাইকস্।	ঐ
১৮৫০—৫১	ঐ	আর, ই, কানলিফি।
১৮৫২	ঐ	ঐ
	এ, এবারক্রম্বি।	ডবলিউ, টি, ট্রটার।
	আর, আলেকজাণ্ডার।	
১৮৫৩	আর, সি, রাইকস্।	আর, ই, কানলিফি।
	আর, আলেকজাণ্ডার।	জে, এইচ, পেটন।
	সি, ই, লেন্স।	ডবলিউ, টি, ট্রটার।
	এফ, বি, কেম্প।	
১৮৫৪—৫৫	আর, আলেকজাণ্ডার,।	ডবলিউ, টি ট্রটার।
১৮৫৬	ঐ; সি, ই, লেন্স।	ঐ
১৮৫৭	সি, ই, লেন্স।	ঐ
১৮৫৮	ঐ	ঐ
	সি, এইচ, কেম্বেল।	ডবলিউ, টেইলর।
	সি, জেঙ্কিনস্।	ই, এস, পিয়রসন।
১৮৫৯	ঐ	ডবলিউ, টেইলার।
	সি, এইচ, কেম্বেল।	জে,ডবলিউ, ডেলবিম্পল।
	জে, ডি, ওয়ার্ড।	এইচ, ভি, বেলি।
		এফ, এ, বি, গ্লোভার।
১৮৬০	জে, ডি, ওয়ার্ড।	ঐ
	এ, এবারক্রম্বি।	এইচ, জে, জেক্সন্।
		এইচ, ভি, বেলি।

	মাজিষ্ট্রেট।	জজ।
১৮৬১	এ, এবারক্রম্বি।	এফ, এ, বি, গ্লোভার। সি, এইচ, কেম্বেল। ই, এফ, লটার।

জজ।

১৮৬২ সি, এইচ, কেম্বেল; জে, বি, ডডসন; ভি, এইচ, স্কেলচ্।

১৮৬৩—৬৪ জে, সি, ডডসন্।

১৮৬৫ জে, সি, ডডসন্; এফ, বি, সিমসন্।

১৮৬৬ এ, লেভিন; এফ, বি, সিমসন্।

১৮৬৭ এফ, বি, সিমসন্; এ লেভিন; এইচ, মাচপ্রেট।

১৮৬৮ এইচ, মাচ্প্রেট।

১৮৬৯ ই, ডবলিউ, মলনি; এইচ, মাচ্প্রেট; ডবলিউ, জে মনি।

১৮৭০ ডবলিউ, জে, মনি,; এ, আর, টমসন্।

১৮৭১—৭২ ডবলিউ, জে, মনি; ডবলিউ, করনেল; এ, আর, টমসন্; এইচ্, মাচপ্রেট।

১৭৭৩ ডবলিউ, জে, মনি; এ, আর, টমসন্; এ, এবারক্রম্বি।

১৮৭৪ ডবলিউ, জে, মনি।

১৮৭৫—৭৬ এ, সি, প্রাট; ডবলিউ, জে, মনি।

১৮৭৭ জে, পি, গ্রাণ্ট; ডবলিউ, জে, মনি; ই, এস, মস্লি।

১৮৭৮ ডবলিউ, জে, মনি।

১৮৭৯ টি, এম, কাকু´ড; এ, ডবলিউ, কোচবেন; ডবলিউ, জে, মনি; জি, ই, পারটার।

১৮৮০	টি, এম, কাকু´ড ; এ, মেনসন্ ; জি, ই, পারটার।
১৮৮১	টি, এম্, কাকু´ড ; টি, ডি, বাইটন।
১৮৮২	টি, এম, কাকু´ড ; জে, ক্রফার্ড ; জি, জি, ডে ; টি, ডি, বাইটন।
১৮৮৩	টি, এম, কাকু´ড ; জে, ক্রফার্ড।
১৮৮৪	টি, এম, কাকু´ড ; জে, এফ, ষ্টিভেন্স ; জে, ক্রফার্ড।
১৮৮৫	জে, এফ, ষ্টিভেন্স।

১৮৮৬ ১লা জানুয়ারি হইতে জে, এফ, ষ্টিভেন্স।

১৮৮৬ ৬ই এপ্রিল	„	এইচ, এফ, মেথুস।
১৮৮৬ ২১শে অক্টোবর	„	এইচ, পি, পিটার্সন।
১৮৮৭ ১৪ই জানুয়ারী	„	আর, এফ, রামপিনি।
১৮৮৭ ১২ই মার্চ্চ	„	জে, প্রাট্।
১৮৮৮ ২২শে জুন	„	এইচ, পি, পিটার্সন।
১৮৮৯ ১৪ই জানুয়ারী	„	এফ, জে, জি, কেম্বেল।
১৮৮৯ ১লা এপ্রিল	„	এইচ, পি, পিটার্সন।
১৮৮৯ ৯ই আগষ্ট	„	সি, পি, কেসপার্জ।
১৮৮৯ ৬ই নবেম্বর	„	এইচ, পি, পিটার্সন।
১৮৯০ ১৯শে অক্টোবর	„	জে, কেলেহার।
১৮৯১ ৭ই এপ্রিল	„	ডি, কামেরন।
১৮৯১ ১লা ডিসেম্বর	„	এফ, এইচ, হার্ডিং।
১৮৯৫ ১লা এপ্রিল	„	ই, গিক্।
১৮৯৫ ১লা জুলাই	„	আর, এইচ, এণ্ডারসন্।
১৮৯৬ ১৯শে জুলাই	„	ডবলিউ, এইচ, লি।
১৮৯৬ ১লা ডিসেম্বর	„	আর, এইচ, এণ্ডারসন্।

১৮৯৭ ৪ঠা অক্টোবর হইতে এ, পি, পেনাল।
১৮৯৮ ৪ঠা সেপ্টেম্বর " অম্বিকাচরণ সেন।
১৮৯৮ ৪ঠা, নবেম্বর " এইচ, এস্, হেমিল্টন।
১৮৯৯ ২৮শে ফেব্রুয়ারী " অম্বিকাচরণ সেন।
১৯০১ ১৯শে জানুয়ারী " সি, পি, বিচক্রপ্ট।
১৯০১ ৮ই ডিসেম্বর " বি, ভি, নিকোল।
১৯০২ ৬ই অক্টোবর " ডবলিউ, টিউনন্।
১৯০৩ ২রা নবেম্বর " ডবলিউ, এইচ, লি।
১৯০৪ ১৯শে নবেম্বর " জে, ই, ওয়েবষ্টার।
১৯০৫ ৭ই ডিসেম্বর " এ, ই, হারওয়ার্ড।

ঢাকা বিভাগের কমিশনরগণ।

১৮৫৪—১৯০৫।

১৮৫৪—৬০ সি, টি, ডেবিডসন্ (স্থাঃ)
১৮৬১ সি, টি, ডেবিডসন; আর, এবারক্রম্বি।
১৮৬২ আর, এবারক্রম্বি; সি, টি, বাক্‌লেণ্ড; এইচ, এম, রিড্ (অঃ)।
১৮৬৩ সি, টি, বাক্‌লেণ্ড; এফ, বি, সিমসন্, (অঃ)।
১৮৬৪ সি, টি, বাক্‌লেণ্ড; এফ, বি, সিমসন্ (অঃ)।
১৮৬৫—৬৬ সি, টি, বাক্‌লেণ্ড, (স্থাঃ)।
১৮৬৭—৬৯ সি, টি, বাক্‌লেণ্ড; এফ, বি, সিমসন্ (স্থাঃ)।
১৮৭০ এফ, বি, সিমসন্; আর, এল, মেঙ্গলস্ (অঃ)।
১৮৭১ এফ, বি, সিমসন্ (স্থাঃ)।
১৮৭২ এফ, বি, সিমসন্; এ, এবারক্রম্বি; সার, ডবলিউ, জে, হাব্‌চেল।

১৮৭৩ এফ, বি, সিমসন্; এ, এবারক্রম্বি ; এস, সি, বেলি।

১৮৭৪ এফ্, আর, ফোকারেল।

১৮৭৫ এফ, আর, ফোকারেল; এফ, বি, পিকক।

১৮৭৬ এইচ, এ, ফোকারেল ; এফ, বি, পিকক ; ডি, আর, লায়েল।

১৮৭৭ এফ, বি, পিকক।

১৮৭৮ এফ, স্মিথ ; এফ, বি, পিকক ; ডি, আর লায়েল।

১৮৭৯ এফ, বি, পিকক ; এফ, এইচ, পিলু।

১৮৮০ এফ, বি, পিকক ; এফ, এইচ, পিলু ; জে, বিমস্।

১৮৮১ এফ, বি, পিকক ; এফ, এইচ, পিলু ; এন, এস, আলেকজাণ্ডার।

১৮৮২ এফ, এইচ, পিলু ; এন, এস, আলেকজাণ্ডার ; ই, ভি, ওয়েষ্টমেকট।

১৮৮৩ এফ, এইচ, পিলু (স্থাঃ) ; এন, এস, আলেকজাণ্ডার ; জে, ডবলিউ, এডগার।

১৮৮৪ এফ, এইচ, পিলু (স্থাঃ); এন, এস, আলেকজাণ্ডার (স্থাঃ); ই, ই, লাউইস।

১৮৮৫ এন, এস, আলেকজাণ্ডার (স্থাঃ); ই, ই, লাউইস্ (স্থাঃ); ডবলিউ, আর, লারমিনি।

১৮৮৬ ১লা জানুয়ারী হইতে ডবলিউ, আর, লারমিনি (অস্থায়ী)।

১৮৮৬ ১লা অক্টোবর „ ঐ (স্থায়ী)।

১৮৮৭ ১১ই মে „ সি, এফ, অরসলে (অঃ)।

১৮৮৭ ১০ই আগষ্ট „ ডবলিউ, আর, লারমিনি (স্থাঃ)।

১৮৮৯ ২৬শে ফেব্রুয়ারী „ সি, এফ, অরসলে (অঃ)।

১৮৮৯ ২৯শে ডিসেম্বর হইতে এ, এল, ক্লে (অঃ)।
১৮৯০ ৩০শে মার্চ্চ „ এ, ডবলিউ, বি, পাওয়ার (অঃ)।
১৮৯০ ২রা ডিসেম্বর „ জে, বক্সওয়েল (স্থাঃ)।
১৮৯১ ১৫ই মে „ এল, হেয়ার (অঃ)।
১৮৯১ ৩০শে মে „ এ, ফরবস (অঃ)।
১৮৯২ ৪ঠা জানুয়ারী „ সি, এফ, অরসলে।
১৮৯২ ২২শে মে „ টি, এল, জেঙ্কিনস্ (অঃ)।
১৮৯২ ২২শে জুন „ এইচ, জি, কুক (অঃ)।
১৮৯২ ২রা নবেম্বর „ এইচ, এইচ, লটমন জনসন (স্থাঃ)।
১৮৯৪ ২৯শে জুলাই „ এ, সি, টিউট (অঃ)।
১৮৯৪ ২৭শে নবেম্বর „ এইচ, এইচ, লটমন জনসন (স্থাঃ)।
১৮৯৬ ১লা এপ্রিল „ এল, হেয়ার (অঃ)।
১৮৯৬ ২রা জুলাই „ এইচ, এইচ, লটমন জনসন (স্থাঃ)।
১৮৯৬ ২৮শে ডিসেম্বর „ জি, টয়েনবি (অঃ)।
১৮৯৭ ২৫শে জুন „ এল, হেয়ার (অঃ)।
১৮৯৮ ১৯শে মার্চ্চ „ এইচ, সেভেজ (অঃ)।
১৯০০ ২৭শে নবেম্বর „ ঐ (স্থায়ী)।
১৯০২ ১২ই এপ্রিল „ এইচ, এম, কিচ (অঃ)।
১৯০২ ১৫ই নবেম্বর „ জে, টী, রেস্কিন (অঃ)।
১৯০২ ১২ই ডিসেম্বর „ এইচ, সেভেজ (স্থাঃ)।
১৯০৪ ১২ই মে „ এইচ, সি, ষ্টিটফিল্ড।
১৯০৪ ৫ই ডিসেম্বর „ এইচ, সেভেজ।
১৯০৪ ৮ই ডিসেম্বর „ টি, ইংলিশ।

——o——

মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।
(Sub-divisional Officers.)

জামালপুর।

মহকুমা স্থাপন—১৮৪৫।

১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে নন্দকৃষ্ণ বসু।

১৮৮৬	"	৩১শে "	"	শ্যামাচরণ দাস।
১৮৮৭	"	১৪ই নভেম্বর	"	মহম্মদ।
১৮৮৮	"	৫ই অক্টোবর	"	বরদাচরণ মিত্র।
১৮৯০	"	১লা এপ্রিল	"	কালীনাথ বসু।
১৮৯০	"	৫ই জুলাই	"	কৈলাশগোবিন্দ দাস।
১৮৯১	"	১৪ই ডিসেম্বর	"	জে, এইচ, টেম্পল্।
১৮৯৩	"	২২শে মার্চ্চ	"	আহাম্মদ।
১৮৯৩	"	৫ই এপ্রিল	"	জে, এইচ, টেম্পল্।
১৮৯৩	"	১২ই জুন	"	চন্দ্রশেখর কর।
১৮৯৫	"	১৩ই এপ্রিল	"	উমাপ্রসন্ন গুহ।
১৮৯৫	"	১৪ই জুলাই	"	নরেন্দ্রকুমার ঘোষ।
১৮৯৫	"	২৯শে জুলাই	"	আহাম্মদ।
১৮৯৮	"	২রা এপ্রিল	"	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।
১৮৯৯	"	৩রা জুলাই	"	ফকিরচন্দ্র চাটার্জি।
১৮৯৯	"	১লা আগষ্ট	"	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।
১৯০০	"	১৯শে জুন	"	বঙ্কবিহারি দত্ত।
১৯০৩	"	২৪শে অক্টোবর	"	গতিকৃষ্ণ নিয়োগী।

টাঙ্গাইল।

মহকুমা স্থাপন ১৮৬৯।

ব্রহ্মনাথ সেন প্রথম ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট।

১৮৮৬	সনের	১লা জানুয়ারী	হইতে	কে, জে, বাদসা।
১৮৮৭	„	৭ই ফেব্রুয়ারি	„	শশীশেখর দত্ত।
১৮৮৮	„	১লা মার্চ্চ	„	গিরীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি।
১৮৮৯	„	২৭শে মেই	„	কেদারনাথ দত্ত।
১৮৮৯	„	২৭শে আগষ্ট	„	গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৮৯১	„	৬ই মেই	„	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮৯১	„	১৭ই জুলাই	„	বরদাচরণ মিত্র।
১৮৯১	„	৫ই নভেম্বর	„	উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
১৮৯২	„	১৭ই ফেব্রুয়ারী	„	শিবচন্দ্র নাগ।
১৮৯৪	„	১লা ফ্রেব্রুয়ারি	„	গগনচন্দ্র দাস।
১৮৯৪	„	১লা মে	„	শিবচন্দ্র নাগ।
১৮৯৪	„	৭ই অক্টোবর	„	উমাপ্রসন্ন গুহ।
১৮৯৪	„	৪ঠা নভেম্বর	„	বরদাকান্ত গাঙ্গুলী।
১৮৯৬	„	২৩শে অক্টোবর	„	ত্রৈলোক্যনাথ সেন।
১৮৯৭	„	১৩ই এপ্রিল	„	গোবিন্দচন্দ্র বসাক।
১৮৯৮	„	২৫শে ডিসেম্বর	„	রাজমোহন চক্রবর্ত্তী।
১৮৯৯	„	১২ই ফেব্রুয়ারী	„	কুঞ্জবিহারী গোস্বামী।
১৮৯৯	„	১৭ই মার্চ্চ	„	মহম্মদ আব্বাছ আলি।
১৮৯৯	„	৬ই সেপ্টেম্বর	„	ফয়েজউল্লা খাঁ।
১৮৯৯	„	১৫ই সেপ্টেম্বর	„	ফকিরচন্দ্র চাটার্জ্জি।

১৯০০ সনের ২৬শে জুন হইতে অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায়
১৯০৩ " ৯ই নবেম্বর " প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত।
১৯০৪ " ৯ই সেপ্টেম্বর " বঙ্কবেহারী দত্ত।
১৯০৫ " ১৭ই ফেব্রুয়ারি " যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস।
১৯০৫ " ক্ষিরোদ চন্দ্র সেন।

নেত্রকোণা।

মহকুমা স্থাপন ১৮৮২।৩রা জানুয়ারী।

ক্ষেত্রগোপাল রায় প্রথম ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট।

১৮৮২ সনের ৩রা জানুয়ারী হইতে ক্ষেত্রগোপাল রায়;
১৮৮৪ গোপালচন্দ্র মুখার্জি।
১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ফজলকরিম।
১৮৮৮ " ২২শে " " ভুবনমোহন রাহা।
১৮৮৯ " ২০শে ফেব্রুয়ারি " কেদারনাথ দত্ত।
১৮৮৯ " ১৭ই মেই " জগৎচন্দ্র বসু।
১৮৯৩ " ২৬শে জুলাই " অন্নদাপ্রসাদ বসু।
১৮৯৪ " ৬ই আগষ্ট " সারদাপ্রসাদ সরকার
১৮৯৪ " ৬ই সেপ্টেম্বর " অন্নদাপ্রসাদ বসু।
১৮৯৪ " ২৮শে সেপ্টেম্বর " ফয়জদ্দিন হুসেন।
১৮৯৬ " ২৩শে আগষ্ট " মহম্মদ অজহর।
১৮৯৯ " ৩রা জুলাই " আবদুল হগ।
১৯০০ " ৩রা এপ্রিল " নিখিলনাথ রায়।
১৯০৪ " ৪ঠা ডিসেম্বর " জে, ই, এফ, পেরারা।
১৯০৪ " ১৭ই অক্টোবর " গিরিশচন্দ্র নাগ।

কিশোরগঞ্জ।

মিঃ বকসেল প্রথম ডিপুটী কালেক্টর।

১৮৮৬	সনের	১লা জানুয়ারী	হইতে	মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।
১৮৮৮	„	২৭শে মে	„	বরদাচরণ মিত্র।
১৮৮৮	„	৪ঠা জুলাই	„	তুলসীচরণ পাল।
১৮৮৯	„	৫ই মার্চ্চ	„	মহম্মদ।
১৮৮৯	„	২৯শে মে	„	তারিণীলাল চৌধুরী।
১৮৯২	„	১৫ই সেপ্টেম্বর	„	শ্রীনাথ চাটর্জ্জী।
১৮৯৪	„	২৯শে এপ্রিল	„	কৈলাসগোবিন্দ দাস।
১৮৯৫	„	৫ই অক্টোবর	„	আবদুস্ সমেদ।
১৮৯৮	„	৫ই জানুয়ারী	„	বঙ্কবিহারী সিংহ।
১৮৯৮	„	১২ই মে	„	যদুনাথ সরকার।
১৮৯৮	„	১২ই আগষ্ঠ	„	বঙ্কবিহারী সিংহ।
১৯০০	„	৯ই জানুয়ারী	„	যদুনাথ চাটার্জ্জি।
১৯০০	„	২০শে ফেব্রুয়ারী	„	বঙ্কবিহারী সিংহ।
১৯০১	„	১০জুন	„	যোগেন্দ্রকুমার সিংহ।
১৯০৪	„	৯ই সেপ্টেম্বর	„	গিরীন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জি।

ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিস।

১৮৬৪—১৯০৫।

১৮৬৪	ফেব্রুয়ারি	হইতে	এইচ, এম, রেলি।
১৮৬৪	আগষ্ট	„	জে, স্মিথ।
১৮৬৫	জুন	„	আর, এইচ, ইলিস।

১৮৬৫	অক্টোবর	হইতে	এইচ, এম, রেলি।
১৮৬৬	„	„	এইচ, এম, রেলি।
১৮৬৮	মার্চ্চ	„	ও, এস, ষ্টেক।
১৮৭০ ৮ই	জুলাই	„	সি, এ, ফিসার।
১৮৭০ ৩১শে	„	„	এইচ, এম, রেলি।
১৮৭২ ৭ই	নবেম্বর	„	সি, এ, ফিসার।
১৮৭৪ ৭ই	জুলাই	„	এইচ, এম, রেলি।
১৮৭৯ ৪ঠা	এপ্রিল	„	ভি, ডবলিউ, বার্টেলসন।
১৮৭৯ ৩১শে	ডিসেম্বর	„	টি, জি চার্লস।
১৮৮২ ২১শে	আগষ্ট	„	ভি, ডবলিউ, বার্টেলসন।
১৮৮৪ ৭ই	জুন	„	এইচ, এম, রেলি।
১৮৮৫ ১৬ই	এপ্রিল	„	ই, এম, সাওয়ার।
১৮৮৬ ১১ই	মে	„	সি, এ, ফিসার।
১৮৮৬ ২০শে	অক্টোবর	„	ডবলিউ, টি, মুর।
১৮৮৬ ১৪ই	ডিসেম্বর	„	এ, এইচ, গিবস।
১৮৮৬ ২২শে	নভেম্বর	„	জে, বি, বিরছ্।
১৮৮৮ ২০শে	জুলাই	„	টি, জি, চার্ল।
১৮৯১ ৪ঠা	নভেম্বর	„	ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী
১৮৯১ ৮ই	„	„	এফ, ডি, সেভি।
১৮৯১ ৪ঠা	ডিসেম্বর	„	সার, ডবলিউ, ষ্টুয়ার্ট।
১৮৯২ ১৫ই	জানুয়ারি	„	টি, সি, অর।
১৮৯৪ ১৭ই	মার্চ্চ	„	এইচ, এ, রেইলি।
১৮৯৪ ২রা	এপ্রিল	„	কে, বি, ডবলিউ, টমসন।
১৮৯৫ ১৩ই	নভেম্বর	„	আর, টি, ডাণ্ডাস।

১৮৯৬	২০শে	জুলাই	হইতে	ডবলিউ, এইচ, কর্নিস।
১৮৯৬	২০শে	অক্টোবর	„	আর, টি, ডণ্ডার্স।
১৮৯৮	১০ই	জুলাই	„	ই, জি, হার্ট।
১৮৯৮	২২শে	„	„	সি, ই, ব্রস্কো।
১৯০০	২১শে	এপ্রিল	„	এফ, এল, পিটার্স।
১৯০০	৩০শে	„	„	এ, এ, কেম্পবেল।
১৯০২	১৬ই	সেপ্টেম্বর	„	গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখুর্জি।
১৯০৪	৫ই	ফেব্রুয়ারি	„	এফ, রডিস।
১৯০৫	১০ই	মার্চ্চ	„	এম, এল, এ, লাফম্যোন।
১৯০৫	১০ই	এপ্রিল	„	এফ, রডিস।

সিভিল সার্জ্জন।

১৮৮৭—১৯০৫।

১৮৮৭	৬ই	ডিসেম্বর	হইতে	ডাঃ	ধর্ম্মদাস বসু।
১৮৯২	১৪ই	মে	„	„	জে, এল, হেণ্ডলি।
১৮৯৩	২০শে	জুন	„	„	পি, এম, গুপ্ত।
১৮৯৩	১৩ই	ডিসেম্বর	„	„	জে, টি, কালভার্ট।
১৮৯৭	১১ই	ফেব্রুয়ারি	„	„	পূর্ণচন্দ্র পুরকায়েত এঃ,সাঃ।
১৮৯৭	১৩ই	মার্চ্চ	„	„	বি, সি, ওল্ডহাম।
১৮৯৭	২রা	আগষ্ট	„	„	পূর্ণচন্দ্র পুরকায়েত (ভারপ্রাপ্ত)।
১৮৯৭	১২ই	সেপ্টেম্বর	„	„	আর, এস, এস।
১৯০১	২৩শে	„	„	„	ইউ, এন, মুখুর্জি।
১৯০৪	৭ই	ডিসেম্বর	„	„	ডি, আর, গ্রিন।

পরিশিষ্ট "খ"

বিশেষ বিশেষ ঘটনা।

১৮৫৮—১৯০৫।

১৮৫৮ খ্রীঃ—জুলাই মাসে ময়মনসিংহ নগরে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৫৯ „ সহরবাসিগণ স্বায়ত্তশাসন উঠাইয়া লইতে প্রার্থনা করেন।

১৮৬০ „ কিশোরগঞ্জ মহকুমা স্থাপন।

১৮৬১—৬২ ওয়াইজসাহেব ও চাকলাদারদিগের ভীষণ দাঙ্গা।

১৮৬৩ সদরের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন।

১৮৬৪ এই জেলায় পুলিস-ডিষ্ট্রীক্ট-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত।

অনরেরি মাজিষ্ট্রেটের বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন।

রামগোপালপুরের কাশীকিশোর রায় চৌধুরী প্রথম অনরেরি মাজিষ্ট্রেট হন।

১৮৬৫ খ্রীঃ—নসিরাবাদ নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন।

নসিরাবাদ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

নসিরাবাদ নগরে গবর্ণমেণ্ট কৃষিপ্রদর্শনী ও মেলা।

কেশবচন্দ্র সেনের আগমন।

সেরপুর হইতে এই জেলার প্রথম মাসিক পত্রিকা "বিদ্যোন্নতি সাধিনী" বাহির হয়।

১৮৬৬ „ ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদপত্র "বিজ্ঞাপনী" প্রচার।

সেরপুরে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান সভার শাখা সভা স্থাপন।

সেরপুরের ফুল-দোল মেলা। ভীষণ টর্ণেডো।

১৮৬৭ খ্রীঃ—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আগমন।

ময়মনসিংহ "হিন্দু ধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী" সভার সৃষ্টি।

১৮৬৯ „ আটীয়া মহকুমা স্থাপন। (৩রা মে।)

নসিরাবাদ, জামালপুর, সেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও বাজিৎপুর মিউনিসিপালিটী স্থাপন। (১লা এপ্রিল।)

১৮৭০ „ আটীয়া হইতে টাঙ্গাইলে মহকুমা পরিবর্ত্তন। (১৫ই নবেম্বর।)

১৮৭১ „ পিংনাতে দ্বিতীয় বার মুন্সেফি স্থাপন। (জুলাই।)

১৮৭২ „ গারো বিদ্রোহে জেলা বাসীগণের আতঙ্ক ও সিপাহী-সাহায্যে বিদ্রোহ নিবারণ।

এই জেলায় পথকর স্থাপন। (১লা সেপ্টেম্বর।)

১৮৭৩ „ পিংনা, মধুপুর, সেরপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও জামাল-পুরে প্রবল টর্ণেডো। (২০শে সেপ্টেম্বর এই আকস্মিক ঘটনা ঘটে—মধুপুরের বহু পাকা পুল ভগ্ন হয়; ২৭ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, টাঙ্গাইলের ডাক নৌকা ডুবিয়াও ৩ জন লোক প্রাণত্যাগ করে।)

ভুমি কম্প হয়। (১৯শে ডিসেম্বর।)

১৮৭৪ „ দুর্ভিক্ষ।

কিশোরগঞ্জে বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন।

১৮৭৫ „ মুক্তাগাছা মিউনিসিপালিটী স্থাপন। (অক্টোবর।)

১৮৭৬ খ্রীঃ—সদরের নর্ম্মালস্কুল উঠিয়া যায়।
টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত ভণ্ডেশ্বরে "পোয়াতি" তীর্থের উৎপত্তি।

১৮৭৭ " মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে সভা ও উপাধিদান। সুসঙ্গের রাজা—মহারাজা, গোলকপুরের হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী—রাজা ও মুক্তাগাছার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী—রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। (১লা জানুয়ারি।)
বঙ্গের ছোট লাট সার এস্‌লি ইডেন সাহেবের আগমন। (১৪ই জুলাই।)
ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের জন্ম—(সোমবার, ২০শে আগষ্ট।)
ঢাকা ময়মনসিংহ রেল লাইনের জরিপ আরম্ভ।
ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি স্থাপন।

১৮৭৮ " বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বিতীয় বার আগমন।
যমুনার জলপ্লাবন ও টাঙ্গাইলে দুর্ভিক্ষ।
ব্রহ্মপুত্রের মুখ পরিষ্কার জন্য ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ।
টাঙ্গাইলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৭৯ " সুসঙ্গের মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর হইতে সুসঙ্গ পাহাড়ের স্বত্ব-ত্যাগপত্র লিখাইয়া নিতে ও পাহাড়ের ক্ষতিপূরণ দিতে বঙ্গের ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেইলির আগমন। (৩১শে আগষ্ট।)

১৮৮০ " কিশোরগঞ্জে কৃষি প্রদর্শনী মেলা। (২৫শে ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মার্চ্চ।)

পোষ্টাফিস-মনিঅর্ডার প্রচলন।

সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী রায় বাহাদুরের রাজা উপাধি প্রাপ্তি। (৩রা জুলাই।)

গবর্ণমেণ্টের নেত্রকোণা মহকুমা স্থাপন মঞ্জুর।

১৮৮১ খ্রীঃ—এই জেলায় প্রথম আদমসুমারী।

লর্ড বিশপের আগমন।

দিয়ারা সার্ভে আরম্ভ।

১৮৮২ „ নেত্রকোণা মহকুমা স্থাপন।

জামালপুর মেলা স্থাপন।

ছোট লাট সার্ রিভার্স টমসনের আগমন ও জামালপুর গমন। (১৭ই আগষ্ট।)

ছাত্রদিগের সহিত কেলানজ সাহেবের ব্যাত্র ঘটিত মোকদ্দমা। (ঘটনা—১৯শে সেপ্টেম্বর।)

ঢাকা ময়মনসিংহ রেল লাইনের কার্য্যারম্ভ। (১৫ই ডিসেম্বর।)

১৮৮৩ „ ঢাকা-ময়মনসিংহ টেলিগ্রাফ স্থাপন। (জুন।)

১৮৮৪ „ কেন্দুয়া (ফাঁড়ি) থানাতে পরিবর্ত্তন।

বাদলা, কালিহাতি ও ফুলবাড়ীয়ায় ফাঁড়ি স্থাপন।

ভীষণ ভূমিকম্প। (৩০শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন।)

১৮৮৫ „ নসিরাবাদ নগর অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

কেন্দুয়া সব রেজিষ্টরী আফিস স্থাপন। (৬ই ফেব্রুয়ারি।)

১৮৮৬ „ বাঙ্গালার ছোট লাটের পুনরাগমন ও তদুপলক্ষে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল খোলা। (১৮ই ফেব্রুয়ারি

১৮৮৭ খ্রীঃ—জুবিলি। জামালপুর—মেলা—মোকদ্দমা।
নেত্রকোণা মিউনিসিপালিটী স্থাপন। (১লা জানুয়ারি।)
টাঙ্গাইল মিউনিসিপালিটী স্থাপন। (১লা জুলাই।)
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৮ „ বঙ্গের ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেইলির আগমন।

১৮৮৯ „ টাউনহলে সূর্য্যকান্ত লাইব্রেরী স্থাপন।

১৮৯০ „ জামালপুরবাসিগণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপালিটী উঠাইয়া নিতে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত প্রদান।

১৮৯১ „ আদমসুমারী।
হুসেনপুরের মুন্সেফি কিশোরগঞ্জে পরিবর্ত্তন।

১৮৯২ „ বাঙ্গালার ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়টের টাঙ্গাইল পরিদর্শন।

১৮৯৩ „ মহারাজা সূর্য্যকান্তের দেওয়াল ভাঙ্গা মোকদ্দমা।
দুর্ভিক্ষ।
রাজরাজেশ্বরী জলের কল স্থাপন।

১৮৯৪ „ নেত্রকোণায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

১৮৯৫ „ ফুলপুর সবরেজেষ্টরী কার্য্যালয় স্থাপন।
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও প্রধান সেনাপতির ময়মনসিংহ ভ্রমণ।

১৮৯৬ „ কটিহাদি, কেদারপুর ও নান্দাইল সবরেজেষ্টরী কার্য্যালয় স্থাপন।
নিকলির থানা কটিহাদিতে পরিবর্ত্তন।
খালিয়াজুরি কাঁড়ি থানা স্থাপন।

১৮৯৭ খ্রীঃ—এই জেলায় জুরির বিচারপ্রথা প্রবর্ত্তন। (১লা জুন।)
ভীষণ ভূমিকম্প। (১২ই জুন।)
ডায়মণ্ড জুবিলি।

১৮৯৮ „ বঙ্গের ছোটলাট সারজন উড্বরণের আগমন। (২৭শে জুলাই।)

১৮৯৯ „ ময়মনসিংহ জগন্নাথগঞ্জ রেল পথ।

১৯০০ „ টাঙ্গাইল প্রমথ-মন্মথ কলেজ স্থাপন।
বোম্বাইর সদাশিব কেলকারের আগমন ও সূতার কল সম্বন্ধে আলোচনা।

১৯০১ „ আদমসুমারী।
ময়মনসিংহ সিটি কলেজ ব্রাঞ্চ স্থাপন।

১৯০২ „ টাঙ্গাইলে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী। (১৩ই ফেব্রুয়ারী।)

১৯০৩ „ বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ জন্য জনসাধারণের বিরাট সম্মিলন।
বাঙ্গালার ছোট লাট সার এনড্রু ফ্রেজারের আগমন। (১০ই ডিসেম্বর।)

১৯০৪ „ বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব উপলক্ষে রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জনের আগমন। (২০শে ফেব্রুয়ারি)

১৯০৫ „ নসিরাবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন (২২শে ও ২৩শে এপ্রিল) ও তদুপলক্ষে সারস্বত কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনী।
ময়মনসিংহ জেলা বাঙ্গালা হইতে ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়। (১৬ই অক্টোবর।)
স্বদেশী আন্দোলন।

পরিশিষ্ট "গ"।

মযমনসিংহ জেলায় প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রার বিবরণ।

(৪৫ পৃষ্ঠার ফুট নোট দ্রষ্টব্য।)

XII. Report on 317 old Silver Coins forwarded by Collector of Mymensingh with his No. 104, dated 15th April, 1898.

The coins were found on the 27th December, 1897, by one Girish Chandra Aich Roy of Jashodal, station, Kishoreganje, Post office Jashodal, in Disctrict Mymensingh. They are Rupees of different Bengal Sultans; a few coins belong to the Bahmani Sultan Taju-d-din Firoz Shah, to the Suri Kings Islam Shah and Muhammad Shah, and the Mughal Emperor Humayum. As is the case with nearly all the Bengal coins, they are generally much disfigured by shroff marks, a few specimens being too badly damaged as to be identified at all. There are few rare specimens among this find, which possess great numismatic value; the majority, however, belongs to more or less known and common types.

COINS OF BENGAL SULTANS:

SIKANDAR SHAH I (A. H. 759—792=A. D. 1358—1389):

As in British Mus. Pat., No. 32—36; date with the exception of *Sab'ina* (70) illegible ... 1

GHIYASU-DIN A'ZAM SHAH (A. H. 792 –799 = A.D. 1389–1396):

New variety: *Obv.* uncertain, probably legend of Brit Mus. Cat., No. 60;

Rev. (In Persian character).

JALALU-DIN FATH SHAH (A. H. 886 –892 = A. D. 1481–1486):

As in Brit. Mus. Cat., No. 98 2

SHAMSU-D-DIN MUZAFFAR SHAH (A. H. 896–899 = A. D. 1490–1493):

As in Brit. Mus. Cat., Nos. 105–107; date 896 on one specimen; others, illegible ... 4

ALA'U-D-DIN HUSAIN SHAH (A. H. 899–925 = A. D. 1493–1518):

(1) Type of Brit. Mus. Cat., Nos. 122–131, with *at fatih li-l-kamru*, etc.

Mint Daru-z-zarb 922[1]; Fathabad[8]; Husainabad 919[12], illegible[4]; Muhammadabad 910[1]; illegible[12] 4

(2) With *Kali mah* on *Obv.*:

(*a*) Legend of Rev. as in Brit. Mus. Cat., No. 108; Mint: Husainabad 889 (?)[2]: Khizanah 889 (?)[1]; illegible[3] 6

(*b*) Legend of *Rev.* as in Brit. Mus. Cat, No. 113; Mint, Fathabad 899[11], illegible[2]; Mint illegible[5] 18

(*c*) New variety: Mint illegible, date [9] 18;

Rev. (In Persian character.)

(3) With as-Sultan al-'adil on *Obv.*:

(*a*) As in Brit. Mus. Cat., Nos. 119—121; Mint Husainabad 89 (sic !)[8], 8 (sic !)[3]; illegible[2] 13

(*b*) Similar, but legend of Obv. differently arranged; Rev. beginning with Sultan and reads Khullida mulkuhu wa-Sultanhu. Mint: Muhammadabad [9][12] 1

(*c*) Similar, but *Husain Shah* as *Sultan* on *Rev.*, and *Khullida Mulkuhu.* Mint: Daruz zarb 904 (?)[13]; illegible[4] 17

Of doubtful type 9: 105

NASIRU-D-DIN NASRAT SHAH (A. H. 925 - 939 = A. D. 1518—1532):—

(1) With ornamented borders:

(*a*) As in Brit. Mus. Cat., No. 134—136; Mint: Husainabad 925[12]; Mint illegible same date[3]; one very crude specimen bears neither Mint nor Date 16

[Note: Here and in other specimens the last line of Rev. reads *daru-z-zarb,* and not (sic !) or *daru-n-nasr,* as has been road by the compilers of the British Museum Catalogue].

(*b*) Same legend, but different ornaments. Mint: Husainabad (on *Obv.*) *daru-z-zarb* 925 (on *Rev*)[4]; others illegible 12

(*c*) Similar, but *Rev.* reads: *Nasrat Shah bin Husain Shah Sayyid Husaini, daru-z zarb* is left out; Mint: Husainabad 925[7]; one illegible 8

(2) Double-lined border, in some specimens with dots between:—

(*a*) legend as in Brit. Mus. Cat, No. 137 Mint: Nasratabad[2] (on one coin: 927 on *obv.*) waru-z-zarb[6] (on two coins date: 925); illegible[15] 23

(*b*) a variety of same: *nasir* in second (instead of third) line of *obv.*; Mint: *Daru-z zarb* (on *Rev.*, last line of *obv.* uncertain)[8] (date: 925 on 6 coins); Fathabad (in last line of *obv.*) daru-z-zarb 915 (in last line of Rev.)[20]; Husainabad 925[5] (on 4 coins: *daru-z zarb Husainabad* 925 in last line of *Rev*; on 1 coin: *Husainabad* in last line of *obv.*, the remainder in last line of Rev.); Khalifabad 932[4] (this is extremely uncertain; the mint name reads Aliera on one specimen, other doubtful); Muhammadabad[6], dates; 926, 928, 932, 934, 935, 936, (the last 4 coins read *Nasrat Shah Sultan bin Hussain Shah Sultan* instead of *as sultan* on Rev.); Mint doubtful, date 932 and 939[2]; Mint and Date illegible[8] 53

(*c*) another variety, *Nasrat Shah* transposed from beginning of *Rev.* to end of *Obv.*; no Mint; date uncertain 1

Of doubtful type 10: 123

'ALA'U-D-DIN FIROZ SHAH (A. H. 939= A. D. 1532): ornamented border; legend as in Brit. Mus. Cat., No. 145, Mint, Fathabad[2]; Husainabad[4]; doubtful or illegible[4] 10

GHIYASU-D-DIN MAHMUD SHAH III. (A. H. 939—947=A. D. 1526—1537):—

(1) Usual type, with *badr i-shahi* in small circle :

(*a*) as in Brit. Mus. Cat., Nos. 147—148; Mint Husainabad[2]; Khalifabad Nasaratabad 933[2]; Mint illegible, date 933[1]; Mint and Date illegible[2] 14

(*b*) Similar, but date on obv.; Mint: Fathabad 933 3

(*c*) as in Brit. Mus., 149—151 (with *Shah* on *Obv.*); Mint: Husainabad[5] (date 939 on two specimens); Muhammadabad[1]; Nasratabad[1]; on others doubtful 11.

Of doubtful type 13

(2) Lettered surfaces, new type, different varieties :—

Obv. * * | Rev. * *

Mint Husainabad 945 (?)[2]; on others illegible 13: 54

COINS OF BAHMANI SULTANS :

FAJU-D-DIN FIROZ SHAH (A. H. 800—825=1397—1421): as in Brit. Mus. Cat, No. 449—452 2

COINS OF SURI DYNASTY :

ISLAM SHAH (A. H. 952 - 960=A. D. 1545—1552):

(1) As in Brit. Mus. Cat., No. 619 ...

(2) Uncertain *Obv.* portion of *Kalimah* within

square area, and *as-Sultan* .....beneath ; *Rev.* in looped pentagon : *as-Sultan Khalled Allahu mulkahu* 955 ... ... 1 : 2

MAHAMMAD SHAH (A. H. 960—964= A. D. 1552—1556) : a doubtful piece ... 1

COINS OF MUGHAL EMPERORS :

HUMAYUN (A. H. 937—960=A. D. 1530 —1554) :

A new and probably unique type of decidedly Bengal Mintage ; apparently Rupees struck by Humayun while residing at Gaur (Jaunatabad ; see RIYAZ, p. 144, and Stewart, p. 124) :

Obv. in circle : *Muhammad Humayun badshah-i-ghazi* (or simply *ghazi*). In margin of one coin 94, and traces of legend.

Rev. in larger circle with lettered margin or in double-lined border. Kalimah and Qoran, II, 208 3

Unidentified coins :—

(*a*) A piece, divided in 6 fields, Legend :

(*b*) Another piece, legend in curious characters 2

Illegible coins 7

Total 317

As stated above, about half of the coins are badly disfigured by "shroff marks." There are however, some very rare pieces among this find especially the 3 coins of Humayun ; also among

the Bengal coins, a good many belong to new or rare varieties. I propose therefore, that a distribution be made among the usual institutes, leaving out the British Museum and the Asiatic Society of Bengal which are already well provided with similar coins. Of the remainder the Decipherer is entitled to 15 specimens ; the balance might go to the Mint.

The distribution accordingly will be thus :—

Indian Museum ...	... 27	Coins
Bombay Asiatic Society	... 23	„
Madras Central Museum	... 22	„
Lucknow Museum ...	... 21	„
Lahore Museum ...	... 21	„
Decipherer	... 15	„
Mint	... 188	„
Total	317	Coins

The numismatic value of these coins varies between Rs. 2 and 3-8 each.

CALCUTTA } Sd. T. BLOCH.
1st June, 1898. } Numismatic Reporter, A.S.B.